هل المسلم ملزم باتباع مذهب
معين من المذاهب الأربعة
(باللغة البنغالية)

মুসলিম জাতি কুরআন ও সহীহ হাদীসকে উপেক্ষা করে মাযহাবজনিত বাদ-প্রতিবাদ নিয়ে এখনও ত্রস্ত-ব্যস্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাদানুবাদ চলছে। এর কোন সুরাহা বা সমাধান হচ্ছে না। এ বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক একটি দালিলিক, যুক্তিগ্রাহ্য ও গঠনমূলক সমাধানে পৌছার জন্যই মননশীল এই গ্রন্থের অবতারণা। মাযহাবজনিত কুয়াশাচ্ছন্ন পথে এ এক আলোর মশাল।



দা রু স সা লা ম
রিয়াদ, লাহোর, হিউস্টন, নিউইয়র্ক, ঢাকা



মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য ?



সুলতান বিন আবু আবদুল্লাহ্ আল-মাসুমী
অনুবাদঃ মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক

Second Edition: October 2004

© Maktaba Dar-us-Salam, 2004
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data
Sultan bin Abu Abdullah, Al-Masumi
Is it binding on Muslim to follow one of Four Madhabs -Riyadh.
96p., 14x21 cm. ISBN 9960-899-51-9
I-Madhabs II- Title
258 dc 1425/2737
Legal Deposit no. 1425/2737
ISBN 9960-899-51-9

HEAD OFFICE
P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: riyadh@dar-us-salam.com, darussalam@awalnet.net.sa Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:
Riyadh
Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 4735220 Fax: 4735221
- **Jeddah**
  Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
  Madinah
  Tel: 00966-4-815-1121 Fax: 815 1121
- **Al-Khobar**
  Tel: 00966-3-8692900 Fax: 00966-3-8691551

U.A.E
- **Darussalam, Sharjah U.A.E**
  Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
  Sharjah@dar-us-salam.com

PAKISTAN
- **Darussalam, 36 B Lower Mall, Lahore**
  Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
  Lahore@dar-us-salam.com
- **Rahman Market, Ghazni Street**
  Urdu Bazar Lahore
  Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703

U.S.A
- **Darussalam, Houston**
  P.O Box: 79194 Tx 77279
  Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
  E-mail: sales@dar-us-salam. Com.
- **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
  New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
  Fax: 718-625 1511
  Email: newyork@dar-us-salam.com.

U.K
- **Darussalam International Publications Ltd.**
  Leyton Business Centre
  Unit – 17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT
  Tel: 00 44 20 8539 4885 Fax: 00 44 20 8539 4889
  Mobile: 00 44 7947 306 706
- **Darussalam International Publications Limited**
  146 Park Road,
  London NW8 7RG Tel: 00 44 20 725 2246
- **Darussalam**
  398-400 Coventry Road, Small Heath
  Birmingham, B10 0UF
  Tel: 0121 77204792 Fax: 0121 772 4345
  E-mail: info@darussalamuk.com
  Web: www.darussalamuk.com

HONG KONG
- **Peacetech**
  A2, 4/F Tsim Sha Tsui Mansion
  83-87 Nathan Road Tsimbatsui
  Kowloon, Hong Kong
  Tel: 00852 2369 2722 Fax: 00852 2369 2944
  Mobile: 00852 97123624

MALAYSIA
- **Darussalam International Publications Ltd.**
  No.109 A Jalan SS 21/A, Damansara Utama
  47400, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
  Tel: 00603 7710 9750 Fax: 603 7710 0749

FRANCE
- Editions & Librairie Essalam
  135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
  Tél: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83
  Fax: 0033-01- 43 57 44 31
  E-mail: essalam@wanadoo.FR

AUSTRALIA
- ICIS: Ground Floor 165-171, Haldon St.
  Lakemba NSW 2195, Australia
  Tel: 00612 9758 4040 Fax: 9758 4030

SINGAPORE
- Muslim Converts Association of Singapore
  32 Onan Road The Galaxy Singapore- 424484
  Tel: 0065-440 6924, 348 8344
  Fax: 440 6724

SRI LANKA
- Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4
  Tel: 0094-1-589 038 Fax: 0094-74 722433

KUWAIT
- Islam Presentation Committee
  Enlightenment Book Shop
  P.O. Box: 1613, Safat 13017 Kuwait
  Tel: 00965-244 7526, Fax: 240 0057

SOUTH AFRICA
- Islamic Da'wah Movement (IDM)
  48009 Qualbert 4078 Durban,South Africa
  Tel: 0027-31-304-6883
  Fax: 0027-31-305-1292
  E-mail: idm@ion.co.za

মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?

IS IT BINDING ON MUSLIM TO FOLLOW ONE OF FOUR MADHABS?

هل المسلم ملزم باتباع مذهب
معين من المذاهب الأربعة

মুসলিম কি চার মাযহাবের
এক মাযহাব মানতে বাধ্য ?
সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ আল-মাসুমী
অনুবাদ
মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক
প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০০০ ইংরেজী
দুলহিজ্জা, ১৪২০ হিজরী
ফাল্গুন ১৪০৬ বাংলা

প্রকাশক



করপোরেট হেড কোয়ার্টার
দারুসসালাম
পোঃ বক্স ঃ ২২৭৪৩, রিয়াদ ঃ ১১৪১৬, সৌদি আরব
ফোন ঃ ০০৯৬৬-১-৪০৩৩৯৬২-৪০৪৩৪৩২
ফ্যাক্স ঃ ০০৯৬৬-১-৪০২ ১৬৫৯
শাখাসমুহ ঃ
দারুসসালাম
৫০, লোয়ারমল, লাহোর, পাকিস্তান
ফোন ঃ ০০৯২-৪২-৭২৪ ০০২৪, ৭২৩২৪০০
ফ্যাক্স ঃ ০০৯২-৪২-৭৩৫ ৪০৭২
দারুসসালাম পাবলিকেশন্স
পোঃ বক্স ৭৯১৯৪, হিউস্টন, টি এক্স ৭৭২৭৯, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪১৯, ফ্যাক্স ঃ ০০১-৭১৩-৭২২ ০৪৩১
দারুসসালাম
৫৭২-আটলান্টিক এভিনিউ, ব্রুকলাইন, নিউইয়র্ক ১১২১৭ যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ০০১-৭১৮-৬২৫ ৫৯২৫
আল হিদায়াহ্ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন
৫২২ কভেন্ট্রি রোড, বারমিংহাম বি ১০ ও ইউ এন, যুক্তরাজ্য
ফোন ঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ১৮৮৯, ফ্যাক্স ঃ ০০৪৪-১২১-৭৫৩ ২৪২২
দারুসসালাম পাবলিকেশন্স
৩০ মালিটোলা, বংশাল, ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৯৭৩৮

মুসলিম কি চার মাযহাবের এক মাযহাব মানতে বাধ্য?

মূলঃ
সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ আল-মাসুমী

অনুবাদঃ
মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
বি. এ. অনার্স/ এ্যারাবিক উচ্চ ডিপ্লোমা
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি
রিয়াদ, সউদী আরব



দা রু স সা লা ম
রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

অনুবাদকের আরয

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার। জ্বিন-ইনসানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, বিশ্ববাসীর রহমত, আব্দুল্লাহ'র পুত্র মুহাম্মাদ এর ওপর এবং তাঁর সাহাবা ও পরিবারের ওপর শত শত শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

রিয়াদস্থ শাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ কলেজে অবস্থানকালে একদিন দেখি বৈদেশিক ছাত্র ক্লাবে বই-পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। কিছু বই নিলাম। একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বইর নাম ঃ

"هـل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة

অর্থাৎ "মুসলিম কি চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব মানতে বাধ্য?"

বইটি পাঠ করে উপলব্ধি করলাম যে, গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে যে রোগের চিকিৎসা করেছেন, আমাদের সমাজের সিংহভাগ মানুষ সেই রোগে আক্রান্ত। ফলতঃ বইটি বঙ্গানুবাদের প্রয়োজন বোধ করে অনুবাদ করলাম। পুস্তকের প্রণেতা যা বলতে চেয়েছেন অনুবাদে তা হুবহু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

আমার প্রত্যাশা, পাঠক-পাঠিকা এ অনুবাদ থেকে উপকৃত হবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে মাযহাব মানা বা না-মানার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং অবিলম্বে সরল ও সঠিক পথে চলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবেন, ইনশাআল্লাহ।

রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি থিসিস প্রণয়নরত মুহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন ও নূরুদ্দীন অনুবাদটির সংশোধনে শ্রমদান করেছেন। বিশিষ্ট প্রকাশক মুহাম্মদ শরীফ হোসেন এটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। যাঁরা এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের জন্যে আল্লাহর সমীপে ইহকালের ও পরকালের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ এর দ্বারা সকল মুসলিমকে উপকৃত করুন।

শাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়
রিয়াদ, সৌদি আরব

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক
২৮/০৫/১৪১৯ হিঃ

প্রকাশকের আরয

চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাবের অনুবর্তী হতেই হবে-এমন একটি বাতিল ধারণা মুসলিম সমাজে শত শত বছর যাবত বধ্যমূল হয়ে আছে। অথচ এটা একটা অনুমাননির্ভর ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এই ধারণার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়া যায় না। যে সব ইমামের নামে মাযহাব তৈরী হয়েছে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত নন। ইনতেকালের শত শত বছর পর তাঁদের নামে এ সব মাযহাব তৈরী হয়েছে। তাঁদের ভক্তরা এসব তৈরী করেছেন। যেভাবে এ কালেও ভক্তরা পীর তৈরী করেন।

যাঁরা মাযহাব তৈরী করেছেন, তাঁদেরও কিছু খোঁড়া যুক্তি আছে, কিন্তু একালে পবিত্র কুরআনের সহজ, সরল ও সাবলীল ব্যাখ্যা এবং সাহীহ হাদীস যখন দিবালোকের মত উদভাসিত তখন মাযহাবের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকার যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণ থাকতে পারে না।

মাযহাবজনিত কারণে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি শত শত বছর ধরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ইজতেহাদ বা গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে আছে। পুরানো ধ্যান-ধারণা নিয়েই মুসলিম বিশ্বকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। শত শত বছরেও সে কারণে কালজয়ী বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, চিন্তাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও গবেষকের সৃষ্টি হয়নি। যা হয়েছে তাও সুফীবাদসহ নানা পরগাছাবাদে বিভ্রান্ত ও মতিচ্ছন্ন। একটা সুস্থ, সুন্দর, স্বাধীন এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি সর্বাংশে নিবেদিত কোন আবেগ বা মনন আমাদের মাঝে স্থিত হয়নি। পরাধীনতা, দীনতা ও পরাণুকরণের গোলক ধাঁধায় মুসলিম বিশ্ব নিঃশেষিত প্রায়। নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শত্রু শয়তানের এ এক বড় কারসাজি। অবশ্যই মাযহাবী এই "ওয়াস-ওয়াসা" থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

আর অন্ধকার গলি-ঘুঁচি নয়, আঁকা-বাঁকা ও কোণা-কোণী পথ নয়, মুসলিম বিশ্বকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকিত উজ্জ্বল রাজপথে এসে নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে। 'হেরার রাজতোরণে' আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সে পথের সকল কাঁটা দূর করার কিঞ্চিত প্রয়াসেই বক্ষমান এই পুস্তকের অবতারণা। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় পুস্তিকটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই প্রথম। আশা করি বাংলা ভাষাভাষীদের কাছেও পুস্তিকটি সমাদৃত হবে। যাঁরা এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কামিয়াব করুন। আমীন।

রিয়াদ
মার্চ ১৩,২০০০ইং

আবদুল মালিক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

বিষয়সূচী

এই পুস্তক লেখার কারণ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, তাঁর গ্রন্থ আল- কুরআনের অর্থ জানার তৌফিক দিয়েছেন , তাঁর রাসূল (সাঃ) যিনি মানুষ ও জিনের নেতা-এর হাদীসসমূহ বুঝার শক্তি দিয়েছেন, সাহাবাগণ (রাঃ) এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুসারী যে পথে গমন করেছেন, সে পথ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ আল-মাওলা আল কাদীরের মুখাপেক্ষী আবু আব্দুল করীম আবু আব্দুর রাহমান সুলতান বিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-আওরুন আল- মাসুমী আল- খাজান্দী আল- মক্কী [1] আল্লাহ তাঁকে কুরআনের ওপর আমল করা, তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দিন এবং উত্তম খিতাম বা সমাপ্তি দান করুন। তিনি বলেনঃ জাপানের টোকিও এবং পূর্ব ওসাকা শহরের মুসলমানদের পক্ষ হতে আমার নিকট প্রশ্ন এসেছিল, যা ছিল নিম্নরূপঃ

১.তুর্কীস্তানের রাজধানী বুখারা শহরে তাঁর জন্ম, তাঁর দেশ রুশ এবং চীনের দখলে চলে গেলে স্বপরিবারে তিনি মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি একজন সুযোগ্য সালাফী আলেম। হারাম শরীফে দারস দিতেন। মক্কার দারুল হাদীসে শিক্ষক ছিলেন। মসজিদে হারামে হজ্জের মৌসুমে তুর্কী ভাষায় দারস দিতেন। তুর্কী হাজীগণ এবং তাঁর সাথে এই ভাষাভাষী অন্যান্য হাজীগণ তাঁর দারস শ্রবণ করার জন্য হাজির হতেন।

তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ পেয়েছে। যেমন এই পুস্তকটি। অন্যান্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : "কিতাবুল মুশাহাদাতিল মা'সূমিয়্যাহ ইনদা কুবরি খাইরিল বারিয়্যাহ", "কিতাবু তামঈযিল মাহযুযীন 'আনিল মাহরুমীন ফী তাফসীরি আয়াতিল খিতাবাতিল ইলাহিয়্যাহ", কিতাবু তাফসীরি সূরাতিল ফাতিহা, এটির নামঃ "আওয়াহুল বুরহান ফি তাফসীরিল কুরআন", "কিতাবুল বুরহানিস্ সাতে' ফী তাবারুক'ইল মাতবু'য়ি মিনাত তাবে', রিসালাতু তামবীহুন নোবালা' মিনাল 'উক্বালা ইলা কাওলে হায়েদিল ফাকী আল্লাল মালাইকাতা গায়রু 'উক্বালা"।

১৩৮০ হিজরীর দিকে তিনি ইন্তেকাল করেন রাহেমাহুল্লাহ। ইসলাম ও মুসলিমগণের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দিন।

দ্বীন-ইসলামের তাৎপর্য কি? মাযহাবের অর্থ কি ? যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, সেকি চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানতে বাধ্য? অর্থাৎ তার মালেকী অথবা হানাফী অথবা শাফে'য়ী অথবা হাম্বালী ইত্যাদি হওয়া কি জরুরী, না জরুরী নয় ?

কেননা এসব নিয়ে আমাদের এখানে খুব মতবিরোধ ও ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। যখন জাপানের কতিপয় উজ্জ্বল চিন্তাধারার মানুষ দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করতে ও ঈমান আনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন তাঁরা টোকিওর মুসলিম সংগঠনের নিকট নিজেদের পেশ করেন, তখন ভারতীয় এক গোষ্ঠী বলেনঃ তাদের ঈমাম আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ করা উচিত; কেননা তিনি উম্মতের উজ্জ্বল প্রদীপ। ইন্দোনেশিয়ার জাভার এক গোষ্ঠী বলেনঃ তাদের শাফে'য়ী হওয়া জরুরী। জাপানীরা তাদের এই কথা শ্রবণ করে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান এবং নিজেদের লক্ষ্যের পথে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। আর মাযহাবসমূহের ব্যাপারটা তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা বা প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়ে যায়।

সুতরাং হে আমাদের উস্তাদ, আমরা আপনার গভীর জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত, ঐ জ্ঞান ইনশাআল্লাহ এই ব্যাধির আরোগ্য লাভের কারণ হবে। আপনার গভীর অভিজ্ঞতার আলোকে এর তথ্য বা তাৎপর্য আমাদের জন্য বর্ণনা করার আশা করছি, যাতে আমাদের আত্মার শান্তি হবে এবং অন্তর উন্মুক্ত হয়ে তৃপ্তি লাভ করবে। আল্লাহ আপনাকে অশেষ সওয়াবের অধিকারী করুন। আমরা রাশিয়ান মোহাজিরের দল আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি এবং সকল হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম। ইতি।

প্রশ্নকারীদের পক্ষে ঃ

মোঃ আব্দুল হাই কুরবান আলী

ও

মুহাররাম ১৩৫৭ হিঃ — মুহসিন জাবাক আওগালী

ইসলাম ও ঈমানের তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার দেয়া শক্তি অনুযায়ী আমি জবাবে যা লিখেছি তা নিম্নরূপঃ

"লা' হাওলা ওলা 'কুউআতা ইল্লাবিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম "। অর্থাৎ আমার কোন ক্ষমতা নেই, কেবল আল্লাহ'ই ক্ষমতার অধিকারী। "ওমা তাওফী'কী ইল্লা বিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন তৌফীক ও ক্ষমতা নেই। তিনিই আমার বিশুদ্ধ জবাবের তৌফীক দাতা।

জেনে রাখুন, মূর্খদের কথা তো দূরে থাক, অনেক মুসলিম আলেমও এ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, চার ইমাম তথা হানাফী, মালেকী, শাফে'য়ী ও হাম্বালী চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে ইসলামী বিধান হিসেবে গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। এ ধারণা ভ্রান্ত; বরং উক্ত কথার বক্তা মূর্খ, ইসলামী জ্ঞান শূন্য। বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে প্রসিদ্ধ ঃ

"জিবরীল (আঃ) নবী করীম (সঃ)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন; রাসূল (সঃ) উত্তরে বলেনঃ (ইসলাম হলোঃ) 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, (সামর্থবান ব্যক্তির সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণে) যাকাত দেওয়া, রামাযান মাসে সিয়াম ব্রত পালন করা, সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরে এসে হজ্জ করা।"

জিবরীল (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঈমান কি? আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কেতাবসমূহ, রাসূলগণ ও আখেরাতের দিনের ওপর এবং ভালমন্দ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

প্রশ্নকারী বললেন ইহ্সান কি? আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বললেন ইহ্সান হলো এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা যেন আল্লাহ্কে আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। যদি আপনি তাঁকে প্রত্যক্ষ না করেন তিনি তো অবশ্যই আপনাকে দেখছেন (এই বিশ্বাস রাখা)।

আল-হাদীস-(বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের (রাঃ) হাদীস যা বুখারী-মুস্লিমে বর্ণিত হয়েছে তা এরূপ: নবী (সঃ) বলেছেন "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর স্থাপিত হয়েছেঃ সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা ব্রত পালন করা , সক্ষম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরে (ক্বাবা শরীফ) এসে হজ্জ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, আমি যখন তা বাস্তবায়ন করবো জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল, এর সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা ব্রত পালন করা"। (একথা শুনার পর) প্রশ্নকারী বললো ঃ "ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন আমি উক্ত নির্দেশের কিছু কম-বেশী করবো না (অর্থাৎ যা বলা হয়েছে তারই ওপর আমল করবো) । নবী (সঃ) বললেনঃ "গ্রামীন লোকটি কৃতকার্য হয়ে গেল, যদি সে সত্য বলে থাকে"।

- (বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যরাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ বলেনঃ উক্ত হাদীসে হজ্জ উল্লেখ করা হয়নি কারণ তখন হজ্জ ফরয হয়নি।

বুখারী ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী (সঃ) এর নিকট বসে আছি। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি উটের উপর আরোহণ করে এখানে পৌছে উটটাকে মসজিদের চত্তরে বসিয়ে বেঁধে দিলো। তারপর বললো, "তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ (সঃ)? নবী (সঃ) তখন আমাদের মাঝে পিঠের সাথে ঠেক লাগিয়ে বসেছিলেন। তারপর সে বললোঃ "হেলান দিয়ে বসা সুন্দর ও পরিষ্কার ব্যক্তি কি উনি"? অতঃপর নবী (সঃ)-কে [উদ্দেশ্য করে] বললো ঃ "আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর" ? নবী (সঃ) তাকে উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তারপর আগন্তুক লোকটি নবী (সঃ) কে বললো: "আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো, প্রশ্নের ভাষা কর্কশ বা নীরস হয়ে গেলে আপনি

কিছু মনে নিবেন্না। নবী (সঃ) বললেন: "তুমি তোমার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কর"। সে বললোঃ "আমি আপনাকে আপনার রব, আপনার পূর্ববর্তীদের রবের নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করছি ঃ আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানুষের রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন ? নবী (সঃ) বললেন হ্যাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় বললো : আল্লাহ্র কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন? নবী (সঃ) বললেনঃ হ্যাঁ । প্রশ্নকারী পুনরায় বললো ঃ আল্লার কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে প্রতি বছর এই মাসে (রামাযানে) রোযা ব্রত পালন করার করার আদেশ দিয়েছেন ? নবী (সঃ) বললেন: হ্যাঁ। প্রশ্নকারী পুনরায় বললো : আল্লাহ্র কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহ কি আপনাকে ধনীদের নিকট হতে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করার আদেশ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন: হ্যাঁ। তখন সে লোকটা বললো আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার ওপর আমি ঈমান আনলাম। আমি আমার গোত্রের বার্তাবাহক। আমি সা'লাবার পুত্র যেমাম, বনি সা'দ ইবনে বাকর গোত্রের ভাই। এটি হচ্ছে সেই ইসলাম যার নির্দেশ আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দিয়েছেন এবং প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন।

চার মায্হাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদকরা 'ওয়াজিব'ও নয়, 'সুন্নত'ও নয়

মায্হাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এই জ্ঞান, গবেষণা এবং মতামতের অনুসরণ করা কারো ওপর অপরিহার্য করেন নি। কেননা মতামতের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান।[১] নবী (সঃ) হতে যা প্রমাণিত হয়েছে, তা ছাড়া নিরেট বিশুদ্ধ কিছু পাওয়া

[১]- এইভাবে গ্রন্থকার বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মাযহাবসমূহের যে সব বিষয় কুরআন-হাদীস এর ওপর নির্ভরশীল সেগুলো সত্য, তার অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ নয়, সেগুলো মতামত ও ইজতিহাদের বিষয়; এতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। - সম্পাদক।

বিরল। এমনও অনেক মাসয়ালা রয়েছে যাতে ইমামগণ নিজ নিজ মতামত প্রদানের পর সত্য অন্যত্র প্রকাশ পেলে তা গ্রহণ করেছেন এবং ভুল সিদ্ধান্ত বর্জন করেছেন। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, ঈমানের সম্মানে সম্মানিত হতে চায়, তার কর্তব্য আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসে রোযা রাখা, সামর্থবান হলে কা'বা গৃহের হজ্জ করা।

চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাবের. অথবা অন্য কোন মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব তো নয়ই, উত্তমও নয়। অতএব চার মাযহাবের কোন নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে কোন মুসলিম বাধ্য নয়। বরং যে ব্যক্তি প্রতিটি মাসয়ালায় উক্ত মাযহাবসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট একটিকেই আঁকড়ে ধরবে, সে গোঁড়া, বিভ্রান্তকারী, অন্ধবিশ্বাসী এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে[১]। আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতামূলক কার্য-কলাপ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]

নিশ্চয় যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ; হে নবী (সঃ) ! তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। (আল- আন'আম ১৫৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

১- আমি বলি ঃ এটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবকে মানা ওয়াজিব- এই বিশ্বাস রাখে। তবে সাধারণ মানুষ যে একটি মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের খবর জানেন, অথবা সে কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের নিকট প্রশ্ন করে জেনে নেয় আর সে আলিম যদি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসারী হয় তাহলে এমতাবস্থায় ঐ সাধারণ মানুষটির কোন দোষ নেই। কারণ সে নিরুপায়। আল্লাহ মানুষকে তার শক্তির বাহিরে কোন কিছু ন্যস্ত করেন না। আমরা ঐ সাধারণ মানুষকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, সে যেন কোন একজন শায়খকে (আলেমকে) নির্দিষ্ট না করে নেয়।

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]

অর্থঃ সবাই তার অভিমুখী হও এবং তাকে ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। (রুম:৩২)

সুতরাং দ্বীন-ইসলাম এক সরল পথ, যাতে অন্য কোন মত ও পথের অবকাশ নেই। একমাত্র নবী (সঃ) এর মতাদর্শ ও নির্দেশিত পথ ব্যতীত ইসলামে এমন কোন মত ও পথ নেই যা অনুসরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]

অর্থঃ (হে নবী) বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ বুঝে শুনেই আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেই। আল্লাহ্ পবিত্র আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। [ইউসুফ ১০৮]

প্রচলিত মাযহাবসমূহের অন্ধবিশ্বাসীদের জ্ঞানহীনতার কারণে মাযহাবী দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]

অর্থঃ "তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা , যদি তা কর তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব ও শক্তি চলে যাবে । আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে " । (আনফাল: ৪৬)

আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহু তাঁর কিতাবকে আঁকড়ে ধরার এবং একতার জন্য আদেশ করে বলেন :

﴿ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

অর্থঃ তোমরা সকলে একত্রিতভাবে আল্লাহ্র দ্বীনকে মজবুত করে ধর এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না । (আল ইমরান : ১০৩)

আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত মোতাবিক কর্মই দ্বীন-ইসলামের ভিত্তি

এটি সেই সত্য দ্বীন-ইসলাম, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহ। একমাত্র কুরআন-হাদীস মুসলমানদের সমস্যার সমাধান স্থল। যে ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ থেকে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করল সে মুমিন নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]

অর্থঃ "অতএব, তোমার পালন কর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না পায় এবং তা হৃষ্ট চিত্তে মেনে নেয় "। (নিসা-৬৫) [১]

১ - এ ক্ষেত্রে ঐ দীর্ঘ হাদীসখানার উল্লেখ করা যেতে পারে, যে হাদীসে কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে: যে ব্যক্তি কুরআন (ও হাদীস) ছাড়া অন্যত্র হেদায়েত খুঁজবে আল্লাহ তাকে গোমরাহ করে দিবেন।

কোন ইমাম একথা বলেননি যে আমি যা বলে গিয়েছি তার অনুসরণ কর, বরং তোমরা ঐখান থেকে (দ্বীন) গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। কেননা এই মাযহাবসমূহে পরবর্তী যুগে অনেক মত ও কথার সংযোজন হয়েছে, যাতে অনেক ভুল-ত্রুটি ও সংশয় যুক্ত মাসায়েল রয়েছে। যাদের নামে মাযহাব তৈরী হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন ইমাম যদি উক্ত ত্রুটি ও মাসায়েল প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে ঐ মাসায়েল এবং তার বর্ণনাকারীকে পছন্দ না করে নির্দোষ হয়ে যেতেন এবং সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। অর্থাৎ এগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করতেন না।

আইম্মায়ে সালাফে সালেহীনের প্রতিটি ব্যক্তি যাদের মাধ্যমে দ্বীনের ও জ্ঞানের হিফাযত করা হয়েছে, তাঁরা সকলে হাদীস ও কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের ওপর আমল করেছেন, মানুষকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আঁকড়ে ধরার এবং তার ওপর আমল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। একথা যেমন ইমাম আবু হানীফা হতে প্রমাণিত রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম মালেক, শাফে'য়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান বিন 'উয়ায়নাহ, হাসান বাসরী, আবু ইউসুফ ইয়াকুব আলকাযী, মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানী, আব্দুর রহমান আল-আওযায়ী , আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, বুখারী এবং মুসলিম ইত্যাদি ইমামগণ থেকেও একথা প্রমাণিত রয়েছে। (আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন)। তাঁরা সকলে দ্বীনের কাজে বিদআত করা থেকে এবং পাপমুক্ত নয় এমন ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধঅনুকরণ থেকে সতর্ক করতেন। পাপমুক্ত একমাত্র রাসূল (সঃ)। নবী (স:) ব্যতীত সে যেই হোক, যদি তার কথা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত হয় তা হলে তা গ্রহণ করা যাবে।

আর যদি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী হয় তাহলে তা বর্জন করা হবে। যেমন ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন : "প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণীয় অথবা অগ্রহণীয় হতে পারে শুধু এই কবরবাসী ছাড়া, (অর্থাৎ ইমাম মালেক রাসূল (সঃ)-এর কবরের দিকে ইশারা করে বলেন : এই কবরবাসী ব্যতীত সকল মানুষের কথা গ্রহণীয় অথবা অগ্রহণীয় উভয়ই হতে পারে। এইভাবে চার ইমাম ও অন্যান্য গবেষক আলেমগণ চলেছেন। তাঁরা সকলে সংকীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে সতর্ক করতেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে সংকীর্ণ অন্ধবিশ্বাসীদের একাধিক

স্থানে তিরস্কার করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের অধিকাংশ কুফুরী ছিলো, বাপ-দাদা , গুরুজন, ধর্মযাজক ও পাদরীদের অন্ধবিশ্বাসের কারণে।

ইমাম আহমদ, শাফেয়ী, মালেক এবং আবু হানিফা (রাহঃ) হতে প্রমাণিত, তাঁরা বলেছেন: "আমাদের কথার ওপর ভিত্তি করে ফতওয়া দেয়া অথবা আমাদের কথা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ হবেনা যতক্ষণ না জানবে আমরা কোথা হতে ঐ কথা গ্রহণ করেছি"। তাছাড়া সকলে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হাদীস হচ্ছে আমাদের মাযহাব। আরো বলেছেন যে "আমরা কোন কথা বললে অতঃপর তা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের সামনে পেশ করার পর যদি কুরআন- হাদীসের মুতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণ কর। আর যদি বিরোধী হয়, তাহলে তা বর্জন কর এবং দেওয়ালে ছুঁড়ে মার। এই ছিল প্রবীন ইমামগণের উক্তি। আল্লাহ তাদেরকে শান্তির ঘরে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করান।

কিন্তু পরের যুগের মুকাল্লিদ লেখক, যারা বই লেখে কলমের কালি দিয়ে সাদা কাগজ কালো করেছেন, তাদের ওপর হাজার-হাজার আফসোস! কেননা তারা উলামায়ে মুজতাহিদীনদেরকে (যারা অভিজ্ঞতার বলে কুরআন-হাদীস চষে দ্বীনী মাস্‌য়ালা বয়ান করার জন্য প্রচেষ্টা করেন) নিষ্পাপ বলে মনে করে। অতঃপর তারা মানুষকে চার ইমামের মধ্যে কোন একজন ইমামের ও তাদের প্রসিদ্ধ মাযহাবের একটির তাক্বলীদ করতে বাধ্য করে। বাধ্য করা দূরের কথা; ইমামের কথা ছাড়া আমল-দলীল সবকিছু গ্রহণ করা ত্যাগ করে। ইমামকে যেন তারা অনুসৃত ও প্রেরিত নবী বানিয়ে নেয়! হায় তারা যদি ইমামগণের কথাসমূহ জানতো! (তাহলে কতই না উত্তম হতো!) কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, তাদের অধিকাংশই অনুসৃত ইমামের নাম ছাড়া-তাদের অন্য সব কিছু থেকে বেখবর। পরের যুগের কতিপয় মানুষ নতুন নতুন মাসায়েল ও বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করে ইমামদের নামে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর পরবর্তী বংশধররা সেগুলোকে ইমামদের পথ ও মত বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। অথচ তা ইমামদের সিদ্ধান্তের ও কথার পরিপন্থী। ইমামগণের নামে যা কিছু সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা থেকে তাঁরা মুক্ত। যেমন পরবর্তীযুগের অনেক হানাফীদের এজাতীয় ভ্রান্ত কথাঃ "নামাযের তাশাহহুদে সাব্বাবা-(তর্জুনী) আঙুলের ইশারা হারাম, আল্লাহর হাত আছে

এর অর্থ হলো আল্লাহর শক্তি, আল্লাহ তায়ালা সর্ব স্থানে উপস্থিত, তিনি আরশের উপর নেই ইত্যাদি" [১]।

এইসব কারণে মুসলমানদের শক্তি চূর্ণা-বিচূর্ণা হয়। তাদের একতা জামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়। উন্নতি বিলুপ্ত হয়ে ভাঙন প্রশস্ত হয়। নেফাক্বী ও বিচ্ছিন্নতায় দিগন্ত ভরে ওঠে। একে অপরকে বিদ'আতি বলতে আরম্ভ করে। সকল জামা'আত তার বিপক্ষদলকে নগণ্য বিষয়ে পথ ভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। এমন কি একে অপরকে কাফের বলতে আরম্ভ করে এবং পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আমাদের সত্যবাদী ও আমানতদার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যত বাণী করে গিয়েছেন, হুবহু তাঁরা তার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন ঃ

" ستفترق أمتـــــي ثلاث وسبعيـــــن فرقة كلـــهـــــا في النار إلا

واحدة ، قيل من هم يا رسول الله قال : الذين على ما أنا عليه وأصحابي

[رواه الترمذي وحسنه الألباني]

অর্থ: "আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরক্বায় বিভক্ত হবে , একটি ছাড়া অবশিষ্ট সবই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ঐ নাজাত প্রাপ্তদল কারা? নবী (সঃ) বললেনঃ যারা ঐ পথে থাকবে, যে পথে আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছি "।

-(তিরমিযী, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে উত্তম বলেছেন)।

১- শেষাংশে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ওপর যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে , সতর্ক করার পরও তার ওপর অটল থাকে তাহলে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি - আমরা বলি: "আল্লাহর হাত আছে, তবে আমাদের মত নয়। অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য ব্যতীত আল্লাহর হাত আছে একথা বিশ্বাস করি । -সম্পাদক।

পরবর্তী বংশধররা পরিবর্তন করে এক ইমামের অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়

মহান আল্লাহর কসম, মুসলমানরা যখন পরিপূর্ণ মুসলিম ও নিজ দ্বীনের ওপর বিশ্বাসী ছিল, তখন তারা খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের ন্যায় (আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন) দ্বীনের পতাকা উত্তোলনকারী, দিক বিজয়ী এবং সাহায্য প্রাপ্ত ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানরা বিশ্ব প্রতিপালকের আদেশ পরিবর্তন করে ফেলে তখন আল্লাহতায়ালা নিজ অনুদানকেও সংকুচিত করে ফেলেন, তাদের কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং খেলাফত বিদূরীত করেন। অনেক নিদর্শন এর সাক্ষ্য প্রদান করছে।

মোটামুটি তারা যা পরিবর্তন করেছে তা হলো: চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবে মাযহাবধারী হওয়া, তা মানতে কঠোর হওয়া - যদিও তা বাতিল। অথচ এ সমস্ত মাযহাব হচ্ছে বিদ'আত, যা তিনশ' শতাব্দীর পর সংঘটিত হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সর্বপ্রকার বিদ'আত যা দ্বীনের এবং সাওয়াবের কাজ বলে ধারণা করা হয়, সেটি ভ্রষ্টতা এবং গোমরাহী। সালফে সালেহীনগণ কুরআন-হাদীস ও তার অর্থ এবং ইজমায়ে উম্মাতকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করতেন; তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত মুসলিম । আল্লাহ তাঁদের ওপর দয়া করুন, সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের কে সন্তুষ্ট করুন। আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাঁদের সাথে হাশর করান। কিন্তু যখন মাযহাবী বিদ'আত প্রসার লাভ করে, তখন বিভেদ সৃষ্টি হয়, একে অপরকে গোমরাহ করার কাজ আরম্ভ হয়। এমন কি শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের পিছনে একজন হানাফী মুকতাদির অনুসরণ বৈধ না হওয়ার ফতওয়াবাজী শুরু করে।[১]

১- আমি বলি : এ ব্যাপারটি কতিপয় মানুষের দ্বারা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা হানাফী মাযহাবের পুরুষের বিবাহ শাফেয়ী মহিলার সাথে অবৈধ ফাতওয়া দেয়। অতঃপর তাদের কেউ আবার কিতাবিয়াহর (যে মহিলা আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী যেমন : ইয়াহুদী ও খৃষ্টান মহিলা) ওপর কিয়াস করে ঐ বিবাহ বৈধ বলে ফাতওয়া দেয়। চিন্তা করুন, তারা দ্বীনকে কিভাবে নিকৃষ্ট মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে ধ্বংস করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে?

যদিও দাবী করা হয় যে, চার মাযহাবধারীরা আহলে সুন্নাত; কিন্তু তাদের কর্মকান্ড তাদেরকে মিথ্যা ও বাতিল এবং তাঁদের কর্ম ও কথার মধ্যকার সাংঘর্ষিক সম্পর্ক প্রমাণ করছে। আর এই বিদ'আতের কারণে মসজিদে হারামে (কাবার ঘরে) চার ইমামের চারটি নামায পড়ার স্থান নির্মিত হয়েছিল[২] ফলতঃ জামা'আতের সংখ্যা একাধিক হয়ে গিয়েছিল। সকল মাযহাবধারী নিজ মাযহাবের জামা'আতের জন্য অপেক্ষা করত। এ ধরনের বিদ'আতের মাধ্যমে ইবলিস্ নিজ সাফল্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল। আর তা হলো মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত করা ও তাদের জামা'আত ভঙ্গ করা। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এ সকল কর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

মৃত্যুর পর মানুষকে কি কবরে তার মাযহাব অথবা তরীক্বা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ?

হে জ্ঞানী নিষ্ঠাবান মুসলিম ! আমি আপনাকে মহান আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তার কবরে অথবা কিয়ামত দিবসে কি জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কেন তুমি অমুকের মাযহাবে অথবা অমুকের পথে প্রবেশ কর নাই? আল্লাহর কসম, কক্ষনো আপনি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না।

বরং জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কেন অমুক মাযহাবকে আঁকড়ে ধরেছিলে? কেন অমুক তরীকা আঁকড়ে ধরেছিলে? কেননা এগুলো নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত ইহুদী আলেম ও খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে রব বানানোর শামিল । এসব নির্দিষ্ট মাযহাব ও প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহ (পীর মুরীদি) দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত বা নব আবিষ্কৃত কাজ। আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।

হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা, সেই মুতাবিক কাজ করা, ইত্যাদি যা আল্লাহ আপনার ওপর ওয়াজিব করেছেন,

২- বর্তমানে মসজিদে হারামে এগুলো বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তা অনেক মসজিদে এখনো মজুদ রয়েছে।

নিশ্চয় আপনি সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মাযহাব মানা অথবা মানব রচিত তরীকতের পথে চলা অপরিহার্য করা হয়নি। হ্যাঁ, কুরআন -হাদীসের জ্ঞান সম্পন্ন ওলামা থাকা সত্ত্বেও আপনার কোন বিষয় অজানা রয়ে গেলে তা জানার জন্য আলেমগণকে প্রশ্ন করা এবং সংশয়যুক্ত জ্ঞানকে কুরআন- হাদীসের সামনে পেশ করে সংশয় দূর করে ফেলা আপনার ওপর ওয়াজিব। এটাই হলো সেই দ্বীন-ইসলাম যা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন ।

সুতরাং হে মুসলিম! আপনি আপনার দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন । অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের ওপর এবং সৎ ইমামগণ ও পূর্ববর্তী উম্মাত যার ওপর একমত পোষণ করেছেন তার ওপর আমল করুন । নিশ্চয় এতে আপনার পরিত্রাণ এবং কল্যাণ নিহিত আছে ।

আপনি মুওয়াহ্হিদ মুসলিম হোন (একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হোন)। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারোর ইবাদত, কারোর ওপর ভরসা এবং কাউকে ভয় করবেননা। আপনি নিজেকে সকল মুসলিমের একজন ভাই হিসেবে গড়ে নিন । অতএব নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তা তাদের জন্যও পছন্দ করুন। এ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা যথেষ্ট, সেটি নিম্নরূপঃ

أنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، فقـــال رجل هذه موعظة مودع ، فما ذا تعهد إلينـــا ؟ فقـــال : " أوصيكـــم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن تولي عليكم عبد حبشي ، فإنه مـــن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، وإياكم ومحدثـــات الأمـــور فإنـــها ضلالة ، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفـــاء الراشـــدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "

– (رواه الترمذي في كتاب العلم و أبو داود في كتاب الســـنة وكذا رواه ابن ماجة)

অর্থঃ তিনি (ইরবায বিন সা'রিয়াহ) বলেন: একদা নবী (সঃ) ফজরের নামাযের পরে আমাদের সম্মুখে মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়াজ করলেন, যাতে চোখের পানি নির্গত হলো। হৃদয় বিনম্র ও ভীত হয়ে পড়লো। তখন এক ব্যক্তি বললেনঃ এটি তো মনে হচ্ছে বিদায় ভাষণ, সুতরাং আপনি আমাদেরকে কী উপদেশ দিতে চান? নবী(সঃ) বললেন: "আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও কোন হাবশী গোলাম (কৃষ্ণকায় দাস) তোমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘজীবী হলে সে অনেক বিভেদ প্রত্যক্ষ করবে। (সেই সময়) তোমরা অবশ্যই বিদ'আতী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকবে; কেননা বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ যুগে পদার্পন করবে, তাঁর ওপর আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মাড়ীর দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে মজবুত করে ধরা অপরিহার্য।" অর্থাৎ রাসূলের ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের ওপর অটুট থাকা ওয়াজিব । হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী উত্তম এবং সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ তে হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

বিষয়টি যদি এই হয়, তাহলে সংকীর্ণ অন্ধ বিশ্বাস (তাক্বলীদ) থেকে সাবধান : কেননা যে ব্যক্তি প্রতিটি মাস'আলায় নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করবে; হতে পারে তার দ্বারা অনেক সহীহ হাদীসের আমল বিবর্জিত হবে এবং সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধাচারণ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই । নিশ্চয় এটি পথ ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জন্য হানাফী ও অন্যান্য আলেমগণ পরিষ্কার করে জানিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা জরুরী নয়। যেমন কামাল ইবনুল হুমাম এর "তাহরীর" নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আবেদীন আল-শামীর "আওয়ায়েলে রাদ্দুল মুহতার " গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব মানার মতবাদ দুর্বল।

নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরার দাবীর মূল ভিত্তি রাজনীতি

অধম বান্দা আল মা'সূমী বলেন ঃ নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরার কথা রাজনীতির চাহিদা, যুগের আবর্তন এবং মনের খায়েশ সাধিত হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একথা যে কোন বুদ্ধিমান ও ইতিহাসবিদগণের নিকট অপ্রকাশ্য নয় । এ সম্পর্কে পরে আরো পরিষ্কার করে আলোচনা করব । সত্যকে জানা এবং সে মুতাবিক আমল করাই অপরিহার্য কর্তব্য।

জেনে নিন, নিঃসন্দেহে সত্য মাযহাব যার অনুসরণ করা ওয়াজিব সেটি হলো, আমাদের নেতা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাযহাব। তিনিই হচ্ছেন বড় ইমাম (ইমামে আ'যম) যার অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারপর খুলাফায়ে রাশেদীন এর মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব । মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাদেরকে হুবহু তারই অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر : ٧]

অর্থ ঃ রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা কিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। [সুরা আল হাশর:৭]

রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

" وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " (سنن ابن ماجة)

অর্থঃ আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। [ইবনে মাজাহ]

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক কিংবা অন্য কোন ইমাম বলেননি যে, তোমরা আমার কথা অন্ধভাবে গ্রহণ কর অথবা আমার মাযহাব মান। তেমনি আবুবকর ও উমর (রাঃ)ও একথা বলেননি। বরং তাঁরা সকলে তা করতে (অর্থাৎ নবী (সঃ) ব্যতীত কোন মানুষের মাযহাব গ্রহণ করতে) নিষেধ করেছেন। সত্যিকার ঘটনা যদি এই হয়, তাহলে কোথা থেকে এই মাযহাবের প্রথা এলো? কেমন করে মুসলিমদের ওপর সেটা ওয়াজিব হলো এবং প্রসার লাভ করলো? হে পাঠক! আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। (তাহলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে), উক্ত মাযহাবসমূহ উত্তম যুগের পর প্রসার লাভ করেছে। পথ ভ্রষ্টকারী ওলামা ও মূর্খ শাসকদের পক্ষ হতে এটি করতে বাধ্য করা হয়েছে।

আল-ইনসাফ নামক রিসালায় শায়েখ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর গবেষণার মানদণ্ডে মাযহাবী প্রথা বিদ'আত

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী তাঁর 'ইনসাফ' নামক পুস্তিকায় বলেনঃ "জেনে নাও, হিজরী সনের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মানুষেরা কোন মাযহাবের তাক্বলীদ জানত না। কোন মাযহাব ছিলনা। সালফে সালিহীনরা এসব চিনতেন না। তাঁরা এক মাত্র শারীয়তের বাহক নবী (সঃ) এর তাক্বলীদ করতেন। সালফে সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীন এর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন মানুষের কথা অন্ধভাবে মানার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞায় একমত পোষণ করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি আবু হানিফা অথবা মালেক কিম্বা শাফেয়ী অথবা অন্য কারো সমস্ত কথাকে (বিনা দলীলে) গ্রহণ করলো সে কুরআন -হাদীসের ওপর নির্ভর করলো না; সে উম্মতের ঐক্যমতের বিরুদ্ধাচরণ করলো। অবিশ্বাসীদের পথ অনুসরণ করলো। এই অবস্থা হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইছি। এই জন্যে ঐ সমস্ত ফক্বীহগণ নিজেদের তাক্বলীদ এবং অন্য কারো তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন ।

সুতরাং যে ব্যক্তি ফক্বীহগণের তাক্বলীদ করল সে মূলত তাঁদের (ফক্বীহগণের) বিরুদ্ধাচরণ করল ।

অনুরূপভাবে উক্ত কথা ইমাম আল-ইয্ বিন আব্দুস সালাম তাঁর কিতাব "কাওয়াইদুল আহ্‌কাম ফী মাসালিহিল্ আনামে" এবং শায়েখ সালেহ আল-ফুলানী তাঁর কিতাব "ঈকায্ হিমামে উলিল আবসারে" উল্লেখ করেছেন ।

তৈরী করা প্রচলিত মাযহাবের অন্ধবিশ্বাসী এবং ভক্তদের ক্ষেত্রে আশ্চর্য এই যে, দলীল না থাকলেও তারা তাদের মাযহাবের অনুসরণ করে এবং এমনভাবে বিশ্বাস রাখে যে সেটি যেন প্রেরিত নবীর কথা। আর এ জাতীয় কাজ সত্য এবং সঠিকতা থেকে অনেক দূরে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যে ঐ অন্ধবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তাদের ইমাম ত্রুটিতে পতিত হন না। তিনি যা বলেছেন তাই ঠিক । তাক্বলীদ বর্জন না করার সিদ্ধান্ত অন্তরে গোপন রাখে, দলীল যদিও তার বিপরীত হয়। আর এটি ঠিক আদি ইবনে হাতিমের (রা:) বর্ণনার মত যা ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন ঃ

إنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "، فقلت يارسول الله ، إنهم ماكانوا يعبدونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإن حرموا عليهم شيئا حرموه فذلك عبادتهم". - (الترمذي)

অর্থঃ ইবনে হাতিম বলেন; আমি রাসূল (সঃ) -কে তিলাওয়াত করতে শুনেছিঃ "(ইয়াহুদ-নাসারা) আল্লাহ ব্যতীত নিজের পাদ্রী-আলেমগণকে রব বানিয়ে নিয়েছে "(সূরা আত্‌তাওবাহ-৩১)। আমি বল্‌লাম হে আল্লাহর রাসূল! (সঃ) "তারা তাদের ইবাদত তো করত না ? নবী (সঃ) বল্‌লেনঃ "তাদের আলেমরা যে জিনিস তাদের জন্য বৈধ বলে ঘোষণা করত তারা (ইয়াহুদ-নাসারা) সেটি বৈধ বলে মেনে নিত। আর যে জিনিস তাদের ওপর হারাম করত সেটি হারাম বলে গ্রহণ করত। সুতরাং এটিই তাদের আলেমগণের ইবাদত করা। (তিরমিযী)

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সঃ) ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণে সংকীর্ণ অন্ধঅনুকরণ ও গোঁড়ামী করবে সে মূর্খ, পথভ্রষ্ট

হে মুসলিম ! আল্লাহ আমাদের ওপর নিষ্পাপ রাসূলের (সঃ) অনুসরণ ফরয করেছেন। আমাদের নিকট তাঁর হাদীস পৌছানোর পর যদি কোন মানুষের মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধবিশ্বাস করি, রাসূলের (সঃ) হাদীস পরিত্যাগ করি এবং সেই লোকের ও তাঁর মাযহাবের অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যেদিন মানুষ বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে সেদিন আমাদের ওজর বা মুক্তির কী যুক্তি হবে? সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অনুসরণে গোঁড়ামী করবে এবং তার কথাই ঠিক, অন্যান্য ইমামগণ বাদ দিয়ে তারই কথার অনুসরণ করা ওয়াজিব, - এ ধারণা রাখবে সে মূর্খ, পথভ্রষ্ট বরং সে কাফিরও হয়ে যেতে পারে। যার কারণে তাকে তাওবা করতে হবে। যদি তাওবা করে তাহলে উত্তম, নচেত হত্যা। কেননা যখনি সে ইমামগণের মধ্য হতে কোন একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ মানুষের ওপর অপরিহার্য মনে করল তখনি সে তাকে নবী (স:) -এর আসনে অধিষ্ঠিত করল। আর এটি হচ্ছে কুফুরী।

খুব বেশী এতটুকু বলা যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষ যায়েদ বা আমরকে নির্দিষ্ট না করে যে কোন যোগ্য আলেমের অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আলেমগণকে ভালবেসে, সহানুভূতি রেখে এই ভেবে অনুসরণ করবে যে, তার কথা সুন্নাত সমর্থিত, তাহলে সে উত্তম অনুসরণকারী। আর যে ব্যক্তি তাবেয়ীন ব্যতীত ইমামদের মধ্য হতে কোন একজনকে নির্দিষ্টভাবে মানার ক্ষেত্রে গোঁড়ামী করবে, সে ঐ ব্যক্তির পর্যায়ে পড়বে যে অন্যান্য সাহাবাগণ ব্যতিরেকে কেবল একজনের কথা মানার জন্যে গোঁড়ামী করে। যেমন শীয়া, নাসেবী এবং খারিজী ফিরকা করে থাকে। আর এটি হচ্ছে বিদআতী এবং মন-পুজারীদের পথ। যারা কুরআন-হাদীস ও ইজমার মানদণ্ডে পাপী এবং সত্য হতে খারিজ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) তার মিশরী ফতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী অথবা আহমদের (রাঃ) অনুসরণ করে আর অন্য মাযহাবের কিছু

মাসায়েল অধিক বলিষ্ঠ প্রত্যক্ষ করে সেটিরও অনুসরণ করে তাহলে সে উত্তম কাজ করলো। সর্বসম্মতিক্রমে সে তার দ্বীনে ও সততায় কোনরূপ ক্ষতি করলো না। বরং এটি সত্যের জন্য উত্তম, আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট এই ব্যক্তি অতি প্রিয়, সেই ব্যক্তির চেয়ে যে নবী (স:) ব্যতীত অন্য কোন নির্দিষ্ট মানুষের কথা মানতে বাড়াবাড়ি করে। যেমন, যে ব্যক্তি আবু হানীফার (রাঃ) অনুসরণে গোঁড়ামি করে এবং ধারণা করে যে, একমাত্র এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথাই ঠিক যা অনুসরণ যোগ্য। আর ঐ ইমামের কথা গ্রহণযোগ্য নয় যে উক্ত নির্দিষ্ট ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই কাজ করবে সেই মূর্খ। বরং সে কখনো কাফের হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর নিকট ঐরূপ কর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল-ইক্বনা নামক গ্রন্থে এবং তার ব্যাখ্যায় রয়েছে যে : কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা, (দলীল থাকা সত্ত্বেও) অন্য মাযহাবের মাসআলা গ্রহণ না করার যে প্রথা, এই প্রথার কোন ভিত্তি বা দলীল নেই। এটি অতি স্পষ্ট বিষয়। অধিকাংশ ওলামা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে কোন ব্যক্তির অনুসরণকে কারোর ওপর অপরিহার্য করেননি। বরং আল্লাহ্ তায়ালা সর্বাবস্থায় সকল ব্যক্তির ওপর তাঁর ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতাআত (অনুসরণ) ফরয করেছেন।

শায়েখ তাক্বীউদ্দীন বিন তাইমিয়াহ "আল-ক্বায়া মিনাল ইনসাফ" গ্রন্থে বলেন : "যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব বলে ঘোষণা করবে, তাকে তাওবা করানো হবে। (তাওবা না করলে) হত্যা করা হবে। কেননা এই অপরিহার্যতা শরীয়তী বিধানের মানদন্ডে আল্লাহর সঙ্গে শিরকের শামিল, যে শরীয়তী বিধান তাওহীদে রাবুবীয়ার বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত"।

ইবনে আল হুমামের গবেষণার আলোকে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা বাধ্যতামূলক নয়

আল-কামাল বিন আল-হুমাম হানাফী ফিক্বাহ নীতিমালার "তাহরীর ওয়া তাক্বরীর"গ্রন্থে উল্লেখ করেন : "নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা সঠিক পথ ও মত অনুসারে জরুরী নয়। নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা এই কারণে জরুরী নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ওয়াজিব করেছেন তা ব্যতীত কোন ওয়াজিব শরীয়তে নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) উম্মতের মধ্যে কোন লোকের মাযহাবের ধামা ধরা, নিজের দ্বীনে তাঁর সকল আনিত বিষয়ে তাঁর তাক্বলীদ করা, অন্যদের পরিহার করা, কোন মানুষের ওপর অপরিহার্য করেননি। উত্তম যুগের মানুষগণ কোন নির্দিষ্ট মাযহাবে মাযহাবধারী হয়ে অবিচল না থাকার বিষয়ে একমত পোষণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ অন্ধবিশ্বাসীরা বলে : আমি হানাফী অথবা শাফেয়ী, অথচ তাদের ইমামগণের তরীক্বা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। কেবল এধরনের কথায় বা দাবিতে কোন কাজ হবেনা। যেমন, কেউ যদি অযথা বলে যে, আমি জ্ঞানী, লেখক, তাহলে তাঁর এই কথার যেমন কোন মূল্য নাই ঠিক তেমনি ইমামের চরিত্র থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁদের দাবিতে কোন লাভ হবে না। সুতরাং শুধু দাবি বা ভূঁয়া কথায় নিজকে কোন মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করা কতটুকু শুদ্ধ হতে পারে? (প্রিয় পাঠক) চিন্তা করুন।

"ঈকাযু হিমামে উলিল আবসার" গ্রন্থে রয়েছে যে, মুকাল্লিদ এবং অনুসরণকারীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, **মুকাল্লিদ** আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনা বরং ইমামের মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যদিও তার ইমামের মাযহাব কুরআন-হাদীসের বিপরীত হয় তবুও সে কুরআন হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না।

পক্ষান্তরে মুত্তাবি' বা **অনুসরণকারী** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কারো মত বা মাযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে না। যদিও নিজের ওপর বিপদ অবতীর্ণ হয় তবুও সে প্রথম আলেমকে (অর্থাৎ যাকে প্রথম থেকে ইমাম বলে মেনে আসছে তাকেই) জিজ্ঞাসা করতে হবে এধরনের বাধ্য-বাধকতায় নিমজ্জিত হয় না। বরং যে কোন ভাল আলেমের

সাক্ষাত হলে সে জিজ্ঞাসা করে, প্রথম আলেমের মতকে ইবাদত বলে আঁকড়ে ধরে না। কেননা সে তার মত ব্যতীত অন্য আলেমের মত শ্রবণ করে। এটাই হচ্ছে শেষ যুগের মুকাল্লিদ ও সালফে সালিহীনগণের অনুসারীদের মধ্যকার পার্থক্য। আল্লাহ তাঁদের ওপর রহম করুন।

শরীয়তী পরিভাষায় তাক্বলীদের অর্থ হলো: বক্তার দলীলবিহীন কথাকে গ্রহণ করা হচ্ছে তাক্বলীদ। এটি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে অনুসরণ হচ্ছে দলীলভিত্তিক। তাক্বলীদ আল্লাহর দ্বীনে শুদ্ধ নয় ; আর অনুসরণ হচ্ছে জরুরী। মূর্খ মানুষ মুফতীর কথা গ্রহণের মুখাপেক্ষী, বরং কখনো কখনো মুফতীর কথায় ত্রুটির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা তার ওপর জরুরী হয়ে পড়ে। তবে কেন তার ওপর নবী (সঃ) এর কথা গ্রহণ করা ওয়াজিব হবে না? যদি এরূপ হত যে, নবী (সঃ) এর সুন্নাত সহীহ প্রমাণিত হওয়ার পরও তার ওপর আমল ততক্ষণ বৈধ হবে না যতক্ষণ না অমুক, অমুক তার ওপর আমল করবে, তাহলে তাদের কথা সুন্নাত মানার ক্ষেত্রে শর্ত হয়ে যেত। আর এটি বাতিলের বাতিল এই জন্যে যে, আল্লাহ তা'য়ালা কোন সাধারণ মানুষ ছাড়াই রাসূল (সঃ) এর দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর যে ব্যক্তি হাদীস মোতাবেক আমল করলো, হাদীস বুঝার পর ফাতওয়া দিল তার ভুলের সম্ভাবনা জরুরী নয়। তবে এটি ঐরকম যোগ্যতা যার আছে, তার জন্যে। যার যোগ্যতা নেই তার কর্তব্য এই যে, যা আল্লাহ তায়ালা নিজের ভাষায় ঘোষণা করেছেন :

﴿فَسْئَلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]

অর্থ, "যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞাত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও" । (আল নাহল : ৪৩)

ফাত্ওয়া তলবকারীর জন্য কোন মুফতী অথবা কোন শায়েখ যে ফাতওয়া লিখেন, তার ওপর ফাতওয়া তলবকারীর নির্ভর করা যদি বৈধ হয় তাহলে রাসূল (সঃ) এর বাণী যা নির্ভরযোগ্য মানুষ দ্বারা লিপিবদ্ধ তার ওপর নির্ভর করা অধিক হকদার। সে যখন অনুভব করবে যে, মুফতীর ফাতওয়া বুঝেনি, তখন তা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে যে তার অর্থ

জানে। অনরূপভাবে হাদীস ও। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি হাদীসের অর্থ বুঝবে না সে ঐ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করবে যে হাদীসের অর্থ জানে)। ওলামারা বলেছেন ঃ "কিয়াস ও ইজতেহাদ দলীলরূপে গণ্য হওয়া থেকে খবরে ওয়াহিদ (হাদীস) এর দলীল রূপে গণ্য হওয়াটা অনেক উর্ধ্বে । সাধারণ বর্ণনার তুলনায় হাদীসের ওপর আমল জরুরী" ।

আল্লামা ইবনে নুজাইয়েম "বাহ্‌রুর রায়েক্ব" গ্রন্থে বলেন: "কিয়াসের চেয়ে প্রকাশ্য বাণীর ওপর আমল করা উত্তম। প্রকাশ্য হাদীসের আমল করা ওয়াজিব" ।

মোট কথা দ্বীনের স্বার্থে সঠিক জ্ঞানের অধিকারীর বুঝ মোতাবেক হাদীসের ওপর আমল করা অপরিহার্য। আর এটিই সকলের মাযহাব। ইমাম আবু হানিফা ফাত্ওয়া দিতেন এবং বলতেন : "এটি (ফাতওয়া) যা জ্ঞানের আলোকে অনুমান করে বলা হল। যে ব্যক্তি এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও শুদ্ধ কোন দলীল পাবে সেটি সঠিক ও উত্তম"। অনুরূপভাবে উক্ত উক্তিটি আশ্‌শা'রানী "তাম্‌বীহুল মুগতার্‌রীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মোল্লা আলী আলক্বারী হানাফী বলেন:"এই উম্মতের কারো ওপর ওয়াজিব নয় যে, সে হানাফী অথবা মালেকী অথবা শাফেয়ী অথবা হাম্বালী হোক। যদি আলেম না হয় (সাধারণ মানুষ), তাহলে যে কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। চার ইমাম আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য বলা হয়েছে :"যে ব্যক্তি আলেমগণের অনুসরণ করবে[১] সে শান্তির অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। নবীকুলের শিরোমণি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের জন্য প্রতিটি মানুষ আদিষ্ট।

১. ইহা সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে , যেন সে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে অথবা নির্দিষ্ট আলেমকে আঁকড়ে না ধরে। তাকে ফাতওয়া দাতার কাছে দলীল চেয়ে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। যেমন পুলিশ কিংবা ট্যাক্সআদায়কারী তাকে অর্থের দাবী করলে বুঝার জন্য প্রশ্ন করে থাকে ।

অনুসৃত ইমাম একমাত্র নবী (সঃ)

আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী "সিরাতুল মুস্তাক্বীম" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন: "অনুসরণীয় ইমাম একমাত্র রাসূল (সঃ)। নবী (সাঃ) ব্যতীত অন্যের অনুসরণ অযৌক্তিক। সালফে সালিহীনদের পথ এটি"। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ "মুসলিমরা এ কথায় একমত পোষণ করেছে যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূলের সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে যাবে তার জন্য কারো কথায় সুন্নাত পরিত্যাগ করা বৈধ নয়"।

হক পন্থীরা আল্লাহর রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর আদেশ ও কর্ম মোতাবিক আমল করে; যদি তা বিভিন্ন রূপ হয়; তাহলে কখনো এটি আবার কখনো ওটি। অনুরূপভাবে তারা রাসূল (সঃ) এর পর খুলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবাগণের (রাঃ) অনুসরণ করে। আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

অর্থঃ "হে নবী! আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন"। (আল ইমরান :৩১)

আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

অর্থ : রাসূল (সঃ) যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ এবং যে জিনিস হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক । (আল হাশর : ৭)

এছাড়াও এ বিষয়ে অন্যান্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে ।

মাযহাবের অনুসারীদের কারণে ফিরক্বা-বন্দি ও ইখতেলাফের উৎপত্তি

কতিপয় বিষয়ে নবী (সঃ)-এর পক্ষ হতে একাধিক বর্ণনা এসেছে। যার তারিখ, কিংবা কোন্‌টি আগে কোনটি পরে কিছু জানা যায়নি। হে পাঠক! এমতাবস্থায় কখনো সবকটি, আবার কখনো একটি, কখনো আরেকটির আমল করা আপনার ওপর ওয়াজিব। যাতে আপনি নবী (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার বাস্তবায়নকারী এবং অনুসারী হয়ে যেতে পারেন; কিন্তু যদি আপনি তার আনীত জিনিসের মধ্যে একটি গ্রহণ করে অপরটি অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার জন্য রয়েছে বড় বিপদ। তেমনি একটি বাণীকে (বিনা কারণে) অন্য বাণীর তুলনায় দুর্বল বলে মনে করে আমল না করেন তাহলে হতে পারে অজান্তে আপনি সত্যের বাইরে চলে গেছেন। যে রাসূল (সঃ) ওহি (প্রত্যাদেশ) ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় কোন কথা বলেন না তাঁর পক্ষ হতে যা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম বান্দার পক্ষে তা অস্বীকার করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

মানুষ যখন কতিপয় মাসায়েল গ্রহণ ও বর্জনের পরীক্ষায় পতিত হয় তখনি এই বিভেদ সৃষ্টিকারী মাযহাবসমূহের উৎপত্তি হয় এবং বলতে আরম্ভ করে যে, : "আমাদের নিকট - তোমাদের নিকট, আমাদের গ্রন্থে - তোমাদের গ্রন্থে, আমাদের মাযহাব - তোমাদের মাযহাব, আমাদের ইমাম -তোমাদের ইমাম ইত্যাদি। এর ফলে ক্রোধ, পিছনে লেগে থাকা এবং আপসে হিংসার সৃষ্টি হয় । এমন কি মুসলমানদের সব কিছু বিপন্ন হয়। তাদের জামা'আত বিচ্ছিন্ন হয়। তারা অত্যাচারীদের এবং ইংরেজদের হাতের লোকমায় পরিণত হয়[১]। আহলে সুন্নাতের সকল ইমাম কি আমাদের ইমাম নয়? (আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হোন)। আমাদের হাশর কি তাদের দলভুক্ত নয়? হায় আফসোস গোঁড়াপন্থিদের প্রতি। হে আল্লাহ, আমাদেরকে, বিশেষ করে তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

---

১. বরং মাযহাবী গোঁড়ামী মুসলিমদের মাঝে ফিতনার আগুন লাগিয়ে হানাহানির সৃষ্টি করে। যা এক উম্মাতের সন্তানের মাঝে ক্রোধ, শত্রুতা এবং অসংখ্য দেশের ধ্বংস সাধন করে। যে ব্যক্তি ইতিহাস পাঠ করবে, সে এগুলো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। - এই ফিতনার কিছদংশে প্রত্যক্ষ করার জন্য দেখুন : "বিদআতুত তা'আসসুবিল মাযহাবী" গ্রন্থের পৃ.২২১ - ২২৫।

হে পাঠক ! আপনি যখন মাসআলা যথাযথভাবে তাহক্বীক বা গবেষণা করবেন তখন আপনার কাছে সু"পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, মুসলমানদের বিছিন্ন করা, তাদের জামা'আত বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে এই মাযহাবসমূহের প্রচার ও প্রসার হয়েছে এবং সুন্দর করে দেখানো হয়েছে অথবা মূর্খরা ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে তাল মিলাবার, তাদের সাথে সাদৃশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাযহাবসমূহকে আবিষ্কার করেছে। যেহেতু অনেক বিষয়ে তাদের (ইয়াহুদ-নাসারাদের) এই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সব যুগে গোঁড়া ও মূর্খদের সংখ্যা বেশী। তারা ন্যায় -এর ধার ধারে না, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করে না।

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার ও ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বলেছেন: "নবী (সঃ) এর হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে আর কারো কথা গ্রহণ করা যাবেনা। রাসূল (সঃ) এর সুন্নাত গ্রহণ করা ও সেই মুতাবিক আমল করা অধিক হকদার। এটি (সুন্নাত গ্রহণ করা, সেই মুতাবিক আমল করা) সকল মুসলিমের কর্তব্য। মাযহাব অথবা কারো মতকে (কুরআন- হাদীসের) বাণীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাক্বলীদের ফিরক্বা সৃষ্টি করা বৈধ নয়"। সংশয় জ্ঞান, মনের খেয়াল, শয়তানী গোঁড়ামী দ্বারা কুরআন-সুন্নাতের বাণীর বিরুদ্ধাচরণ এই বলে করা যাবেনা যে, এই মুজতাহীদ এই বাণীকে যথাযথভাবে খতিয়ে দেখেছেন এবং তাঁর নিকট এটি দুর্বল প্রকাশ পাওয়ায় তিনি তা বর্জন করেছেন অথবা সেই মুজতাহীদ অন্য দলীল সংগ্রহ করেছেন। আর এইভাবে গোঁড়া ফক্বীহগণের ফিরক্বা আত্মপ্রকাশ করে আর মূর্খ অন্ধ বিশ্বাসীরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সুতরাং হে পাঠক চিন্তা করুন।

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন : "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যেপথ নির্ধারণ করেছেন সেটিই সুন্নাত । ভ্রান্ত মতকে জাতির জন্য সুন্নাত বানিয়ে নিও না।" উমারের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। (মানুষ) ভ্রান্ত পথে পতিত হবে একথা তিনি যেন ইলহাম মারফত জানতে পারেন এবং তা থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। এই যুগে রাসূল (সঃ) এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ, কুরআনে যা বিদ্যমান তার বিপরীত রায় বা মত আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ (ঐ রায়কে) সুন্নাত বানিয়ে নিয়েছে। দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সেদিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং এটিকে মাযহাবের নামে নামকরণ করেছে। মহান আল্লাহর কসম - এগুলো বালা মসিবত, নিরেট গোঁড়ামী যা দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম সমাজ আক্রান্ত হয়েছে। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন) !!

ইমাম আব্দুর রহমান আল-আওযায়ী রাহেমাহুল্লাহ্ তা'লা বলেন: "হে পাঠক! সালাফগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তোমার ওপর অপরিহার্য যদিও মানুষ তোমাকে বর্জন করে বা গ্রহণ না করে। মানুষের মত পরিত্যাগ করা তোমার ওপর ফরয, যদিও তা তোমার জন্য সুন্দর করে পরিবেশন করা হয়।

বিলাল বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী (সঃ) বলেছেনঃ

" لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد [8]، قال : فقلت أما أنا فامنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله فالتـفـت إليه وقـــال : لعنك الله ! لعنك الله ! تسمعني أقول أن رســـول الله صلـــى الله عليه وسلم أمر أن لايمنعن " وقام مغضبا ، رضي الله تعالىعن كل الصحابة أجمعين .

অর্থঃ "তোমরা মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অধিকার হতে বাধা দিওনা, (হাদীস বর্ণনাকারী বলেনঃ) শ্রবণকারী বল্‌লো : আমি কিন্তু আমার পরিবারকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। যার ইচ্ছা সে তার পরিবারকে অনুমতি দিক। অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারী তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন : তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তোমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তুমি আমাকে বলতে শুনছো: "রাসূল (সঃ) আদেশ করেছেন যে, মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা। (একথা বলে) বর্ণনাকারী রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে গেলেন। সকল সাহাবার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন।

---

৪. وتمامه " إذا استأذنكم ". رواه مسلم .
অর্থাৎ হাদীসে "তোমাদের কাছে অনুমতি চাহিলে" শব্দটি রয়েছে। - মুসলিম শরীফ

কুরআন-হাদীসের ওপর আমল করা ইমাম আবু হানীফার পথ

হিদায়ার লেখক রাওদাতুল উলামা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে ,আবু হানীফা (রাহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো : যখন আপনার কোন কথা কুরআনের পরিপন্থী হবে (তখন কি করব)"? তিনি উত্তরে বলেন : "আমার কথা বর্জন করে কুরআনের বাণী গ্রহণ করবে" । তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়, যদি আপনার কথা রাসূলের হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে ? উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমার কথা বর্জন করে রাসূলের হাদীস গ্রহণ করবে" । অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ "যদি সাহাবার (রাঃ) কথার বিপরীত হয় তাহলে? উত্তরে তিনি বলেন : "আমার কথা ত্যাগ করে সাহাবাদের কথা গ্রহণ করবে" ।

ইমাম বাইহাক্বী তাঁর সুনানে 'কিতাবুল "আমৃতেআ'তে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বলেছেন : "আমার কথা যদি নবী (সঃ) এর কথার মুখালিফ হয়, তাহলে নবী (সঃ) হতে যে হাদীস সহীহ প্রমাণিত সেটিই উত্তম, সুতরাং তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না" ।

ইমামুল হারামাইনও উক্ত কথাটি ইমাম শাফেয়ীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন । এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই । আল-ক্বাফী গ্রন্থে রয়েছে যে, মুজতাহিদ মুফতী যদি কোন বিষয়ে ফাতওয়া দেন আর নবী (স:) হতে তার বিপরীত হাদীস প্রমাণিত হয়, তাহলে হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব । কেননা রাসূল (সঃ) এর বাণী কোন মুফতীর কথায় মর্যদাহীন হতে পারেনা । সহীহ হাদীস কোন মুফতীর কথার চেয়ে স্বল্প মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারেনা । মুফতীর কথা যদি শরীয়তী দলিলের উপযোগী হয় তাহলে রাসূল (সঃ)-এর বাণী অধিক উত্তম ও উপযোগী ।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েম "ই'লামুল মুআক্কেয়ীন" গ্রন্থে বলেন : "আবু হানীফার সহচরগণ একথায় একমত পোষণ করেছেন যে, কিয়াস ও রায় বা মতের চেয়ে দুর্বল হাদীসেরও স্থান অনেক উর্ধে । আর এই নিয়মটির ওপর আবু হানীফার মাযহাবের ভিত্তি । সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, তার ওপর হাদীস মুতাবিক আমল করা ওয়াজিব নয় অথবা বৈধ নয় তাকে আমরা ঐরূপ মানুষ হিসেবে গণ্য করব যে আল্লাহর দলীলকে খেয়াল এবং

ধারণার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা করে থাকে । হাদীস মুতাবিক আমল করা ওয়াজিব নয়- এরূপ মনে করা মুসলিমের বৈশিষ্ট নয় । যে ব্যক্তি শরীয়ত না বুঝার ওযর পেশ করবে, সে মুসলিম নয় । কেমন করে এটি সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অর্থ বুঝার এবং সেই মুতাবিক আমল করার জন্য অবতীর্ণ করেছেন । অতঃপর সকল মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্য নবী (সঃ) -কে আদেশ করেছেন । আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤]

অর্থঃ মানুষের জন্য যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদেরকে বয়ান (স্পষ্টভাবে বর্ণনা) করে দেওয়ার জন্য (তোমার প্রতি আমি এক মহান কিতাব অবতীর্ণ করেছি) । (আল- নাহল : ৪৪)

নবী (সঃ)-এর বাণী মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বয়ান, আর এ বয়ান তাদের মধ্যে একজন (ইমাম) ব্যতীত কেউ বুঝবেনা, একথা কেমন করে বলা যেতে পারে? বরং 'শত শত বছর ধরে পৃথিবীতে কোন মুজতাহীদ নেই'- তাদের এই ধারণার ভিত্তিতে বর্তমান যুগে (রাসূলের বাণী) কারোর বুঝার ক্ষমতা নেই । সম্ভবত কতিপয় ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষ হতে এধরনের কথা প্রকাশিত হয় যার আন্তরিক ইচ্ছা যে, তার রায়ের বা মতের আসল রূপ সাধারণ মানুষের নিকট যেন ধরা না পড়ে; কেননা তাঁর মত কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী । অতঃপর বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয় যে, শরীয়তের রীতিনীতির উৎস কুরআন-হাদীস বুঝার ব্যাপারটি মুজতাহিদগণের উপর সীমিত করে দেয়, তারপর পৃথিবী হতে মুজতাহিদগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার দাবী তোলে । তারপর একথা তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে । এই বিষয়ের মূল রহস্য আল্লাহই ভালো জানেন ।

সম্ভবত কিছু মানুষ এটি অর্থাৎ তাক্বলীদের পথ উন্মুক্ত রেখে ইজতিহাদের পথ এই জন্য বন্ধ করেছে যে, যাতে মানুষ বাহ্যিকভাবে কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত কিছু মাযহাবের অগ্রাধিকারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে গ্রহণ না করে । এ ব্যাপারে কতিপয় মানুষ আরো বাড়াবাড়ি

করেছে ; তারা এক মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাবকে গ্রহণ করা অবৈধ মনে করে, 'তালফীক বা মিলায়ে নেওয়ার বিপরীত মতবাদে বিশ্বাসী হয়। অর্থাৎ তাদের কাছে তালফীক করা অবৈধ। যাতে মানুষ (সত্য কে) অগ্রাধিকার দেওয়ার রাস্তা না পায় এবং কেউ যেন তা গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ না করে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর দ্বীনে এ ধরনের কথার কোন স্থান নেই। বরং উল্লেখিত কথার অনেক অংশ কুরআন-হাদীস এবং বিবেকের পরিপন্থী। তবুও হে পাঠক ! আপনি অনেক জ্ঞানী মানুষকেও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ হতে বিমুখী প্রত্যক্ষ করবেন, অথচ আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ অপরিহার্য। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক সহীহ সনদ (অর্থাৎ শুদ্ধ বর্ণনা সূত্র পরম্পরা) দ্বারা নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপ করেনা। বরং উক্ত মাযহাবধারীদের কিতাবসমূহে বিনা সনদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে । উপরন্তু যখন তারা কাউকে ইমামের কথার ওপর কুরআন-হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতে দেখে তখন তাকে পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতী বলে গণ্য করে । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেঊন ।

নবী (সাঃ)-এর প্রমাণিত হাদীসের ওপর আমল করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয। যদি হাদীসের খেলাফ করে তাহলে ব্যাপারটি তার জন্য ভয়াবহ। কেমন করে হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব হতে পারে! অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

[النور: ٦٣]

অর্থঃ "অতএব যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে" । (নূর-৬৩)

নির্ভরযোগ্য হাদীস যখন আমাদের কাছে পৌছে যাবে তখন (অন্য কারো) তাক্বলীদের অযুহাতে জড় পদার্থে পরিণত হওয়া কোন মুসলিমের উচিত নয় । এর পরেও যদি কেউ অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾

[البقرة: ١٤٥]

অর্থঃ "যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নিবে না।" (আল-বাকারা ১৪৫)

অতএব হাদীস গ্রহণ করা সকল মুসলিমের ওপর অপরিহার্য । অমুক মাযহাবের অনুসারী (অথবা অমুক মাযহাবের লোক) একথা যেন কোন মুসলিমকে হাদীস গ্রহণ করা থেকে বাধা না দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾

[النساء: ٥٩]

অর্থঃ "অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পন কর।" (নিসা- ৫৯)

নবী (সঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হলো, মতানৈক্যের সময় রাসূল (সঃ)-এর কথা গ্রহণ করা । মুসলিম জাতির মতানৈক্য ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং নবী (সঃ)-এর কথা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

মুজতাহিদ কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন আবার কখনো ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে, কিন্তু নবী (সঃ) ত্রুটি মুক্ত

আশ্চর্য কথা, তারা জানে এবং বিশ্বাসও রাখে যে নিশ্চয় মুজতাহিদ কখনো ভুল করে আবার কখনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয় ; কিন্তু নবী (সঃ) ত্রুটি মুক্ত। তাদের এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তারা নবী (সঃ) এর কথা পরিহার করে মুজতাহিদের কথায় আমল করার ওপর দৃঢ় সংকল্প। আর এটি হে পাঠক! আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। হায় আফসোস! তারা যদি মুজতাহিদের কথার ওপর টিকে থাকতো (তাহলে তাদের জন্য মঙ্গলময় হত); বরং তারা সকল অযোগ্য লোকের লিখিত বস্তুকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নামাযে তাশাহ্হুদের সময় তর্জনী আঙ্গুলের ইশারা হারাম, এমর্মে আল-কীদানীর সার কথার ওপর মাওরাউন্নাহারের মূর্খ হানাফী বা বাসিন্দাদের নির্ভর করা যেমন একটি দৃষ্টান্ত। অথচ ঐ আঙ্গুলের ইশারা নবী (সঃ) এর সুন্নাত বলে সকল সাহাবী ও প্রায় সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগণ হতে প্রমাণিত। বিশেষভাবে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ হতেও প্রমাণিত। এবিষয়ে বিশেষ করে মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আশশাইবানীর "মুআত্তায় তাহাভীর", "শারহে মা'আনীল আসারে" এছাড়া "ফাত্হুল ক্বাদীর", আল-এনায়া এবং "উমদাতুল ক্বারীতে" সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যেগুলি হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। সুতরাং হে পাঠক, সাবধান !

আমরা অনেক আবেদ (ইবাদতকারী) মানুষকে দেখেছি, তাঁরা কিন্তু হাদীসের ওপর আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করে। এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়না। বরং তাঁরা তাঁদের মাযহাবী কিতাবসমূহে যা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে গুরুত্ব দেয়। হাদীসের ব্যাপারটি যেন পরিত্যক্ত - এই ধারণা পোষণ করে। আর এরকম ধারণা সত্যের অপলাপ।

শায়েখ মুহাম্মদ হায়াত আস্সিন্ধী বলেন : কুরআন-হাদীসের অর্থ জানা, অর্থ জানার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং তা হতে বিধান নির্গত করা সকল মুসলিমের অবশ্য করণীয়। যদি একাজের শক্তি না রাখে তাহলে আলেমগণের হিদায়াত মুতাবিক চলা জরুরী। তবে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা চলবেনা। কেননা কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরার

অর্থ তাকে নবী বানানোর সাদৃশ্য।[1] প্রত্যেক মাযহাবের সন্দেহ মুক্ত ও নিশ্চিত বিষয়সমূহ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে তা গ্রহণ করা বৈধ। অপ্রয়োজনে তা বর্জন করা উত্তম। আর কোন নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা যা বর্তমান যুগের মানুষের নব আবিষ্কার, এক মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাবে প্রবেশ করাকে অবৈধ মনে করা মূর্খতা, কুসংস্কার এবং ভ্রষ্টতা!! রহিত হয়নি এমন সহীহ হাদীস ত্যাগ করতে এবং সনদবিহীন মাযহাবের সাথে তাদেরকে সম্পর্ক করতে দেখেছি।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ "সহীহ হাদীসে যা প্রমাণিত রয়েছে তার বিপরীতে যে ব্যক্তি কোন জিনিস কে হালাল-হারাম বিবেচনা করতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদ করলো এবং তাক্বলীদ তাকে সুন্নাত ভিত্তিক আমল থেকে বিরত রাখল সে যেন আল্লাহ ব্যতীত অনুসৃত ব্যক্তিকে নিজের রব বানিয়ে নিলো। অতঃপর সেই অনুসৃত ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল ঘোষণা করার মালিক"। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল : সহীহ হাদীসের বিপরীত সাহাবাগণের পক্ষ হতে তাদের (মুকাল্লিদের) নিকট কোন কিছু কখনো পৌঁছালে, আর তার কোন সমাধান খুঁজে না পেলে সাহাবার নিকট রাসূলের সে হাদীস না পৌঁছানোর স্বীকৃতি প্রদান করে, এতে তাদের কোন কষ্ট হয়না। তবে এটি সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তারা যার তাক্বলীদ করে তার কথার বিপরীতে রাসূলের হাদীস তাদের নিকট পৌঁছালে হাদীসটির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সব রকম ব্যাখ্যার অপচেষ্টা চালায়, এমন কি শব্দের সঠিক অর্থ পরিবর্তন করে। সমাধান খুঁজে না পেলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে তাদেরকে যদি

[1]. মা'সূমী বলেন ঃ বরং এটি আল্লাহ তায়ালার কথা অনুসারে মাযহাবকে প্রকৃত রব বানানোর শামিল। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ... ﴾ [التوبة: ٣١]

-"আল্লাহ ছাড়া তারা তাদের আলিম এবং সাধকদের রব বানিয়ে নিয়েছে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) এর হাদীস হতে গৃহীত।

বলা হয় : হতে পারে তোমরা যার তাক্বলীদ কর তার নিকট রাসূলের (সঃ) হাদীস পৌঁছায় নাই, তাহলে বক্তার ওপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করে (অর্থাৎ অত্যাচার করে), কঠিন আক্রমণ করে। এটি তাদের জন্য খুব কষ্টদায়ক হয়। হে পাঠক! এ সমস্ত নির্বোধের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন, তারা সাহাবাগণের ক্ষেত্রে হাদীস না জানার ব্যাপারটি সহজে মেনে নেয় কিন্তু মাযহাবের (ও ইমামের) ক্ষেত্রে তা মেনে নিতে পারে না। যদিও দুটির মধ্যে আসমান ও যমিন পার্থক্য। হে পাঠক! তারা আমল করার জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ পাঠ করেনা বরং বরকত হাসেল করার জন্য পাঠ করে। আবার যখন তাদের মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস তাদের নিকট প্রকাশ পায় তখন অযথা অপব্যাখ্যা করে। আর যখন তা'বীল (ব্যাখ্যা) করতে সক্ষম না হয়, তখন বলে : "আমরা যার অন্ধ অনুসরণ করি সে আমাদের চেয়ে হাদীস শাস্ত্রে অধিক জ্ঞাত"[১]। এটির দ্বারা তারা আল্লাহর হুজ্জাত (দলীল) নিজেদের বিপক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা উপলব্ধি করে না। যখন তাদের মাযহাব সম্মত কোন হাদীস তাদের সামনে পড়ে তখন সেটি সাদরে গ্রহণ করে। আর যখন তাদের মাযহাবের বিপরীত কোন হাদীস তাদের চোখে পড়ে তখন তারা হাত গুটিয়ে নেয়, গ্রহণ বা শ্রবণ করে না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]

অর্থ ঃ "অতএব তোমার পালন কর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে! অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকোচ রাখবেনা এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে "।

(নিসা - ৬৫)

১. ইমামদের যুগে সুন্নাত সংকলিত না হওয়ার জন্যে অনেক হাদীস তাদের অজানা ছিল ,একথা ইমামগণ প্রকাশ্যে বলেছেন ।

সানাদ বিন আনানান (রাহঃ) তাঁর "শারহ মুদাওয়ানাতে মালেক" এ বলেছেন : "কেবল তাক্বলীদের ওপর সীমাবদ্ধ থাকাতে কোন সৎ মানুষ সন্তুষ্ট হবে না। বরং এটি জ্ঞানহীন মূর্খ অথবা জেদী মূর্খ মানুষের বৈশিষ্ট। আমরা একথা বলতে চাচ্ছিনা।

সকল ব্যক্তির জন্যে অনুসরণ বৈধ নয় । বরং কোন্‌টি দলীল সমৃদ্ধ কথা আর কোন্‌টি মানুষের মন গড়া কথা- এটি জানা এবং কোন আলেমকে নির্দিষ্ট না করে আলেমদের হিদায়াত অনুযায়ী চলা সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োজন বলে মনে করি। তাক্বলীদ হচ্ছে বিনা দলীলে অন্যের কথা গ্রহণ করা এবং তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া। মূলতঃ তাক্বলীদকারীদের তাক্বলীদে কোন জ্ঞান সঞ্চয় হয়না। কোন নির্দিষ্ট মানুষের মাযহাবে মাযহাবধারী হওয়া বিদআত। কেননা আমরা সুনিশ্চিতভাবে অবগত আছি যে , তাক্বলীদের প্রথা সাহাবাগণের যুগে ছিল না। বরং তারা দলীল অপর্যাপ্ত হলে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং নিজেদের জ্ঞানের আলোকে যা সত্য বলে বিবেচনা করতেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাবিয়ীগণও ঐ রূপ করতেন। তাঁরা যখন দলীল পেতেন না তখন ইজতিহাদ করতেন বা প্রচেষ্টা চালাতেন। তারপর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (রাহঃ) সকলে উক্ত পথের পথিক ছিলেন। তাদের যুগে এমন কোন নির্দিষ্ট মানুষের মাযহাব ছিল না যার শিক্ষা বা চর্চা করা হত। ইমামগণের অনুসারীরাও প্রায় ইমামগণের পথের পথিক ছিল। ইমাম মালেকের তথা অনুরূপ অন্যান্য ইমামের সহচরগণ তাঁদের অনেক কথার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাক্বলীদপন্থীদের প্রতি আশ্চর্য বোধ করি যে, তারা কেমন করে বলে যে, তাক্বলীদ প্রথা প্রাচীন? এই প্রথা হিজরীর দু'শত বছর পরে এবং আল্লাহর নবী (সঃ) যে যুগকে উত্তম যুগ হিসেবে গণ্য করেছেন তার পরে নব আবিষ্কৃত হয় ।

(গ্রন্থকার বলেন:) আমি বলছি : "নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ এবং তার মতকে কুরআন-সুন্নাহর বাণীর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীন ও চলার পথ বানিয়ে নেওয়াকে সানাদ বিন আনানান অশুভ ও ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। এটি নিশ্চয় নিকৃষ্ট বিদ'আত এবং অত্যন্ত ঘৃণিত বৈশিষ্ট। মুসলমানদের একতা ও সংহতি বিছিন্ন করা, তাদের পরস্পরে

শত্রুতা এবং ক্রোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অভিশপ্ত ইবলিসের হিলা বা চালাকি। হে পাঠক! আপনি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, (অন্ধ বিশ্বাসীদের) সকল ব্যক্তি তার অনুসৃত ইমামকে এমন সম্মান করে, যে সম্মান রাসূল (সঃ) -এর কোন সাহাবাকে করে না। যখন সে তার মাযহাব সম্মত কোন হাদীস পায় তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং শির নত করে সেটিকে মেনে নেয়। আর যখন তার ইমামের মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাবের সমর্থিত বিরোধ মুক্ত (অন্য হাদীসের অর্থের বিপরীত নয়), মানসুখ নয় (যে হাদীসের হুকুম রহিত হয়নি), এ রূপ কোন সহীহ হাদীস পায় তখন অসামঞ্জস্য যুক্তি-সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত করে। সহীহ হাদীস হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। প্রকাশ্য কুরআন- হাদীসের বাণী, সাহাবা, তাবেয়ীনদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তার ইমামের মাযহাবকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে কোন দিক বা রাস্তা অনুসন্ধান করে। যখন হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে কোন হাদীসের কিতাব ব্যাখ্যা করে তখন তার মতের বিরোধী হাদীসের অপব্যাখ্যা করে। আর যদি অপব্যাখ্যায় সক্ষম না হয়, তাহলে বিনা দলীলে হাদীস মানসুখ (রহিত) হওয়ার বা কাঠ হুজ্জতি অথবা তার উপর আমল বর্জন করার দাবী করে।

কাঠ মুকাল্লিদরা ঐ সমস্ত কর্ম-কাণ্ডকে দ্বীন এবং চলার পথ বানিয়ে নিয়েছে। (হে পাঠক!) আপনি যদি ঐ কাজের বিরুদ্ধে কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত করেন তাহলে সে দিকে সে কর্ণপাত করে না। বরং তা হতে ঠিক অনুরূপ পলায়ন করে যেমন চঞ্চল-ভীত গাধা বাঘকে দেখে পলায়ন করে। এদের দৃষ্টান্ত যেমন বুখারা, ভারত ও তুরস্কের অনেক মানুষ, যারা কা'বা মসজিদের এবং মসজিদে নববীর আশে-পাশে বসবাস করে। যারা নিজেদের হাতে, গলায় তসবীহ-মালা ঝুলিয়ে রাখে। গম্বুজের ন্যায় মাথায় পাগড়ী বাঁধে। "দালায়েলে খাইরাত" (ছোট দু'আর বই) "খাতমে খাজা", (ছোট পুঁথি) সব সময় পড়তে থাকে। বরং "ক্বাসিদা বুরদাহ" অনুরূপ আরো কিছু পড়ে এবং তাতে সাওয়াব পাওয়ার ধারণা রাখে[১]। এরা নামাযে তাশাহহুদে তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে

১. এ ধরনের পুঁথি, ছন্দ পাঠে কোন সাওয়াব নেই। কেননা এগুলো হাদীস ভিত্তিক নয় এবং শরীয়ত সম্মত নয়। ঐ সকল পুঁথি, ছন্দে বিদআত এবং গুমরাহির কথা থাকার কারণে তা পাঠ করা পাপের কাজ হবে। সুতরাং হে পাঠক! সাবধান হয়ে

না। আমি তাদেরকে একাধিকবার বলেছি : "কেন তোমরা ইশারা কর না"? এটি নবী (সঃ)-এর সুন্নাত এবং সাহাবাগণ, ইমামগণ হতে এটি প্রমাণিত। আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের জন্যে অতি কষ্টদায়ক তবুও তোমরা তা কর না এর কারণ কি"? তারা উত্তর দেয় আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আমাদের মাযহাবে এটি বৈধ নয় বরং হারাম। "মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদে", তাহাবীর "শারহ মা'নীল আসারে", ইবনুল হুমামের "ফাত্হুল ক্বাদীরে" এ সম্পর্কে যা উল্লেখ রয়েছে তা আমি তাদের সামনে তুলে ধরি; তারা উত্তরে বলে : "এগুলি পূর্ববর্তী ওলামাদের কথা। পরবর্তী ওলামারা ইশারাকে নিষেধ ঘোষণা করে তা বর্জন করেছেন। সুতরাং এ বিষয়টি মানসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে"। "সালাতুল মাসুদী", "খুলাসাতুল কাইদানীয়াহ" গ্রন্থদ্বয়ে এর উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তারা ইশারা বর্জনের ওপর দৃঢ় থাকে। এরূপ মিথ্যুক ও সত্যের শত্রুদেরকে মূর্খরা সঠিক পথের অনুগামী বলে মনে করে। হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানী পথের অনুগামী। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

আবুল্ কাসেম আল্-কুশাইরী (রহঃ) বলেন : "আমাদের মত সত্যের সন্ধানী মানুষকে ত্রুটি মুক্ত ব্যক্তি [অর্থাৎ রাসূল(সঃ)] এর অনুকরণের পক্ষে এবং ত্রুটি হওয়া সম্ভব এমন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণের বিপক্ষে দাঁড়ানো ওয়াজিব। সুতরাং ইমামগণ যে কথা বলেছেন সে গুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে আমরা যাচাই করব। অতঃপর যা কুরআন-হাদীস সম্মত তা গ্রহণ করব এবং যা অসম্মত তা বর্জন করব। শরীয়তের প্রচারক নবী (সঃ) এর অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদের জন্যে দলীল প্রমাণিত হয়েছে। সূফী এবং ফক্বীহগণের কথা ও কাজ কুরআন-হাদীসের মাপকাঠিতে যাচাই করার পূর্বে অনুসরণ করার কোন দলীল আমাদের জন্যে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি দলীল হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, অন্ধ তাক্বলীদ করবে, যে তাক্বলীদ তার মাযহাবেই বৈধ নয়, সে কতই না ক্ষতিগ্রস্ত!! এমন ব্যক্তিকে শরীয়তী দলীল, ফক্বীহগণের দৃষ্টিকোণ ও সূফীবাদের রসুম (নিয়ম) ঘৃণা এবং প্রত্যাখান করে। আর যে ব্যক্তি সংশয় জড়িত বিষয় এড়িয়ে চলে, সতর্কতা অবলম্বন করে তার প্রশংসা

যান। "দালায়েলুল্ খাইরাত অয়া সাবীলুল্ জান্নাত" পাঠ করলে তাতে শিরকের কথা পাবেন।

করে"। কোন ইমামের মত কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমা অথবা প্রকাশ্য সহীহ কিয়াসের বিপরীত প্রকাশ হওয়ার পরও যে ব্যক্তি সে ইমামের অন্ধ অনুকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, সে উক্ত ইমামের অনুকরণে এবং তাক্বলীদের দাবিতে মিথ্যুক। বরং সে নিজের মনের পূজারী এবং গোঁড়ামীর শিকার। সকল ইমাম ঐ ব্যক্তির কর্ম হতে মুক্ত (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির সাথে ইমামগণের কোন সম্পর্ক নেই)। আহলে কিতাবের পাদরীদের তাদের নবীগণের সাথে যে সম্পর্ক ছিল, মুকাল্লিদ ও তার ইমামের সম্পর্ক ঐ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সকল ইমাম নিজের সহচরবৃন্দকে শরীয়তি মূল নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ থেকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। (যেমন হুশিয়ারি করে দিয়েছিলেন আহলে কিতাবদেরকে তাদের নবীগণ; আর তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তাদের পাদরীগণ।)

সুতরাং চার ইমাম ও ঐ অন্ধ অনুকরণকারী হতে মুক্ত এবং সে ব্যক্তিও ইমামগণ থেকে মুক্ত। সে কুসংস্কার সৃষ্টিকারী। খোদ গুমরাহ এবং অপরকে গুমরাহকারী, সে মনের পূজারী ; এতে কোন মুসলিমের সন্দেহ নেই।

রাসূল (সঃ) ব্যতীত অন্য কারো মত অকাট্য নয়

নবুওয়াত প্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো মত অকাট্য নয়। নবী (সঃ) যা আনয়ন করেছেন একমাত্র তাতেই পরিপূর্ণ সত্য নিশ্চিত ও নির্ধারিত। ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি যদি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে তাহলে তার জন্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে নির্দিষ্ট কোন ইমামের অন্ধ অনুকরণ করা বড় মূর্খতা ও মহাবিপদজনক, এগুলো কেবল মনের পূজা ও গোঁড়ামী। সকল ইমাম এই মতের বিরুদ্ধে একমত রয়েছেন। কেননা তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে দলীলবিহীন তাক্বলীদের প্রতি ঘৃণা এবং তা বাতিল ঘোষণার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি দলীল সমৃদ্ধ কথার অনুসরণ করলো পক্ষান্তরে সে তার ইমামের তথা অন্যান্য সকল ইমামের অনুসরণ করলো এবং আল্লাহর কিতাবের এবং রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হল। এতে তার ইমামের মাযহাব থেকেও খারিজ হবেনা। দলীলের বিরুদ্ধাচরণ

করে যখন তাক্বলীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে, তখন তার ইমামের মাযহাব তথা সকল ইমামের মাযহাব থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কেননা তার ইমামের নিকট অন্য হাদীসের অর্থের সাথে সংঘর্ষমুক্ত কোন হাদীস যদি পৌছে যায় তাহলে তিনি নিজের মত বর্জন করেন এবং হাদীসের অনুসরণ করেন। সুতরাং এই অবস্থায় তাক্বলীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকারী আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের নাফরমান, নাফসের পূজারী বলে পরিগণিত। চার ইমাম হতে সে মুক্ত এবং শয়তান ও মন পূজারীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন :

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

[الجاثية: ٢٣]

অর্থঃ (হে নবী!) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল খুশীকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনেই তাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন। [জাসীয়াহ-২৩]

অতএব, তার অন্তর হতে ইমানের আলো বিলুপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়তের পর অন্ধকার থেকে বাঁচান।

আল-রাবী' বিন সুলাইমান আল-জীযী বলেন: "জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ীকে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "(তোমার এই মাসআলায়) নবী (সঃ) এই এই বলেছেন, এটি নবী (সঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে"। প্রশ্নকারী ইমাম শাফেয়ীকে বলল : "হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনিও কি একথা বলেন"? (এই উক্তি শুনার পর ক্রোধে) ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) কেঁপে ওঠেন, চেহারার রং হলুদ হয়ে যায় এবং বলেন : "তোমার খারাবী হোক !! কোন্ যমীন আমাকে বহন করবে এবং কোন্ আকাশ আমাকে ছায়া বিতরণ করবে? আমি যে কথা নবী (সঃ) -এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করছি সেটি কি আমি সমর্থন করি না? নিশ্চয় নবীজীর কথা আমার মাথার ও চোখের উপর। (অর্থাৎ আমি তা সাদরে গ্রহণ করি)"। এই উক্তিটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। হুমাইদির অন্য বর্ণনায় এভাবে রয়েছে:" ইমাম শাফেয়ী বলেন: তুমি কি আমার কোমরে বেল্ট প্রত্যক্ষ করছো? (কোমরে বেল্ট বাঁধা খৃষ্টানদের একটি প্রথা)। তুমি

কি আমাকে গির্জা হতে বের হতে দেখলে ? (অর্থাৎ আমি খৃষ্টানদের মত তাদের রাসূলের বাণী ত্যাগকারী নই)। আমি বলছি : নবী (সঃ) বলেছেন, আর তুমি বলছ : আপনি কি এটি বলেন (অর্থাৎ আপনার মত ও কি তাই)? নবী (সঃ) হতে যা বর্ণিত হয়েছে সেটি আমি বলবনা? (অর্থাৎ তাতে আমার সমর্থন থাকবেনা"?)

হে পাঠক! আপনি জেনে রাখুন! অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত আর অল্প সংখ্যক মানুষ লাভবান। সুতরাং যে ব্যক্তি তার লাভ - লোকসান দেখতে চায়, সে যেন নিজের নাফসকে তথা নিজ আমলকে কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করে নেয়। যদি তার কর্ম কুরআন- হাদীস সম্মত হয়, তাহলে সে লাভবান। আর যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত। তার জন্যে শত আফসোস! আল্লাহ তা'আলা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি ও লাভবানদের লাভ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং সময়ের কসম খেয়ে বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি চারটি গুণের অধিকারী সে ব্যক্তি ব্যতীত সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে রয়েছে। (সে চারটি গুণ : ঈমান, সৎকর্ম, সদোপদেশ, এবং ধৈর্য্যের সাথে সত্যকে ধরা)। আপনি যদি কাউকে আকাশে উড়তে, পানির উপর হাঁটতে, অথবা গায়েবী খবর দিতে দেখেন অথচ সে শরয়ী ওযর ব্যতীত হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ফরয কাজ বর্জন করে তাহলে জেনে রাখুন সে শয়তান; আল্লাহ তাকে মূর্খদের জন্যে দাঁড় করিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টদের জন্যে যে সব উপাদান রেখেছেন এটি তা হতে দূরে নয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। দাজ্জাল পথভ্রষ্টদের পরীক্ষা করার জন্যে (কিয়ামতের কিছু পূর্বে) মৃতকে জীবন আর জীবিতকে মৃত্যু দান করবে; তেমনিই দাজ্জাল, যারা সর্প ভক্ষণ করে আর আগুনে প্রবেশ করে।

আল-মীযান গ্রন্থে ইমাম শা'রানী বলেছেন : ইমাম আবু দাউদ বলেন :"আমি ইমাম আহমাদকে বলি : "ইমাম আওযায়ীর অনুসরণ করবো, না ইমাম মালেকের"? তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেনঃ "তুমি তোমার দ্বীনের ব্যাপারে ঐ সকল ইমামের মধ্যে কারো তাক্বলীদ করো না। নবী(সঃ) এবং সাহাবাগণের পক্ষ হতে যা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ কর। তারপর তাবেয়ীগণের মধ্যে যে উত্তম বা নির্ভরযোগ্য তার বর্ণনাও গ্রহণ কর"।

ইমাম আহমাদ বলেনঃ "আমার কিংবা ইমাম মালেক, আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আওযায়ী, ইমাম সাওরী (রহঃ) কারো তাক্বলীদ করোনা। (দ্বীনের কথা) তুমি সেখান থেকে গ্রহণ কর যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। নিজের দ্বীনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বর্গের তাক্বলীদ করা সে ব্যক্তির বুদ্ধির ঘাটতিরই নামান্তর"।[১]

ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থ (তাল্‌বীসু ইব্‌লীসে) বলেছেন : "নিশ্চয় তাক্বলীদ জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকারিতা বিনষ্ট করে। কেননা বিবেককে সৃষ্টি করা হয়েছে গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে। যাকে আলো দেওয়ার জন্যে প্রদীপ দেওয়া হল অথচ সে তা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বিচরণ করল; এটি অতি জঘন্য খারাপ কাজ"।

অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী

জেনে রাখুন কোন অভিজ্ঞ আলেমের ইজতিহাদ (ফাতওয়া) বা তার মত কোন দিন আল্লাহর বিধান হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যদি সেটি আল্লাহর বিধান হত, তাহলে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বা অন্যদের জন্য ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়া ও মতের কোন বিরুদ্ধাচরণ বৈধ হতো না। এই জন্যে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন ঃ "এটি আমার রায়, অতঃপর কেউ যদি এর চেয়ে উত্তম জিনিস নিয়ে আসে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করব"। এছাড়া সকল ইমামই (রহঃ) বলেছেন ঃ "আমরা ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিয়েছি এবং আমাদের মত বা রায় পেশ করেছি। যে চাইবে সে তা গ্রহণ করবে আর যে চাইবেনা সে গ্রহণ করবেনা"।

আল-মাসূমী বলেছেনঃ "যারা সবাইকে ছেড়ে শুধু একজনের তাক্বলীদ করে তাদের সকলের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলো : "অন্যান্য ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের অনুসৃত ব্যক্তি এমন কি বিশেষ গুণের অধিকারী যার কারণে তাঁর অনুসরণ উত্তম মনে করছ"? তারা যদি এই বলে উত্তর দেয় :

---

[১]কতিপয় ব্যক্তি বলেনঃ এই উপদেশ কেবল মুজতাহিদের (অভিজ্ঞ আলেমদের) জন্যে, এটি ঠিক নয়। কারণ মুজতাহিদ কেমন করে মুকাল্লিদ হতে পারে ? সঠিক কথা হলো এই যে, উপদেশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্যে যে কিছু জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং এটি মুজতাহিদ এবং সাধারণ মানুষের জন্য।

"কেননা সে তার যুগে সবচেয়ে অভিজ্ঞ আলেম। তার পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিক ফযীলতের অধিকারী"। এর উত্তরে আমরা বলি : "সে নিজের যুগে সবচেয়ে অভিজ্ঞ আলেম এটি তোমরা কি করে জানলে? কেননা তোমরা আলেম নও। এটি তোমাদের নিজের কথা হতে প্রতীয়মান। এ বিষয়টি ঐ ব্যক্তি জানবে যার মাযহাব ও মাযহাবের দলীল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এছাড়া কোন্ মাসআলাটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য তার জানা আছে। অন্ধ ব্যক্তির সাথে টাকা যাচাই-এর কি সম্পর্ক রয়েছে? আর তুমি যদি বলঃ আমি সর্ব অভিজ্ঞ আলেম ছাড়া তাক্বলীদ করিনা তাহলে আমি বলবঃ আবুবাকার, উমার, উসমান, আলী এবং ইবনে মাসউদ মুসলিম জাতির ঐক্যমতানুসারে কি তোমাদের অনুসৃত ব্যক্তির চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না? (তবে কেন তাদের তাক্বলীদ করা হয়না"?)

মুকাল্লিদের প্রতি প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি যাদের তোমরা অন্ধ অনুকরণ করে আসছ, যাদের কথাসমূহকে রাসূলের বাণীর সম মর্যাদা দিচ্ছ, তাদের জন্মের বা অস্তিত্বের পূর্বে মুসলমানরা কোন্ পথের পথিক ছিল ? হায়, তোমরা যদি এতটুকুতে সীমিত থাকতে (তাহলে উত্তম ছিল); কিন্তু তা না করে তোমরা শরীয়তের বাণীর অনুসরণের চেয়ে তাদের (ইমামদের) কথার অনুসরণকে উত্তম বলে মনে করছো! ঐ সকল ইমামদের পূর্বে মুসলিমগণ হিদায়াতের পথে ছিল না গুমরাহীর পথে? পূর্ববর্তীগণ (পূর্ববর্তী মুসলিমগণ) হিদায়াতের পথে ছিলেন এটি স্বীকার করতে তারা বাধ্য। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হচ্ছে যে, তারা (পূর্ববর্তী মুসলিমগণ) কুরআন-হাদীসের অনুসরণ ব্যতীত কিসের অনুসরণ করতেন?[১] অমুকের অমুকের মত বা রায় যা আল্লাহর বাণী, রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবাদের পথের বিপরীত, তার উপর আল্লাহর বাণী, রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবীদের পথকে পূর্ববর্তী মুসলিমরা অগ্রাধিকার দিতেন না কি? (নিশ্চয় দিতেন)। আর এটিই যদি সত্য হয়

১.-ঐ ব্যক্তির কথা কি যুলুম -অত্যাচার নয়? যে ব্যক্তি বলে : লা-মাযহাবী বিপদজনক বিদআত যা দ্বীনের জন্যে চ্যালেঞ্জ। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ লা-মাযহাবী ছিলেন, এ কথা এর পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা উত্তম যুগের মানুষ ছিলেন, যে যুগের প্রশংসা রাসূল (সঃ) নিজে করেছেন। সত্য কথা হল যে, মাযহাবী গোঁড়ামীকে বিপদজনক বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা উচিত। বরং এটি কখনো কখনো কুফুরির সেতু হিসাবে পরিগণিত হবে।
এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী : "আল্লাহ ছাড়া তারা তাদের আলেম ওধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে।" - তাওবা : ৩১

তাহলে সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে? সুতরাং তোমরা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছো? হে পাঠক! একটু চিন্তা করুন!

কারো অজানা নেই যে, মুকাল্লিদগণের সকল গোষ্ঠী সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ীন তথা বড় থেকে ছোট পর্যন্ত মুসলিম জাতির আলেমগণকে এমন স্থানে বসিয়েছে যে, তাদের কথার কোন মূল্যই নেই। আর তাদের অনুসৃত ইমামকে এমন স্থানে বসিয়েছে যে, যার কথা লংঘন করা, যার ফাতওয়া খতিয়ে দেখা, (সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা) বৈধ নয়। তবে তাদের (সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুসলিম জাতির আলেমগণের) কথা মুকাল্লিদগণের অনুসৃত ইমামের কথার বিপরীত হয়ে গেলে সাহাবা, তাবেয়ীন ও অন্য ওলামাদের কথা খতিয়ে দেখা বৈধ। এমনকি তাদের অনুসৃত ব্যক্তির কথাকে রক্ষা করে সহীহ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের বাণীর অপব্যাখ্যা, অর্থ পরিবর্তন, হীলা(বাহানা) তথা যে কোন পথ অবলম্বন তাদের নিকট ওয়াজিব। সুতরাং আমি তাদের দ্বীন ধ্বংসকারী বি'দআত ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আল্লাহর কোর্টে মামলা দায়ের করছি। (তিনি এর বিচার করবেন)। এমনকি তাদের বিদ'আত ও গোঁড়ামী ঈমানের আরশকে দুর্বল করে তার স্তম্ভ ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিত ; যদি আল্লাহ দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও প্রচার করার মত ব্যক্তি সর্বকালে উপস্থিত রেখে এই দ্বীনকে হিফাজত করার দায়িত্ব না নিতেন! সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ছেড়ে সে যাকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছে কেবল তার'ই কথাকে গ্রাহ্য করে আর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং মুসলিম আলেমগণের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনা, তার চেয়ে তাঁদের প্রতি বেয়াদব, তাদের অধিকার ক্ষুণ্নকারী আর কোন্ ব্যক্তি হতে পারে?

নিশ্চয় তাক্বলীদপন্থীরা আল্লাহর আদেশ, রাসূলের আদেশ, সাহাবাগণের হেদায়াত এবং আলেমগণের পথের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছে। আলেম বা জ্ঞানীদের পথের বিপরীতে রওয়ানা হয়েছে। (আর ঐ পরবর্তী বংশধররা) সালাফে সালেহীনের পথকে উল্টিয়ে দ্বীনের আসল চিত্রকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। অতঃপর তারা আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, খুলাফায়ে রাশেদীন তথা সকল সাহাবার কথাকে বিকৃত করে কেবল তাদের অনুসৃত ব্যক্তির কথার মানদন্ডেই বিচার করে। তারপর যেগুলো তাদের অনুসৃত ব্যক্তির কথা সম্মত হয় সেগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পন করে। আর যেগুলো তার

কথার বিপরীত হয় সেগুলোর জন্যে বলে : বিরোধীরা ইহা দ্বারা দলীল (প্রমাণ) দিয়েছে। ফলত: তারা তা গ্রহণ করে না, দ্বীন হিসেবেও গণ্য করে না। যে কোন মূল্যে তা প্রতিহত করতে মুকাল্লিদদের সম্মানিতরা টাল-বাহানা করে। অতএব এরাই দ্বীনকে, দ্বীনদার মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে। যার দরুন প্রতিটি ফিরক্বার অনুসারীরা নিজ নিজ ফিরক্বার অনুসৃত ব্যক্তির সহযোগিতা (সমর্থন) করতে, সেদিকে মানুষকে আহবান করতে এবং বিপক্ষ পার্টিদের তিরস্কার করতে আরম্ভ করে। বিপক্ষ দলের কথার বা দলীলের ওপর আমল করা বৈধ মনে করে না। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে তারা (বিপক্ষদল) যেন ভিন্ন মিল্লাত বা অন্য ধর্মের মানুষ। অথচ একই সরল সঠিক কালেমার প্রতি আত্মসমর্পণ করা সকলের ওয়াজিব। সেটি হল: একমাত্র সম্মানিত রাসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত পরস্পরে একে অপরকে রব না বানানো।

হে পাঠক! জেনে নিন ! পানি না থাকা অবস্থায় যেমন আমরা তায়াম্মুমের মুখাপেক্ষী হই, অনুরূপভাবে কুরআন-হাদীস না পেলে আলেমগণের কথা বা ইজতিহাদের প্রয়োজন বোধ করি। সুতরাং যখনই কুরআন-হাদীসের বাণী, সাহাবাদের কথা পাওয়া যাবে তখনি তা গ্রহণ করা ওয়াজিব। এগুলো বর্জন করে ওলামাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়। কিন্তু পরবর্তী যুগের মুকাল্লিদরা তাদের সামনে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুমের আশ্রয় নিয়েছে। (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বাণী থাকা সত্ত্বেও ইমামদের কথা গ্রহণ করেছে)। আমি এই যুগের অন্ধ বিশ্বাসীদের ব্যাপারে আশ্চর্য হই; যারা ইমাম বুখারী, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, আওযায়ী, সুফিয়ান আল-সাওরী, সাঈদ বিন আল-মুসায়্যিব, হাসান আল- বাসরী, আবু হানীফা, আবদুল মালেক, (রাহঃ) এবং এ ধরনের আরো অনেক যাঁদের কথা ও ফাত্ওয়ার ওপর আমল করা উচিত ছিল তা বর্জন করে, আর অমুক অমুক (পরবর্তী যুগের ঐ ব্যক্তি) এর কথার ওপর আমল করে যারা পূর্ববর্তী ইমামগণের মুকাল্লিদ। বরং তারা তাদের ইমামগণের পরবর্তী অনুসারীদের কথাকে আবু বাকার, উমার, উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ

(রাঃ) এর ফাতওয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেয়। তারা যদি তাদের (পরবর্তী ইমামগণের) কথা ও ফাতওয়াকে তাঁদের (সালাফে সালেহীনের) কথা এবং ফাতওয়ার সমপর্যায়ে বিবেচনা করে তাহলে তারা কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর সামনে কি জবাব দিবে? অথচ তারা তাদের কথাকে অগ্রাধিকার দেয়, একমাত্র তাদেরই কথাকে বিধান এবং ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করে আর সাহাবার (রাঃ) কথা গ্রহণ করতে নিষেধ করে। এখন তাদের (কাল কিয়ামতের মাঠে) কি অবস্থা হবে?

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়েছিলেন তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো শুদ্ধ হতে পারবেনা

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন: "পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয়েছিলেন তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো শুদ্ধ হতে পারবেনা। উত্তম যুগের তথা পূর্ববর্তী উম্মতগণ কুরআন-হাদীস, সালাফে সালেহীনের ইজমাকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করতেন। মুসলমানরা যখন আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করে, তাদের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ওহাম (মরীচিকার) ও খাম-খেয়ালির দিকে ধাবিত হয়, তখন আল্লাহ মুসলমানদের যে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলেন তা হতে তাদেরকে যে বঞ্চিত করবেন, এতে আশ্চর্য হবার আর কি আছে? কেননা আল্লাহ মুমিনদেরকে যে বেশ কিছু গুণে গুণান্বিত করেছেন তা থেকে তারা পরিপূর্ণভাবে বেরিয়ে গিয়েছে! এ ধরনের অন্ধ তাকূলীদ ও ভ্রান্ত কাজ-কর্ম, যা আমরা এ যুগে করছি, এগুলোর কোন কিছুই প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দিতে ছিল না। যদি কোন জ্ঞানী অথবা উন্নত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়, তাহলে সে কি গ্রহণ করবে বা না করবে এ ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে যাবে। চার মাযহাবের মধ্যে কোনটি অথবা মৌলিক, অমৌলিক কোন্ কিতাবটির উপর নির্ভর করবে তার স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা । তাদেরকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যায় যে সুনির্দিষ্ট এই দ্বীন সকল দ্বীনের মধ্যে উৎকৃষ্ট দ্বীন, অথবা মাযহাবসমূহের সমস্ত মত পার্থক্য সত্ত্বেও তা একই জিনিস। বর্তমানে আমরা যে মাযহাবী দ্বন্দ্বে রয়েছি এবং তার যে কি ক্ষতি, জাপানের বাস্তব

ঘটনাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা মুসলিমরা যদি কুরআনে এবং নবী (সঃ)-এর হিদায়াতে যা বর্ণিত, তার সীমারেখার ভিতরে অবস্থান করতাম, তাহলে আপত্তিমুক্ত দ্বীনে-হানীফ এবং বক্র-মতভেদ মুক্ত বিশুদ্ধ-দ্বীন কি তা আমাদের পক্ষে বুঝা সহজ হত।

আমরা যদি ফক্বীহগণের কথা, মতভেদ এবং তার কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দারুণভাবে হয়রান (দিশেহারা) হয়ে যাই। এমনকি কতিপয় মুকাল্লিদ বলে: "আলেম ব্যক্তি উত্তম"। তবুও সে তার জ্ঞান মুতাবেক আমল করবে না বা ফাতওয়া দেবে না। কারণ তার নিজস্ব অমুক ইমাম এই বলেছে। অতঃপর এমন বহু মানুষ যাদের মধ্যে অধিকাংশের ইতিহাস আমরা জানিনা, তাদের মধ্যে হতে একজনের কথাই সহীহ হাদীস বর্জনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়; যদিও সহীহ হাদীসের উপকারিতা সুস্পষ্ট। এইভাবে আমরা আমাদের আসল দ্বীন ও তার মূল সূত্র থেকে আমাদের বর্তমান অবস্থার দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। অথচ আকীদাহ-ইবাদতের বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবের আশ্রয় ছাড়া, আর যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ঐ রাসূলের হাদীসের আশ্রয় ছাড়া অন্য কারোর নিকট হতে তা গ্রহণ করা কারো জন্যে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে আমাদের বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যে, সকল আদেশের মালিক আল্লাহ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কারো নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করা যাবেনা। এরূপ বিশ্বাস রাখলে আমরা একত্ববাদী ও খালিস দ্বীনদার হতে পারব। আল্লাহ নিজ কিতাবে আমাদেরকে এভাবে আদেশ করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ঐ আদেশকে অমান্য করবে সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ধ্বংস হবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾

[البقرة: ١٦٦، ١٦٧]

অর্থ ঃ অনুসৃত ব্যক্তিরা যখন অনুসরণকারীদের ব্যাপারে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, অনুসারীরা তখন বলবে, কতইনা ভাল হত যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমরাও তাদের থেকে তেমনি অব্যাহতি নিতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে অব্যাহতি নিয়েছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখাবেন। তারা কস্মিণকালেও আগুন হতে বের হতে পারবে না।

(বাকারা- ১৬৬-১৬৭)

হে পাঠক! জেনে রাখুন ! এই আয়াতটি ঐ মুকাল্লিদীনের জন্যে ভূমিকম্প থেকে অধিক ভয়ঙ্কর, যারা দ্বীন গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের কথা এবং রায়ের ওপর বদ্ধপরিকর বা অন্ধভাবে নির্ভরশীল। আক্বীদার ক্ষেত্রে (ঈমান-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে) তাদের এই অন্ধবিশ্বাস বা তাক্বলীদ হোক আর ইবাদতে হোক অথবা হালাল-হারামে হোক, আর অনুসৃত ব্যক্তি (রায় প্রদানকারী) জীবিত হোক অথবা মৃত। অথচ আক্বীদা ও ইবাদতের সব কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে কারোর কথা বা মত থাকবেনা। পথভ্রষ্ট পন্ডিতরাই এসব কাজ করে থাকে। তবে সঠিক পথের অনুগামী প্রত্যেক বিজ্ঞ আলেম আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা, আল্লাহ ব্যতীত কারো ওপর নির্ভর করা, দ্বীনের ব্যাপারে ওহী ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করা হতে নিষেধ করেছেন।

কতিপয় মুফাস্সির এধরনের আয়াতসমূহকে কেবল কাফেরের জন্যে মনে করেন। তারা যেমন বলেছেন এগুলো কাফেরদের জন্যে, হ্যাঁ তেমনি তা কাফেরদের জন্যে বটে, তবে এই কথা হতে এ রকম অর্থ গ্রহণ করা ভুল যে, মুসলমানদের কুরআনের সাথে (এ ধরনের আয়াতের সাথে) কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে মুসলমানরা কুরআনের সকল হুশিয়ার ও সাবধানবাণীকে মুশরিক, ইয়াহুদ ও নাসারাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার মূল উদ্দেশ্য ও উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিমুখ থাকবে। হে পাঠক! আপনি তো প্রত্যক্ষ করেছেন যে, আজকাল মুসলিমরা কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। পরকালের পরিত্রাণের জন্যে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' অধিকারসমূহ বা চাহিদা পূরণ ছাড়া কেবল মুখে

উচ্চারণ করাটাই যথেষ্ট মনে করছে। অনেক কাফের, মুনাফিকও কালেমায়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে উচ্চারণ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মু'মিনদেরকে উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কাফেরদের অবস্থা এবং শিরকের প্রকারভেদ ও পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন, যাতে করে মুসলিমরা ঐ কর্মে পতিত হয়ে ধ্বংস না হয়, যেখানে কাফেররা পতিত হয়েছে।

কিন্তু তাক্বলীদের মাতব্বররা মুসলিমগণ ও তাদের প্রতিপালকের কিতাবের মধ্যকার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ধারণা যে, কুরআন হতে হিদায়াত গ্রহণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছেন। তাদের মত মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তারা যে সব গুণের অধিকারী হওয়ার শর্ত পূরণ করেছেন তা অন্যদের জন্যে সহজ নয়। যেমন তারা অমুক অমুক বিষয়ে পাণ্ডিত্ব লাভ করেছিলেন। অথচ সালাফে সালেহীন অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ীন ও অনুরূপভাবে চার ইমাম (রহঃ) একমত পোষণ করেন যে, দলীল না জানা পর্যন্ত দ্বীনের ব্যাপারে কারো কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়! অতঃপর মুকাল্লিদ ওলামারা এসে মুফতি সাহেবের কথাকে সাধারণ মানুষের জন্যে দলীলে পরিণত করে। তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী বংশধররা তাক্বলীদের গভীরে তলিয়ে যায়। তারা কুরআন-হাদীস হতে বিধান গ্রহণ করা থেকে সকল মানুষকে বাধা দেয়! যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীস বুঝার ও তার ওপর আমল করার চেষ্টা করে তাকে উদ্ভট (মেকী) মনে করে। আর এটি হচ্ছে চরম লজ্জাকর, ক্ষতিকর ও দ্বীনের প্রতি শত্রুতা! তারপর মানুষ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং অনুসৃত ব্যক্তিরা আল্লাহর স্থলে তাদের (অনুসরণকারীদের) জন্যে অংশীদার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা অনুযায়ী তারা অচিরেই একে অপরের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

এই অধম বান্দা (লেখক) উক্ত আয়াতকে কেন্দ্র করে একটি পুস্তিকা লিখেছে, যার নাম "আল বুরহানুসসাতি' ফী-তাবাররু'য়ীল মাতবু'য়ি মিনাত্তাবে"। আল্লাহর রহমতে ও শক্তিতে পুস্তিকাটি মিশরে ছাপা হয়েছে। সুতরাং হে সরল, সঠিক ও সত্য পথের সন্ধানী! (আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে হিদায়াত করুন) আপনার ঐ পুস্তিকাটি পড়া প্রয়োজন।

ওলামা কর্তৃক আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত পরিবর্তনের বিষয়ে আল-ফাখরুর রাযীর বর্ণনা

আমরা এতক্ষণ যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আলোচনা করেছি তা যে পূর্ববর্তী যুগেও ঘটেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত হে পাঠক! আপনার জন্যে উল্লেখ করছি। ফাখরুদ্দীন রাযী তার "মাফাতিহুল গায়েব" তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ... ﴾

[التوبة: ٣١]

"অর্থাৎ তারা তাদের পাদরী এবং বৈরাগীদেরকে আল্লাহ ছাড়া রব বানিয়ে নিয়েছে।"(তাওবাহ:৩১)

এ আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেনঃ "মুহিউস্সুন্নাহ (সুন্নাতকে জীবিতকারী) আল-বাগাভী তার "মাআলেমুত তানযীল" গ্রন্থে একই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : "আমি মুকাল্লিদ ফকীহদের এক জামাআতকে প্রত্যক্ষ করেছি। কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কিতাব থেকে অনেক আয়াত তাদের সামনে পাঠ করেছি। পঠিত আয়াতসমূহ তাদের মাযহাবের বিপরীত হওয়ায় সেগুলোকে তারা গ্রহণ করেনি, ভ্রুক্ষেপ করেনি বরং অবাক হয়ে আমার দিকে দেখতে থাকে। তাদের ধারণা : যেহেতু আমাদের সালাফ থেকে বিপরীত রেওয়ায়েত এসেছে তাই কেমন করে এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের ওপর আমল করা সম্ভব"? হে পাঠক! আপনি যদি যথাযথ চিন্তা করে দেখতেন, তাহলে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের রগে-রগে এই ব্যাধি বিচরণ করছে, তা অনুধাবন করতে পারতেন।

মুকাল্লিদদের অনেকে তাদের অনুসৃত শায়েখদের ক্ষেত্রে হুলুল ও ইত্তেহাদকে (যারা নিজেদের সাধনার বলে আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে) দাবি করেছে[১]। এগুলো এই উম্মতের বাস্তব

১. হুলুল ও ইত্তেহাদের বিশ্বাসকে এ উম্মতের উলামাগণ কুফুরী বলেছেন; কারণ ইহা খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ (তিন সত্তার একাকার হয়ে যাওয়ার সমষ্টিকে এক আল্লাহ বিশ্বাস

ঘটনা। ফখরুদ্দীন রাযীর কথা এখানে সমাপ্ত হল; তিনি ৬০৬ হিজরীতে মারা যান, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

সুতরাং এ যুগের মুসলিম যারা জ্ঞান ছাড়া আক্বিদাহ, ইবাদত, হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত মাযহাবের শেখদের তাক্বলীদ করে; অথচ তা কুরআনের বাণীর অকাট্য দলীল ছাড়া, রাসূল (সঃ)-এর অনুসৃত সুন্নাত ছাড়া এবং সহীহ হাদীসের প্রকাশ্য ইঙ্গিত ছাড়াই করে; উপরন্তু এসমস্ত দলীলের এমনকি তাদের ইমামগণের মূলনীতির বিপরীতেও এহেন অন্ধ অনুকরণ করে, তাদেরকে এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ফাখরুর রাযী যা আলোচনা করলেন তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট মানুষ এ যুগে বিদ্যমান। শায়েখ সাইয়েদ মুহাম্মদ রাশীদ রিযা নিজ তাফসীর "আল মানার" গ্রন্থে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং হে পাঠক সতর্ক হয়ে যান।

আমি অধম বান্দা (লেখক) আমার লিখিত সূরা ফাতিহার তাফসীর "আউযাহুল বুরহান-ফী-তাফসীরি উম্মিল কুরআন" নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটি মক্কা মুকাররামাহ্‌র উম্মুল কুরা ছাপা-খানায় ১৩৫৭ হিঃ সনে ছাপা হয়েছে। প্রিয় পাঠক! সেটি আপনার পাঠ করা অতি প্রয়োজন।

ইমাম আ'যম একমাত্র রাসূল (সাঃ) অন্য কেউ নয়

আল্লামাহ মুরতাযা আয্‌যুবাইদী "আল এহ্‌য়াইয়া" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন : "জেনে নাও "মুকাল্লাদ" "লাম" অক্ষরকে ফাত্‌হার (আকারের) সঙ্গে পড় (অর্থাৎ অনুসৃত ব্যক্তি); আর শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবার কখনো সাহাবাগণের অনুসরণ এই দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় যে, তাদের কাজ প্রমাণ করছে যে, তাঁরা রসূল সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম থেকে শ্রবণ

করার মতবাদ, যাকে সুনির্দিষ্ট করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কুফুরীর ফায়সালা দিয়েছেন) এর শামিল। - কপি লেখক

করেছেন। অতএব একমাত্র তাকেই অন্ধ অনুসরণের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে নয়"। এই জন্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন :

" ما من أحد إلا يؤخذ من علمه و يـــترك إلا رســول الله صلى الله عليه وسلم"

قال العراقي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وكـذا في قوت القلوب الخ.

অর্থ: "রাসূল (সঃ) ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জ্ঞানের ত্রুটি ধরা পড়েনা এবং গ্রহণ ও বর্জন করা হয় না। হাফেয ইরাকী বলেছেন: "হাদীসটি (ইমাম) তাবারানী "আল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং এটির বর্ণনা সূত্র উত্তম। অনুরূপভাবে " কূতুল কলুব" গ্রন্থেও এটি বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং মাযহাবী তাক্বলীদ একটি মহামারি রোগ এবং বিরাট মুসীবতে পরিণত হয়েছে। আর এই রোগ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কুরআন-হাদীসে যে সত্য জিনিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে মাযহাবী কিতাবসমূহের এবং মুকাল্লিদদের গুরুজনের কথার ওপর অগ্রাধিকার দিবে এমন লোকের সংখ্যা অনেক কম প্রত্যক্ষ করছি। আল্লাহর প্রশংসা করি, আমরা কিন্তু বর্তমান যুগে বিশুদ্ধ একত্ববাদের বিশ্বাসীর জামা'আত দেখতে পাচ্ছি। তারা তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবান করে। আল্লাহর ওয়াস্তে যথাযথভাবে জিহাদ করে। মিথ্যাবাদী, বিদ'আতি, কুসংস্কারী এবং মুকাল্লিদদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাওহীদ প্রচারের সহযোগিতার জন্যে অনেক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তারা হিজাজ, মিশর, সুদান এবং ইরাকের সিনজার ইত্যাদি স্থানে রয়েছে[১]। হে আল্লাহ তুমি তাদের তাওফীক বৃদ্ধি কর। যতক্ষণ তারা

১.পাক-ভারতে ঐ সকল সংস্কারকদের নাম "আহলে হাদীস", মিশর ও সুদানে "আন-সারুস্‌সুন্নাহ", শাম দেশে "সালাফী"।

তোমার দ্বীনকে সাহায্য করবে, ততক্ষণ তুমি তাদের সাহায্য কর। কবুল কর হে সারা জাহানের প্রতিপালক !

সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান নিজ তাফসীর গ্রন্থ " ফাত্হুল বায়ান ফী-মাকাসেদিল কুরআনে" বলেন:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ... ﴾

[التوبة: ٣١]

অর্থাৎ: "আল্লাহ ব্যতীত তারা তাদের পাদরী ও বৈরাগীদের রব বানিয়ে নিয়েছে।"

এই আয়াতে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে অথবা যার অনুধাবন করার মত অন্তর আছে তাকে আল্লাহর দ্বীনে তাক্বলীদ করাতে, আল্লাহর প্রিয় কিতাব এবং পবিত্র সুন্নাতে যা কিছু আছে সেগুলোর উপর উলামাদের কথাকে অগ্রাধিকার প্রদানে সক্ষম হবে না। কুরআন-হাদীসের বাণী যা কিছু আনয়ন করেছে, যে বিষয়ে আল্লাহর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও এই উম্মতের ওলামার কথার অনুকরণের মাধ্যমে মাযহাবের তাক্বলীদ করা ঐ ইয়াহুদ-নাসারার সাদৃশ, যারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ওলামাদের ইবাদত ছাড়া অনুসরণের মাধ্যমে অকাট্যভাবে রব বানিয়েছে। অতঃপর তাদের হারাম কৃত বস্তুকে হারাম, হালাল কৃত বস্তুকে হালাল বলে মেনে নিয়েছে। আর এটি এই যুগের মুকাল্লিদগণের কর্ম, ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে মুকাল্লিদগণের মিল ঠিক ঐ রকম যে রকম একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের এবং একটি খেজুরের সাথে অন্য খেজুরের মিল। হে আল্লাহর বান্দাগণ! আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ - আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসারীগণ! কেন তোমরা কুরআন ও হাদীসকে পাশে ফেলে রেখেছ? তোমাদের মত মানুষের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের রায় বা মতের কেন অনুসরণ করছ? (যাদের অনুসরণ করছ) তারা কি নিস্পাপ? তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় আবার ভুল করে। একথা তোমাদের আক্বিদার কিতাবসমূহে রয়েছে। এ কি ধরনের দুর্বল মেধা, রুগ্ন জ্ঞান ও শুন্য বিবেক? হে আমার ভ্রাতাগণ! আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথের পথিক করুন! পাপ মুক্ত নয় এমন লেখকের পুস্তকসমূহকে বর্জন করান। আপনাদেরকে চিরঞ্জীব

প্রতিপালকের, তাঁর নিস্পাপ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আপনারা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের ইমাম বানিয়ে নিন। তিনি সকল ইমামের ইমাম। তাঁর (সঃ) পথের অনুসারী হোন। কেননা সকল ইমাম তাঁর পথের অনুসারী। যে সকল কাজ আল্লাহর রাসূলের তরীকার বিপরীত সেগুলো বাতিল এবং বর্জনীয়। হে আল্লাহ তুমি আমাদের সঠিক পথের পথিক কর"!

অকাট্যভাবে আয়াতসমূহে প্রমাণিত যে, আল্লাহ দ্বীন প্রদানকারী এবং রাসূল (সঃ) তাঁর পক্ষ হতে প্রচারক মাত্র । রাসূল (সঃ) যে প্রচারক মাত্র তার প্রমাণে নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়াত লক্ষ্যনীয়ঃ

﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [الشورى: ٤٨]

অর্থঃ (হে রাসূল) "কেবল পৌছিয়ে দেওয়া আপনার দায়িত্ব" ।

(আশ শুরা ঃ ৪৮)

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ﴾ [المائدة: ٩٩]

অর্থ "রাসূলের দায়িত্ব একমাত্র পৌছিয়ে দেওয়া"।

(আল মাইদাহ: ৯৯)

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]

অর্থ:(হে রাসূল)"শুধু মাত্র পৌছিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য"। (আল- ইমরান: ২০)

দ্বীনের মূল ভিত্তি একমাত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে (অন্য কিছুর দ্বারা নয়) এবং সেগুলো তিন ধরনের :

প্রথম ঃ আক্বায়েদ (ঈমান) সংক্রান্ত।

দ্বিতীয় ঃ সাধারণ ইবাদত অথবা স্থান-কাল, রকম এবং সংখ্যাভিত্তিক ইবাদত।

তৃতীয় ঃ দ্বীনী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক ।

এ ছাড়া অন্যান্য শরীয়তী বিধান যেক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী নেই সেগুলো ইজতিহাদ (বিজ্ঞ আলেমগণের কুরআন-হাদীসের আলোকের ফাত্ওয়া) দ্বারা প্রমাণিত হবে। আর এটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে ফাসাদ দূরীকরণ এবং কল্যাণ সাধন। এ বিষয়ে অনেক কুরআনের আয়াত, হাদীস ও সালাফে সালেহীনের আমল রয়েছে। সুতরাং গাফিল না হয়ে একটু চিন্তা করুন।

এগুলো ওলামায়ে ইসলামের কথার কিছু নমুনা - যা দ্বারা উল্লেখিত বিষয় মজবুত করলাম। অর্থাৎ কুরআন-হাদীস হতে হিদায়াত গ্রহণ করা ও তা বুঝার জন্যে মানুষকে আহবান করা, যিকর এবং ইবাদতসমূহে সে দুটিকে (কুরআন-হাদীসকে) যথেষ্ট মনে করা, তা ব্যতীত অন্য কিছুতে গোঁড়ামী-বাড়াবাড়ি না করা। অতঃপর ইসলামের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ফরযে কিফায়াহ (এমন ফরয যা কতিপয় লোকে পালন করলে অন্যের জন্যে যথেষ্ট) প্রতিষ্ঠার জন্যে মনযোগ দেওয়া, মুসলিমদের উপর থেকে দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার উৎপীড়ন দূরীভূত করা, সহীহ নিয়ম পদ্ধতি ভিত্তিক শরীয়তী তরীকার পুঁজি এবং শক্তি দ্বারা মুসলিম জাতিকে মজবুত করা এবং ঐ পুঁজি ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করা । এগুলো বিদ'আতীদের আনিত বিদ'আত হতে অধিক উত্তম।

আল্লাহ আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে চলার আদেশ দিয়েছেন

এই দুনিয়ায় আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সরল সঠিক পথে চলার আদেশ দেন, যে পথে সকল নবীকে প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহকে অবতীর্ণ করেছেন এবং অবহিত করেছেন যে, এই সরল ও সঠিক পথ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পথ। এই সেই পথ যা আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে নিজ বান্দার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। বান্দা দুনিয়াতে যে

পরিমাণ তার ওপর দৃঢ় থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ আখিরাতে (আস-সিরাত) জাহান্নামের ওপর কায়েম কৃত রাস্তা অতিক্রম করার সময় তার কদম দৃঢ় থাকবে । এই জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

অর্থঃ "নিশ্চয় এটি আমার সরল (সঠিক) পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা সংযত হও"। (আনআম-১৫৩)

যেহেতু সীরাতে মুসতাকীমের (সরল ও সঠিক পথের) অনুসন্ধানীরা এমন পথের সন্ধানে, যে পথ থেকে অধিকাংশ মানুষ বিমুখ রয়েছে, সেহেতু এই পথের পথিকগণ (সংখ্যায় কম হওয়ায়) একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন। তাই মহান আল্লাহ এই পথের পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেনঃ "(যদিও তারা সংখ্যায় কম তবুও) তারা ঐ সব ব্যক্তিদের সাথী হবে যাদের ওপর আল্লাহর নিজ নিয়ামত দান করেছেন। তাঁরা হচ্ছেনঃ নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ। আর তারাই উত্তম সাথী"। যাতে সত্যের সন্ধানী ও সরল পথের পথিক নিজের যুগের মানুষের কাছে একাকীত্ব অনুভব না করে এবং জেনে নেয় যে, আল্লাহ এই পথের পথিকদের উপর নিয়ামত (অনুদান) প্রদান করেছেন। সুতরাং তারা যেন সংখ্যা-গরিষ্ঠদের বিরুদ্ধাচরণে ভেঙ্গে না পড়ে। বরং তারাই অসম্মানিত; যদিও তারা সংখ্যায় অধিক। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট এক সালাফ বলেন "তুমি সত্য পথকে আকড়ে ধর, এ পথের পথিকদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যে একাকীত্ব অনুভব করো না। বাতিল পথকে বর্জন কর এবং ধ্বংস প্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্য দেখে তুমি ধোঁকায় পতিত হয়ো না। তুমি একাকীত্ব অনুভব করলে পূর্ববর্তীগণের দিকে নজর ফিরিয়ে দেখ এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে গভীরভাবে উৎসাহী হও। তাদের ছাড়া

অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখো না। কেননা তারা আল্লাহর আযাব হতে তোমাকে কখনো রক্ষা করতে পারবে না। রাস্তায় চলাকালীন তোমার প্রতি যখন তারা চিৎকার ও কটাক্ষ করে ডাক দিবে, তখন তাদের প্রতি সাড়া দিও না। যদি তুমি তাদের ডাকে সাড়া দাও তাহলে তারা তোমাকে কষ্ট দিবে, প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। এ প্রসঙ্গে যেমন দু'আয়ে কুনূতে বর্ণিত হয়েছেঃ

" اللهم اهدني فيمن هديت " أي أدخلني في زمـــرة الرفقـــة وجعلني رفيقا لهم ومعهم .

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাকে হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে তাদের সঙ্গী ও সাথী কর।

যারা পথভ্রষ্ট এবং আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছে তাদের পথ থেকে দূরে থাকা সকল বান্দার অবশ্য কর্তব্য। "আল -মাগযুবি "আলাইহিম" তারা : যারা জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকারী বা জ্ঞানপাপী । অর্থাৎ যারা সত্য জেনেও সত্য থেকে বিমুখ ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। "আয্ যাল্লুন" ওরা : যাদের জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় সত্যের আলো থেকে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আর যে পথে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সহচরবৃন্দেরা ছিলেন সেটিই একমাত্র সত্য পথ ; মানুষের মত, মানব রচিত বিধান, তাদের চিন্তাধারা ও আবিষ্কৃত পরিভাষা সত্যপথ নয়। অতএব, যে সকল জ্ঞান, আমল, বাস্তবসত্য, অবস্থা কিংবা অবস্থান নবুওতের পাত্র তথা নবীজী থেকে নির্গত হয়েছে অর্থাৎ নবীজীর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার ওপর মুহাম্মদী মহর আছে সেটি সিরাতে মুসতাকীম বা সরল পথ। এছাড়া বাকি পথগুলো হচ্ছে ক্রোধে পতিত, পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামীদের পথ। হুবহু এই উক্তি ইবনুল কাইয়্যিমের গ্রন্থ "মাদারেজুস্সালেকীনে" রয়েছে।

নিশ্চয় রাসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণ দ্বীন সম্পর্কে এবং নবীজী যা আনয়ন করেছেন সে সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। রাসূলের সহচরগণ দ্বীন-কানা হবেন আর অন্যেরা যেমন শীয়াহ এবং বিদআতীরা দ্বীন বুঝবে এটি অসম্ভব। আমরা যদি হক আর বাতিল

দু'ফিরকার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা হকপন্থীদের পথ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। রাসূল (সঃ) এর সহচরগণ বিধর্মীদের দেশ জয় করে তা মুসলিম দেশে পরিণত করেন। কুরআন, জ্ঞানের আলো এবং হিদায়াত দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করেন। সুতরাং তাদের স্মৃতি চিহ্ন প্রমাণ করে যে, তাঁরা সরল পথের পথিক ছিলেন। আর আমরা সকল স্থানে এবং কালে শীয়াহ, বিদ'আতী এবং নির্দিষ্ট মাযহাবে মাযহাবধারীদেরকে তার বিপরীত প্রত্যক্ষ করছি।

হিজরী ১৩৬০ সনের দশ'ই রামাযান শুক্রবার তায়েফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর মসজিদে আমি বিশ্ব প্রতিপালকের কিতাব (কুরআন) পাঠ করছিলাম তখন আমার জন্যে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফিরআউন (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক) মানুষকে বিভিন্ন পার্টিতে, দলে, পথে এবং মাযহাবে বিভক্ত করেছে। এখান থেকে জানা গেল যে, মাযহাবী বিদ'আত, নির্দিষ্ট মাযহাবে মাযহাবধারী হওয়া এবং পথ ভ্রষ্টতা ফিরআউনের পথ ও তার চক্রান্তমূলক রাজনীতি। যেমন এ রাজনীতি ইউরোপীয় দেশের ইবলিসীয় সরকারসমূহের নিকট প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহতায়ালা সূরায়ে কাসাসে বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. . . ﴾ الآية [القصص : ٤]

অর্থঃ "ফিরআউন তার দেশে উদ্যত হয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল। সে তাদের পুত্র- সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল সন্ত্রাসী। (আল কাসাস্-৪)

সূরা রুমে আরও বলেছেন ঃ

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم : ٣١، ٣٢]

অর্থঃ "এবং মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।" (রূম-৩২)

হে পাঠক, আপনারা জেনে রাখুন ! নবীগণের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য না ঘটিয়ে সকল নবীর উপর ইমান (প্রত্যয়) স্থাপন করা, তাঁরা যা আনয়ন করেছেন সেগুলো মেনে নেওয়া, তাদের সম্মান করা তথা সত্যের অনুকরণ করা হচ্ছে হেদায়াত প্রাপ্তদের বৈশিষ্ট বা নিদর্শন। যদি এই হয় তাহলে তাঁদের (নবীগণের) উত্তরাধিকারী যেমন সাহাবা, তাবেয়ীন, যোগ্য ওলামা, চার ইমাম, হাদীসের ইমামগণের (রাযিআল্লাহু আনহুম) সম্মান করা ওয়াজিব। অধিকাংশ কাঠ-মাযহাবধারীরা যেমন কতিপয় নির্দিষ্ট আলেমের কথা গ্রহণ করে এবং অন্য আলেমের কথা বর্জন করে অথবা কতিপয় নির্দিষ্ট আলেমকে ভালোবাসে আর অন্য আলেমকে শত্রু ভাবে, এ আচরণ কিন্তু হিদায়াত প্রাপ্তদের এবং সৎ ব্যক্তিদের আচরণ নয়। আর এইভাবে মাযহাবধারীদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়তে রাযী নয় যে তাদের মাযহাবের অনুসারী নয়। সুতরাং গোঁড়ামী হচ্ছে তাদের মূর্খতা, আর গোঁড়ামীর জন্যে তাদের অন্তর এবং জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পথভ্রষ্টরা মাযহাবসমূহকে (দ্বীনের) মূল স্তম্ভ বলে মনে করে। কুরআনকে মাযহাবের আলোকে মূল্যায়ণ করে, কুরআনের অপব্যাখ্যা করে এবং অর্থ পরিবর্তন করে। আর লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত ব্যক্তিরা এই পথের পথিক। চির সত্য বা ওয়াজিব হলো যে, (দ্বীনের বিধান গ্রহণে) কুরআন (হাদীস) মূল। মাযহাব ও মতসমূহ কুরআনের আলোকে বিবেচ্য। সুতরাং যে রায় বা মত কুরআন ও হাদীস সম্মত সেটি গ্রহণযোগ্য । আর যেটি তার বিপরীত সেটি বিবর্জিত।

নিজ মাযহাবের অনুসারী ব্যতীত সত্যকে গ্রহণ না করা আল্লাহর ক্রোধ ভাজনদের নিদর্শন

(সতর্কবাণী), হে পাঠক জেনে রাখুন! মাগযুব আলাইহিমদের নিদর্শন হচ্ছে তারা একমাত্র তাদের মাযহাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ফিরক্বার মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করে, যদিও তাদের আক্বিদা তাদেরকে যা অনুসরণ করতে বাধ্য করছে তার অনুসরণ করে না। নির্দিষ্ট মাযহাবধারী ফক্বীহ ও সূফীবাদীদের দ্বীন এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যেমন এ অবস্থা হয়েছে। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে তারা তাদের মাযহাব ছাড়া কোন বর্ণনা বা মত গ্রহণ করেনা। অথচ ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মতের উর্ধে সত্যের অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছে। সে সত্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হোক অথবা মতামতের দ্বারা প্রমাণিত হোক। (মোট কথা), নির্দিষ্টভাবে একমাত্র আল্লাহর রাসূলের নিজস্ব কথা ও কাজ এবং রাসূল কর্তৃক সমর্থিত কথা ও কাজকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। কেননা কথিত আছে ঃ

" الحكمة ضالة المؤمن ياخذها أين وجدها ".

অর্থাৎ হিকমত মু'মিনদের হারানো ধন, যেখানে তা পাবে সেখান থেকেই তা গ্রহণ করবে।

মাযহাবধারীর অন্তরে কোন্ ব্যক্তি স্থান পায়, অতঃপর সে দেশবাসীর ও বাপ-দাদাদের তাক্বলীদের ভিত্তিতে ঐ ব্যক্তির কথা যাচাই না করেই অনুসরণ করে। এটি হচ্ছে আসল গুমরাহি। বক্তার চেহারা দেখে তার কথা গ্রহণ করা উচিৎ নয় বরং তার কথার দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। (অর্থাৎ তার কথা সঠিক না ভুল এর ওপর ভিত্তি করে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় হবে)। যেমন আলী (রাঃ) বলেছেন : "মানুষের চেহারা দেখে সত্যকে জানা যায় না। যদি সত্যকে জানতে চাও, তাহলে সত্যবাদীকে জানবে।" আল্লাহর রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ তথা সালাফে সালেহীনরা যা নিজে করেছেন, অপরকে তা' করার নির্দেশ দিয়েছেন, একমাত্র তার অনুসরণে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পরবর্তী বংশধররা দ্বীনের ব্যাপারে যে নতুন কাজ সৃষ্টি করেছে সে সকল কাজগুলো ঘৃণিত এবং গুমরাহি। দ্বীনে মাযহাবী প্রথা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। তদকালীন আমীর -

বাদশাহগণ তাদের শায়েখগণের অন্ধভক্তির কারণে, সম্মান বজায় রাখার জন্যে, মনের পূজা অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে মাযহাবের সৃষ্টি করে। একথা ইতিহাস পাঠকারীর নিকট পরিষ্কার।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী "তাফহীমাতুল ইলাহিয়াহ" গ্রন্থে বলেন হে পাঠক ! বর্তমান যুগে বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ করবে যে তারা সকল মাস'আলাতে কোন না কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করে। অনুসৃত ব্যক্তির কোন একটি মাসআলাও যদি কেউ ত্যাগ করে তাহলে সে মিল্লাতে ইসলাম হতে বেরিয়ে যাওয়ার মত কাজ করল মনে করা হয়। সে (অনুসৃত ব্যক্তি) যেন তার (তাক্বলীদকারীর) প্রতি প্রেরিত নবী ; তার (তাক্বলীদকারীর) উপর তার (অনুসৃত ব্যক্তির) অনুসরণ ওয়াজিব করা হয়েছে- চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে প্রথম যুগের উম্মত, উত্তম যুগের মানুষেরা কোন এক মাযহাবের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ ছিলেন না। (১মখন্ড ১৫১ পৃঃ)

আবু-তালিব আল-মাক্কী "কূতুবুল কুলুব" গ্রন্থে বলেন : ...মানব রচিত কোন একটি মাযহাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, মানুষের কথা মেনে নেওয়া, সর্ব ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা এবং তার মাযহাবে জ্ঞান সঞ্চয় করার প্রথা পুরাতন যুগের মানুষের কাছে ছিল না। বরং তদকালীন সাধারণ মানুষেরা যেখানে আলেমগণকে পেতেন সেখানে তাদের নিকট হতে শিক্ষা এবং দ্বীনের জ্ঞান গ্রহণ করতেন। তাদের মধ্যে কেউ হাদীস শ্রবণ করলে তার ওপর আমল করত, সেটির অনুসরণ করত, শরীয়তের বাহক নবী (সঃ) ব্যতীত আর কারো তাক্বলীদ করতো না। বর্ণনার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ঐ বর্ণনা গ্রহণ করত যাতে তাদের অন্তর জুড়িয়ে যেত। কিন্তু কতিপয় মানুষ এখন কোন একটি মাযহাবের সংকীর্ণতাকে এই মর্মে গ্রহণ করেছে যাতে সাধারণ মানুষ ইখতিলাফ না করে। (অন্য দিকে) বিখ্যাত আলেমগণ নিজে আমল করার ক্ষেত্রে যেমন কোন মাযহাবের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হতেন না, আবার অন্যজনকে তার ফাতওয়ায় আবদ্ধ করতেন না। যেমন মুহাম্মদ আল-জুআইনি "আল-মু'হীত" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাতে কোন এক মাযহাবের ওপর চলার জন্যে কাউকে বাধ্য করেন নি। সুতরাং তাক্বলীদের বিষয়টি জাতিকে বিপাকে ফেলে এবং আহমক বানায়, যার ফলে ফিতনা এবং গোঁড়ামির সৃষ্টি হয়।

নবী (সঃ) কোন এক নির্দিষ্ট মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে মানুষ কে বাধ্য করেন নি

আসল কথা হলো যে শরীয়তের নবী (সঃ) ইমামগণের নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতে মানুষকে বাধ্য করেন নি। বরং নবী (সঃ) নিজ অনুসরণ মানুষের ওপর ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলের সুন্নাত প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে তার বিরুদ্ধাচরণের ফল পাবে; সে কখনোও ক্ষমার যোগ্য হবেনা। তবে যদি তার নিকট হাদীস না পৌছে থাকে তাহলে সে হাদীস পৌছানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমার যোগ্য হতে পারে। যারা ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখার দাবী করে তাদের কেউ একথা বলা বৈধ নয় যে, আমি হাদীস মুতাবিক আমল করবনা, আমার ইমামের কথা মুতাবিক আমল করব। এ উক্তি তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম হতে খারিজ করে দিবে। (এহেন উক্তি থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি [১]।

সুতরাং হাদীসে যা প্রমাণিত হয়েছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করা, চোখের সামনে বাস্তবায়ন করা, মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা অর্থাৎ মজবুত করে ধারণ করা, অন্তর ও হাত দ্বারা তাকে মজবুত করে ধরা, যে ব্যক্তি এতে বিরুদ্ধাচারণ করবে তার প্রতি কর্নপাত না করা মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এই মূল্যবান বাস্তবতাকে একমাত্র চলার পথ বানিয়ে নিন। এ পথকে ত্যাগ করবেন না! এই উত্তম পথ পরিত্যাগ করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত; যেমনঃ

* অযু করার সময় (পা না ধুয়ে) মাসহ করা (মুছা)।

* মুতা বিবাহ (কয়েকদিনের জন্যে বিবাহ করে তালাক নেয়া) প্রথা বৈধ মনে করা।

১- আল-শা'রানী "মিযান" গ্রন্থে বলেন : আপনি যদি প্রশ্ন করেন : যে হাদীসসমূহ আমার ইমামের মৃত্যুর পর সহীহ প্রমাণিত হয়েছে যা তিনি গ্রহণ করার সুযোগ পাননি সে হাদীসগুলো কি করব? উত্তর : সেগুলোর ওপর আমল করা আপনার ওপর কর্তব্য। কেননা আপনার ইমাম যদি সে হাদীস পেতেন আর সহীহ প্রমাণিত হত তাহলে আপনাকে তা গ্রহণ করার জন্যে আদেশ করতেন। কেননা সকল ইমাম শরিয়তের পথের পথিক। তাই যে ব্যক্তি এটি (হাদীসের ওপর আমল) করবে সে তার দু'হাতে কল্যাণ কুড়াবে।

* স্বল্প পরিমাণ নিশাকর শরাব পান, হালাল মনে করা।

* প্রচলিত মদ হালাল বিবেচনা করা।

* ছায়া যখন ফাইয়ে যোয়ালের (আসল ছায়ার) বাদে মানুষের ছায়ার সমান হবে তখন এটিকে যুহরের শেষ ওয়াক্ত মনে করা।

অতঃপর হে মুসলিম, জ্ঞান গরিমায় আপনার মনোবল যখন উচ্চ, তাকুওয়া ও পরহেজগারীতে আপনার প্রতিজ্ঞা যখন দৃঢ়, তখন আপনি কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ, সালাফে সালেহীনের অধিকাংশ আলেমের কর্মকে উপলব্ধি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মতানৈক্য হাদীসের সমস্যা দূরীভূত করেন। মুহাদ্দিসীনদের গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ এবং উত্তম (হাসান) হাদীসের অনুসরণ করেন। অধিক মজবুত, কিয়াসের অধিক নিকটতম এবং সতর্কমূলক হাদীস গ্রহণ করেন।

এ পথ অবলম্বন করা সহজ। (উক্ত উদ্দেশ্যে উপনীত হতে) আল মুয়াত্তা, সহীহায়েন, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমীয এবং নাসায়ী যথেষ্ট। এর বেশী অন্য হাদীস গ্রন্থের প্রয়োজন হবেনা। ঐ সকল গ্রন্থ সকলের জানা-শুনা এবং সকলের নিকট প্রসিদ্ধ, খুব কম সময়ে তা সংগ্রহ করা সম্ভব। সুতরাং এগুলো আপনার জানা জরুরী। যদি আপনি তা জানতে সক্ষম না হন, আর আপনার পূর্বে আপনার কতিপয় ভাই তা জানে এবং আপনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আপনার আর ওযর-আপত্তি চলবেনা। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

তাফহীমাত গ্রন্থে (১ম খন্ড ৩০৯ পৃঃ) বর্ণিত রয়েছে: "তাক্বলীদের বিশ্বাসী ঐ সমস্ত নামধারী কাঠ-ফক্বীহগণের নিকট সহীহ বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে নবীজীর হাদীসসমূহের মধ্য হতে কোন হাদীস পৌঁছালে, পূর্ববর্তী ফক্বীহগণের বৃহত সংখ্যা তা গ্রহণ করলেও কেবল তাক্বলীদের জন্যে তারা ঐ হাদীসের ওপর আমল করেনা। তারা সকলে জ্ঞানহীনতা এবং ভ্রষ্টতার ওপর রয়েছে। অথচ সত্য নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তাঁর কসম খেয়ে বলছি: আল্লাহ নিশ্চয় বরকতময়, মহান, সম্মানিত, অতি ন্যায়-পরায়ণ, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত শরীয়তী বিধান পালনের জন্যে মানব জাতির স্কন্ধে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তিনি পুনরায় মানুষের ওপর অন্ধকার আনয়ন করবেন যার ফলে তারা সত্য ও মিথ্যার

মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হবে না, (অর্থাৎ তারা দ্বীন-কানা হয়ে যাবে) - এটি কখনও হতে পারে না। বরং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা সত্যকে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাতে শয়তান এবং মন্দ ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ কাউকে ধ্বংস না করেন। অতঃপর বিধানসমৃদ্ধ গ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, মানুষের কথার সাথে মিলে একাকার হয়ে যার সন্দেহযুক্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। বরং আল্লাহ কুরআনকে পরিবর্তন করার সব রকম পথ বন্ধ করে তা সুরক্ষিত করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) হুকুম-আহকামের কথা বলেছেন। তাঁর হাদীসসমূহের সুরক্ষণের জন্যে আমানতদার নেতৃস্থানীয় লোকদের নির্ধারণ করেছেন। যারা নবী (সঃ) হতে বর্ণিত সত্য বর্ণনা নির্ণয়ের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আবার কখনো খিয়ানতকারীরা হাদীস বর্ণনায় ধোঁকা দিয়েছে। সুতরাং হে পাঠক ! যে হাদীসসমূহ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত যেমন হাসান, উত্তম, সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা ও গ্রহণ করা আপনার ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি সহীহ হাদীসসমূহকে অমান্য করবে সেই তো জাহেল এবং পথভ্রষ্ট।"

উক্ত (তাফহীমাত) গ্রন্থে (১ম খন্ড ২১১ পৃ:) আরো রয়েছে ঃ "আমি আল্লাহকে সাক্ষি রেখে তাঁর কসম খেয়ে বলছি: আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, আর সকল বিধান তাঁরই দেয়া। তিনিই আরশের উপরে হারাম, হালাল, মাকরুহ, মানদুব এবং ওয়াজিব বিধানসমূহকে নির্ধারণ করেছেন। তারপর ঐ বিধানসমূহকে লোকের মাঝে ঐ ব্যক্তির ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন যাকে তিনি নিজ রিসালত (বার্তা) বহনের জন্যে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে বলবে: এটি ওয়াজিব সেটি হারাম সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করলো।

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾

[النحل: ١١٦]

অর্থঃ "তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যে রকম মিথ্যা বের হয়ে এসে থাকে, সে রকম তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।"

উম্মতের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিই ভুল আর নির্ভুল দুটি গুণের সাথে জড়িত, এর পরও কেউ যদি নবী ছাড়া কোন ব্যক্তির জন্যে এ ধারণা বা বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ নির্দিষ্টভাবে সে ব্যক্তির অনুসরণ তার ওপর ফরয করেছেন, সে ব্যক্তি যা ফরয হিসেবে ঘোষণা দিবে সেটি তার জন্যে ফরয বলে বিবেচিত হবে। তাহলে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা দিচ্ছি যে, সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করল। প্রকৃতপক্ষে সত্য শরীয়ত ঐ ব্যক্তির অনেক যুগ পূর্বেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আলেমগণ তা বুঝে নিয়েছেন। বর্ণনাকারীরা তা আদায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফক্বীহগণ তা দ্বারাই বিধান দিয়েছেন (বিষয়াদির সমাধান দিয়েছেন)। আলেমগণের অনুসরণের ক্ষেত্রে মানুষ এই জন্যেই একমত পোষণ করেছে যে তারা নবী (সঃ)-এর (হাদীস) থেকে শরীয়ত বর্ণনাকারী। হাদীস যদি সহীহ প্রমাণিত হয়, মুহাদ্দেসগণ হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং কতিপয় মানব গোষ্ঠী তার ওপর আমল করে, এরপরও যদি মুকাল্লিদ তার অনুসৃত ইমামের অনুমোদন না থাকার কারণে ঐ হাদীসের ওপর আমল না করে তাহলে এটি গভীর ভ্রষ্টতা।"

উক্ত গ্রন্থে (১ম-খন্ড ১১৩ পৃ:) আরো বর্ণিত রয়েছেঃ "আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে তাঁরই জন্য সাক্ষী দিতেছি যে, (মূলতঃ) শরীয়তের বিধান দুই স্তরের:

প্রথমতঃ মূল ফরয বিধান গ্রহণ করা, অকাট্য হারাম থেকে বিরত থাকা, ইসলামী শা'আইর (ধর্মীয় নিদর্শনাবলী) প্রতিষ্ঠিত করা। আর এই স্তরটি ছোট-বড়, ব্যবসায়ী, ধনী, কৃষক, মুজাহিদ, আমীর, বাদশাহ, সম্মানি-অসম্মানি সকল মানুষের জন্যে নিশ্চিতভাবে অনিবার্য করণীয়। এ স্তরটি সরল সহজ ; এতে কোন রকম কঠোরতা নেই।

দ্বিতীয়ত: সৌন্দর্য ও পূর্ণতার স্তর : যে ব্যক্তি এটি গ্রহণ করবে সে আবিদ ও উত্তম বান্দায় পরিণত হবে। এই স্তরের জন্যে অনেক সুনান,

আদাব এবং পরহেজগারীর কথা নবী (সঃ) হতে, উম্মতের পূর্ববর্তীগণ যেমন সাহাবা, তাবেয়ীন (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে।

উক্ত দুই স্তরের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। এ দু'টির পার্থক্যে অবহেলা করা মূর্খতা এবং ক্ষতিকারক। আলেমগণের অধিকাংশ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে ঐ দু'টির পার্থক্যে অবহেলা করার জন্যে। ব্যবসায়ী, ধনী, দিন-মজুর বা যারা জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকে তারা কেবল শরীয়তের মূল বিধানের ওপর আমল করে। আর অবসরপ্রাপ্ত আবেদ এবং সাধকগণ দ্বিতীয় স্তরটিও গ্রহণ করে থাকে। আবার কতিপয় মানুষ উক্ত দু'স্তরের মাঝামাঝিতে আমল করে। যারা জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, বিশেষ করে দাস-দাসী, কৃষক এবং পেশাজীবী ব্যক্তিকে প্রথম স্তরের চেয়ে অধিক চাপ দেওয়া উচিত নয়, যদি চাপ দেওয়া হয় তাহলে তাদের ওপর বোঝা ভারি হবে; যার ফলে তারা ফরয কাজে অভক্তি প্রকাশ করবে এবং অবশেষে তা বর্জন করে দিবে। সুতরাং হে মানব মন্ডলী, যে ব্যক্তি নিজের বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কারোর অনুসরণের জন্যে কাউকে আহবান করে না, বরং সে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্যে মানুষকে আহবান করে, আপনারা তাঁকে ছেড়ে অন্য কাউকে মানবেন না।"

উক্ত গ্রন্থে (১ম খন্ড ২১৪ পৃ:) আরো বর্ণিত রয়েছে : "অলংকার বিদ্যা (ভাষা তথ্য), নাহ্ও -সারফ, (আরবী গ্রামার) এবং ইউনানী বিদ্যা চর্চা করে এমন অনেক নির্বোধ নিজেদের ওলামা নামে নামকরণ করেছে। যারা কতিপয় শব্দজ্ঞান ছাড়া আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের কিছুই জানেনা। ফক্বীহগণের রচিত উপবিধি এবং ইস্তেহসান (রুপবৃদ্ধিমূলক বিধি)নিয়ে মগ্ন থাকে। নবীজীর কোন হাদীস তাদের নিকট পৌঁছলে তার ওপর আমল করে না; বরং বলে: আমরা অমুকের মাযহাব মুতাবিক আমল করি; হাদীসের উপর নয়। আমাদের ইমাম হাদীস সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি (ইমাম) হাদীস এমনি ত্যাগ করেন নি বরং তার নিকট হাদীস মান্‌সুখ হওয়ার (রহিত হওয়ার) অথবা অগ্রাধিকার না দেয়ার কোন দিক প্রকাশ হয়েছে।

এ সকল কথা-কাজ দ্বীনের কোন অংশ নয় বা অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি আপনারা আপনাদের নবীর উপর ইমান এনে থাকেন, তাহলে তাঁর অনুসরণ করুন। তা আপনাদের ইমামের মাযহাবের বিপরীত হোক অথবা সমর্থিত হোক। মুসলিমের ওপর মূলত: কুরআন-হাদীস মুতাবিক আমল করা ওয়াজিব। তা থেকে গ্রহণ করা যদি সহজ হয় তাহলে উত্তম, আর যদি বুঝতে অক্ষম হয় তাহলে পূর্ববর্তী আলেমগণ হাদীসের আলোকে যা সঠিক এবং সত্য বলে বিবেচনা করেছেন তার দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। গতানুগতিক জ্ঞান মুতাবিক আমল করা যাবে না। তাকে (গতানুগতিককে) গতানুগতিক হিসেবে গণ্য করতে হবে, মূল বিবেচনা করা যাবে না।

উক্ত গ্রন্থে (২য় খন্ড ১৩৪ পৃ:) আরও রয়েছে : যে কোন মাস'আলায় কোন ইমামের মুকাল্লিদের নিকট তার ইমামের কথার বিপরীত যদি রাসূলের হাদীস পৌঁছায় তাহলে হাদীস বর্জন করে অন্য কারো কথা গ্রহণ করার কোন বাহানাই নেই। আর এটি কোন মুসলিমের বৈশিষ্টও নয়। যদি ঐরূপ করে তাহলে তার মুনাফিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা দুর্বল ঈমানের অনেক মানুষকে দেখেছি, তার মধ্যে আলেমগণ এবং সৎ ব্যক্তিও রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত সৎ ব্যক্তিদেরকে রব বানায়, তাদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করে। যেমনভাবে এ কাজ ইয়াহুদ ও নাসারারা করে থাকে। তাদের মধ্যে আবার কাউকে বাক্যের আসল অর্থ পরিবর্তন করতে দেখেছি। এই অপব্যাখ্যার ব্যাধি সকল ফিরকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সূফীরা এমন মিথ্যার প্রচার করেছে যার কোন সম্পর্ক কুরআন-হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফক্বীহরা কত না নতুন জিনিসের আবির্ভাব ঘটিয়েছে তা কোথা হতে সংগ্রহ করেছে তার কোন হাদীস পাওয়া যায় না। ফলে সাধারণ মানুষ তাগুতের ইবাদত করতে আরম্ভ করে। সৎ ব্যক্তিদের কবরসমূহকে মসজিদ এবং মেলায় পরিণত করে। এ ছাড়া আরোও অনেক পথভ্রষ্টতার কাজ রয়েছে যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সকল কর্ম হতে রক্ষা করুন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম "ই'লামুল মুআক্কেয়ীন" গ্রন্থে (৩য় খন্ড ৪৭৬ পৃঃ) বলেন: প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা কি সাধারণ মূর্খ মানুষের জন্যে ওয়াজিব? অকাট্য, সঠিক এবং সহীহ উত্তর হলো : না, ওয়াজিব নয়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ওয়াজিবকৃত বিষয় ছাড়া কোন কিছু ওয়াজিব নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কোন মানুষের মাযহাবে মাযহাবধারী হওয়া কারো ওপর ওয়াজিব করেননি। উত্তম যুগের মানুষেরা মাযহাবের এই নিসবত (অন্তর্ভুক্তি) থেকে মুক্ত ছিলেন। মূর্খ মানুষের জন্যে মাযহাব ঠিক নয় যদিও সে কোন মাযহাবে মাযহাবধারী হয়ে থাকে। অতএব মূর্খ মানুষের মাযহাব নেই যদি সে দাবী করে আমি শাফেয়ী অথবা হাম্বলী অথবা হানাফী অথবা মালেকী ইত্যাদি তবুও তার এই দাবীর কোন মূল্য হবে না। যেমন কেউ যদি দাবী করে বলে : আমি ফক্বীহ অথবা নাহ্বী (আরবী ব্যাকরণের পন্ডিত) অথবা লেখক, তাহলে তার এই দাবীর কোন মূল্য হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি কেবল মুখে দাবী করে আমি শাফেয়ী, মালেকী, হানাফী আর ধারণা করে আমি ঐ ইমামের অনুসারী, তার পথের পথিক তাহলে তার দাবী ঠিক ততক্ষণ সত্য প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ না সে সেই ইমামের মাযহাব বা পথের দলীল-প্রমাণ জেনে পথ চলবে। সে যদি তার ইমামের চরিত্র, ইলম ও পথ সম্পর্কে কোন জ্ঞান না রাখে তাহলে সেই ইমামের মাযহাবের সাথে নিজেকে জড়ানো কি করে শুদ্ধ হতে পারে? বরং তার ঐ দাবী অর্থহীন। মূর্খ মানুষের জন্যে মাযহাব শুদ্ধ হওয়ার কোন ধারণাই করা যায় না; যদি করা হয় তাহলে তার জন্যে বা অন্য কারোর জন্যে 'প্রযোজ্য হবে না। এমনকি কোন মানুষের মাযহাবে কাউকে এ মর্মে মাযহাবধারী হতে বাধ্য করা হয়নি যে সে তার ইমামের সমস্ত কথাকে গ্রহণ করবে আর অন্যের সকল কথাকে বর্জন করবে। মুসলিম জাতির মাঝে এই নিকৃষ্ট বিদ'আত ছড়িয়ে পড়েছে যার আদেশ কোন উচ্চ পদস্থ এবং অধিক সম্মানিত ইমাম দেন নি। তারা তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন; তারা কি করে মানুষকে বলতে পারেন যে মাযহাব মানা জরুরী ? যে ব্যক্তি বলে : আলেমগণের মধ্য হতে কোন আলেমের মাযহাব অথবা চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোন একটি মাযহাব

মানা জরুরী , তার এই উক্তি হতে আলেমগণ বহু দূরে। অর্থাৎ আলেমগণ তার উক্তিকে সমর্থন করেন না)।"

ইয়া আল্লাহ, কি আশ্চর্যের বিষয় রাসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণের মাযহাব, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের মাযহাব, তথা সমগ্র মুসলিম ফক্বীহ ও ইমামগণের মাযহাব মৃত্যুবরণ করল আর কেবল চার জনের চার মাযহাব জীবিত থাকলো? কোন ইমাম কি তথাকথিত মাযহাব মানার কথা বলেছেন, অথবা সেদিকে (মানুষকে) আহবান করেছেন অথবা তাঁর কথার কোন একটি শব্দ মাযহাবকে স্বীকার করা বুঝাচ্ছে? সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে'তাবেয়ীনদের ওপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা ফরয করেছেন পরবর্তীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত তাই ফরয করেছেন। ওয়াজিব কাজ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয় না ; যদিও পদ্ধতি পরিবর্তন হয় অথবা স্থান-কাল, অবস্থার অপারগতা এবং শক্তির পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে।

কোন নির্দিষ্ট মাযহাব মানা বাতিল হওয়ার দলীল হচ্ছে যে , মাযহাবী ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র রাসূলের বাণী অথবা তাঁর চার খলীফার কথা তার ইমাম ব্যতীত অন্যের কাছে দেখতে পায় তখন সে রাসূলের বাণী , সাহাবাগণের কথাকে ত্যাগ করে এবং অনুসৃত ইমামের কথাকে রাসূলের কথা এবং সাহাবাগণের কথার ওপর অগ্রাধিকার দেয়। অথচ তার কর্তব্য ছিল যে কোন আলেমের নিকট ফাত্ওয়া তলব করা; সে চার ইমামের অনুসারী হোক অথবা অন্য ইমামের অনুসারী হোক। ইজমা অর্থাৎ উম্মতের আলেমগণের ঐক্যবদ্ধ মতানুযায়ী চার ইমামের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট ইমামের মাযহাবে বন্দী হওয়া কোন মুফতী অথবা ফাত্ওয়া তলবকারীর ওপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোন আলেমের তার স্বদেশীয় হাদীস অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট দেশের (প্রচলিত) হাদীসের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব নয় । বরং হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব ; যদিও সেটি হিজাজ (মক্কা-মদিনার), ইরাক, শাম, মিশর এবং ইয়ামান যে কোন দেশের হাদীস হয়। অনুরূপভাবে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ মতানুসারে প্রসিদ্ধ সাত ক্বারীর মধ্যে এক ক্বারীর

ক্বিরাতের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা কোন মানুষের ওপর ওয়াজিব নয় [১]। বরং ক্বিরাত যখন রাসূমে উসমানীর (খলীফা উসমান (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের) মুতাবেক হবে, তার বর্ণনা সূত্র, আরবী ভাষার ব্যাকরণ সহীহ হবে, তখন সেই ক্বিরাত দ্বারা নামায, তিলাওয়াত সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ হবে। এটি ছিল আবুল বরকত ইবনে তাইমীয়াহর ইখতিয়ার। তবে নিজ মতলব হাসেলের উদ্দেশ্যে সকল মাযহাবের কেবল সরল বিধানগুলো অনুসন্ধান করা বৈধ নয়। বরং যথাসাধ্য সত্যের সন্ধান করা ওয়াজিব। আর এটি হচ্ছে ন্যায্য পথ।

(১) কিতাবের মুহাক্বিক বলেন : কুরআনের ক্বিরাতসমূহ এবং মাযহাবসমূহের মধ্যে বৃহত বুনিয়াদী পার্থক্য রয়েছে। কেননা কুরআনের ক্বিরাতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে, এটি আমরা অকাট্যভাবে বিশ্বাস করি, সুতরাং ঐ ক্বিরাতসমূহের মধ্যে যে কোন একটি আঁকড়ে ধরা বৈধ। কিন্তু মাযহাবের ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ এটির কোন অংশ শরীয়তী বাণীর ওপর নির্ভরশীল আবার কোন অংশ ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। এই জন্য মাযহাব গ্রহণ করা আমাদের ওয়াজিব নয় এবং আঁকড়ে ধরা বৈধ নয়। কেননা মাযহাব গ্রহণ বিদআত।

পরিশিষ্ট

বিশ্বের কোণায় কোণায় এই মাযহাবসমূহের বিকাশের যেসব কারণ সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি তার কিঞ্চিত অংশ এখানে উল্লেখ করব, যা বিবেকবান অথবা কর্ণপাতকারী মানুষের জন্যে উপদেশ হবে।

এইতো ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। আহমাদ আল মুক্বরী নিজ গ্রন্থ "নাফহুত্তীব মিন গুসনিল্ আন্দালুসির্ রাতীব" (৩য় খন্ড, ১৫৮পৃ:) বলেছেন : মরক্কোবাসীদের ইমাম মালেকের মাযহাবে মাযহাবধারী হওয়ার কারণ হলো যে মরক্কো এবং আন্দালুসের জনগণ অনেক পূর্ব হতে ইমাম আওযায়ীর মাযহাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তেমনি শাম দেশ জয় হওয়ার প্রথম পর্বে সে দেশের মানুষ ইমাম আওযায়ীর মাযহাবের অনুসারী ছিল। অত:পর আন্দালুসের (স্পেনের) উমাইয়া খেলাফতের তৃতীয় গভর্নর হাকাম বিন হিশাম বিন আব্দুর রহমান আদ্দাখিল এর শাসনামলে সেখানে মদীনাবাসীর মতামত ও মালেক বিন আনাসের ফাত্ওয়া প্রচলিত হয়। এটি ঘটেছিল হাকামের আদেশে তার দৃষ্টি অনুযায়ী রাজনীতির কল্যাণ সাধন করার উদ্দেশ্যে-

(ইতিহাস বিজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে) এর আসল কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামাগণ বলেন: আন্দালুসের আলেমগণ মদীনা সফর করেন, তারপর তাঁরা যখন দেশে ফিরেন তখন ইমাম মালেকের প্রশংসা করেন। জ্ঞানের ভান্ডার, মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তারা তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর মাযহাবকেও গ্রহণ করেন। আবার কেউ বলেছে: ইমাম মালেক কতিপয় স্পেনবাসীকে সে দেশের বাদ্শাহর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তারা বাদ্শাহর চরিত্র ইমাম মালেকের সামনে বর্ণনা করে। ইমাম মালেক তার চরিত্রে মুগ্ধ হন। যেহেতু তৎকালীন বানী আব্বাসদের চরিত্র সন্তোষজনক ছিল না সেহেতু ইমাম মালেক তাদেরকে বলেন: আল্লাহ যেন তোমাদের নেতা দ্বারা আমাদের পবিত্র স্থানকে সুন্দরময় করেন, এটি আমার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা। তারপর এ ব্যাপারটি তথা ইমাম মালেকের গুণা-গুণ, দ্বীনদারীর খবর বাদ্শাহর নিকট পৌঁছায়, তারপর তিনি সে দেশের মানুষকে তার মাযহাব গ্রহণ করতে এবং ইমাম আওযায়ীর মাযহাব ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তারপর ইবনে কাসেম যা গ্রহণ করেছেন কেবল তাই বিধান এবং আমলযোগ্য বলে মরক্কোর বাদশাহগণ একমত পোষণ করেন। মোট কথা মাযহাবের বিষয়টি বাদশাগণের হাতের খেলনা ও তাদের রাজনীতির বিষয়ে পরিণত হয়। অতএব হে পাঠক চিন্তা করুন।

আল-মা'সূমী বলেন : বিভিন্ন পথ ও মাযহাবসমূহ সৃষ্টি হওয়ার আসল কারণ জানার ইচ্ছা হলে হে পাঠক "মুকাদ্দামাতে ইব্নে খাল্দুন" (ইতিহাস) পাঠ করা আপনার একান্ত কর্তব্য। বর্ণনার জগতে এটা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম সাওয়াব দান করুন। তিনি আমাদিগকে অবহিত করেছেন যে, মাযহাবসমূহের সৃষ্টি ও তার প্রচার-প্রসারের কারণ হচ্ছে সন্ত্রাসী রাজনীতি এবং প্রশাসনে স্বার্থবাদী অনারব (বৈদেশিক) দের আগ্রাসন। অতএব হে পাঠক (এ বিষয়ে সতর্ক) হয়ে যান।

ইব্নুল কাইয়্যেম "ইগাসাতুল্ লাহ্ফান মিন্ মাসায়েদিশ্ শায়তান" গ্রন্থে (১ম খন্ড, ১২৫ পৃ:) বলেন: মুকাল্লিদগণের নির্দিষ্ট মাযহাব, তাদের আবিষ্কৃত মনগড়া পথ, নির্দিষ্ট শায়েখের অনুসরণ, নির্দিষ্ট বেশ-পোশাক ও চাল-চালনের ধরনকে আঁকড়ে ধরার পেছনে শয়তানের চক্রান্ত রয়েছে। তারা ঐ সকল বিষয়কে ইস্লামের ফরয কাজ বিবেচনা করে তা আঁকড়ে ধরতে নিজেদেরকে বাধ্য করে। এগুলো সব শয়তানের চক্রান্ত। এ বিষয়গুলি তারা ত্যাগ করে না বরং যে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করে তারা তার সমালোচনা করে এবং তাকে ঘৃণা করে। যেমন অধিকাংশ নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ বিশ্বাসীগণ, বিভিন্ন (বিদ'আতি) পথের পথিক; যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুফী মতবাদের অনুসারীগণ যথা: নাক্শ বন্দী, ক্বাদেরী, সাহ্রা-ওয়ার্দী, শাযলী এবং তীজানী ইত্যাদি। সুতরাং তারা যে গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা থেকে সাবধান। ঐ মানুষেরা শরীয়ত এবং সত্য পথ ব্যতিরেকে কেবল প্রচলিত নিয়মের সুরক্ষণে নিমজ্জিত রয়েছে এবং বিদ'আতি নিয়মাবলীর সাথে একমত হয়ে গেছে। জ্ঞানী ফকীহ এবং সত্য সন্ধানীদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর চরিত্র, পথ নির্দেশনাকে গভীরভাবে অনুধাবন করবে সে প্রত্যক্ষ করবে যে নবীজীর নির্দেশিত পথের সাথে মুকাল্লিদগণের নির্দেশিত পথের কোন মিল নেই। নবীজীর নির্দেশিত পথ কৃত্রিমতা এবং

ঐ সংকীর্ণতা হতে মুক্ত যা তাঁর রব তাঁকে আদেশ করেন নি। অতএব নবী (সঃ)-এর নির্দেশিত পথ এবং মুকাল্লিদগণের চাল-চালনের মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য।

আল মা'সূমী আরো বলেন: মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী, ইসলাম বিরোধী, বিভিন্ন মাযহাবের আবির্ভাব সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান তাহলে বিশেষ করে "ইগাসা তুল্ লাহ্ফান মিন মাসায়েদিশ্ শায়তান" গ্রন্থের শেষাংশ পাঠ করা আপনার কর্তব্য। ঐ অংশে ইবনে সীনা, নাযীর আততুসী, ওবাইদীয়্যীন, ফাতেমেয়্যীন প্রভৃতিদের চক্রান্ত সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

মোটকথা ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদেরকে বিভিন্ন পথ ও মাযহাবে বিভক্ত করে ইসলামকে পরিবর্তন ও বিকৃত করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং হে পাঠক ভেবে দেখুন।

ইমাম সাহাবুদ্দীন আব্দুর রহ্মান, আবুশামা নামে পরিচিত, (মৃত হি: ৬৬৫সন) তার গ্রন্থ "আল-মুআম্মাল লিররাদ্দে ইলাল্ আম্‌রিল আওয়াল্" (১ম খন্ড ১০ পৃ:) বলেছেন: মানুষ কুরআনের বিদ্যায় কেবল তার সূরা মুখস্ত এবং কতিপয় ক্বিরাতের (নিয়ম-কানুন) বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করেছে। কুরআনের তাফসীর শিক্ষা, তার অর্থ এবং বিধান নির্গত করা থেকে গাফিল হয়েছে। আর হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষেরা অধিকাংশই তাদের চেয়ে অধিক মূর্খ পন্ডিতের নিকট কতিপয় হাদীসের কিতাব শ্রবণ করাকে যথেষ্ট মনে করেছে। তাদের কেউ কেউ আবার মানুষের আবর্জনাময় বিবেক এবং চিন্তা ধারায় সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের মাযহাবের বর্ণনায় মগ্ন হয়েছে।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মাযহাবের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে বলেনঃ মাযহাবের অর্থ " দ্বীনুন মুবাদ্দাল" অর্থাৎ পরিবর্তিত দ্বীন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]

অর্থঃ ...এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা তাদের দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে"। (প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত)। (রুম-৩১-৩২)

এর পরেও তাদের ধারণা তারা আলেমগণের শিরোমণি, অথচ তারা আল্লাহ এবং দ্বীনের ওলামাদের নিকট মূর্খের চেয়ে মূর্খ।

উক্ত গ্রন্থে (১ম খন্ড, ১৫পৃ.)আরো বর্ণিত রয়েছে "যে চার মাযহাব মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়, অন্য মাযহাব বিবর্জিত হয়। যার ফলে কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতিরেকে ওলামাদের অন্ধবিশ্বাসীদের তাক্বলীদ হারাম হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যের তাক্বলীদে লিপ্ত হয়। বরং তাদের ইমামগণের কথা তাদের নিকট কুরআন হাদীসের স্থান অধিকার করে। যার অর্থ আল্লাহর ভাষায় এ রূপঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ [التوبة: ٣١]

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত তারা তাদের পন্ডিত, সংসার বিরাগীদিগকে (এবং মরিয়মের পুত্র ইসাকে) রব বানিয়ে নিয়েছে[১]। [তাওবা ৩১.]

---

(১) ঐ সকল গোঁড়া শায়েখগণ ধারণা করে যে, যে সমস্ত হাদীস তাদের ইমাম গ্রহণ করেনি সে সমস্ত হাদীস মানসূখ, অর্থাৎ রহিত হাদীস। এর উপর ভিত্তি করে তারা অন্য মাযহাবের ইমামগণকে অবজ্ঞা করে। তাদেরকে হাদীসের ওপর আমল করার জন্যে মূর্খ বলে আখ্যায়িত করে। ঐ সকল গোঁড়া মৌলবীরা তাদের ইমাম সম্পর্কে নিষ্পাপ বলে ধারণা পোষণ করে এবং নবী (সঃ) এর সকল হাদীস তাদের জানা ছিল বলে মনে করে। যদিও এ কথা তাদের ইমাম বলে নি। ওল-ইয়াযু বিল্লাহ।

জেনে রাখা প্রয়োজন ঐ চার ইমামের মৃত্যুর পর হাদীস সংকলিত হয়েছে। এই জন্যে ওয়াজিব, হারাম, কারাহা, নদব, ইবাহা প্রভৃতি একই বিধানে তাদের (ইমামদের) ফয়সালা এমন বিভিন্নমুখী হয়েছে যে তা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বলে ধারণা করা যায় না। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]

অর্থ : এই কুরআন যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে আসত তাহলে তোমরা তাতে অনেক ইখতিলাফ প্রত্যক্ষ করতে।

শা'রানী, অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : চার ইমাম যদি নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে হাদীস সংকলিত হওয়ার পর এই যুগে আসতেন তাহলে তাঁরা তাঁদের অনেক মত বা রায় হতে প্রত্যাবর্তন করতেন। তাঁদের অনেক হাদীস অজানা ছিল তা বুঝতে ও জানতে পারতেন। এই জন্যে ইমামগণ হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করা এবং তাদের কথা হাদীস বিরোধী হলে তা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারার কথা স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন।

আবু আব্দুল কারীম আবু আব্দুর রাহমান মুহাম্মদ সুলতান আল মা'সূমী এই পুস্তকের প্রণেতা বলেন : জাপানের পূর্ব সীমান্ত হতে চার মাযহাবের তাক্বলীদ সংক্রান্ত যে প্রশ্ন আমার নিকট এসেছিল এবং যার উত্তর দেয়ার সংকল্প আমি করেছিলাম এখানে তার সমাপ্তি ঘটল। এই পরিমাণ আলোচনা যথেষ্ট মনে করলাম। কেননা পানির এক বিন্দু বিশাল সমুদ্রের অংশ। সমগ্র দেশের সকল বান্দাকে এই পুস্তিকা হতে উপকৃত করার দায়িত্ব আল্লাহর। আমার এই শ্রম যেন একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে হয় এবং জান্নাতে নায়ীম লাভ করার কারণ হয়।

১৩৫৮ হি: সনে ১৫'ই মুহার্‌রাম আল্লাহর দেওয়া শান্তির দেশে মক্কায় মসজিদুল হারামের সন্নিকটে বুখারীয়া নামক গলিতে আমার ঘরে এই পুস্তিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়।

আমার শেষ দু'আ: সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতে আম্মা ইয়াসেফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

-- আল- মা'সূমী।

শেষ পর্ব

হে আমার নিষ্ঠাবান ও চিন্তাবিদ মুসলিম ভাইগণ, নি:সন্দেহে শায়েখ আল- মা'সূমীর (রহ:) পুস্তিকা পাঠে আপনি প্রভাবিত হয়েছেন। তাতে যে সত্য কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা বিশ্বাস করেছেন। যা হতে অনেক মানুষ বেখবর রয়েছে অথবা সেটিকে অবহেলা করেছে। আল্লাহ কর্তৃক মুসলিমদেরকে লজ্জিত করা, তাদের ওপর নিজ সাহায্য বন্ধ করার কারণও নিশ্চয় জানতে পেরেছেন। অথচ আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]

অর্থ : মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। [রুম ৭৪]

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]

অর্থ : ইজ্জত-সম্মান আল্লাহর জন্যে, রাসূলের জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে। [মুনাফিকুন]

﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]

অর্থ: তোমরা সবার উপরে যদি মু'মিন হও। [আল ইমরান]

আজ সেই সাহায্য কোথায়? সেই ইজ্জত-সম্মান কোথায়? সেই উচ্চতা কোথায়? মুসলমানেরা প্রায় এক হাজার বছর থেকে চরম দূরবস্থায়; যখন থেকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে মাযহাবের গোঁড়ামী, বিকৃত সূফীবাদ, ভ্রষ্টকারী তরিকত, দ্বীন হতে খারিজকারী ফালসাফা, ইল্‌মে কালাম -যার মূলসূত্র হলো ইউনান (প্রাচীন ইউরোপীয় ফিলসফী এবং তর্কবিদ্যার সমাহার যার সাথে ইসলামী মৌলিক বিশ্বাসসমূহের মিল দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে।) গোমরাহকারীরা ইল্‌মে তাওহীদের নামে এটিকে নামকরণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটির সাথে কেবল নাম ছাড়া ইল্‌মে তাওহীদের কোন সম্পর্ক নেই। ওলামায়ে সালাফ, চার ইমাম

(রহঃ) ইল্মে কালাম শিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। এই বিদ্যা ও তার অনুসরণকারীকে ঘৃণা করেছেন। (সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের সেই জয়, মান-সম্মান কোথায়?)

এইভাবে আল্লাহ ঐ গোঁড়া, আসমানী বিধান ত্যাগকারীদের ওপরে খৃষ্টানী, তাতারী ও ঔপেনিবেশিক আগ্রাসন এবং আমাদের জাতি ভাই যারা তাদের ভক্ত তাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আর তারা তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) নিকৃষ্টভাবে কষ্ট দিচ্ছে, যবাই করছে, হত্যা করছে এবং দাসে পরিণত করছে। এইভাবে আপনারা আল্লাহর কঠিন পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। আল্লাহ কারোর ওপর যুলুম করেন নি। বরং আপনারা নিজেদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছেন। ত্রুটিমুক্ত নয় এমন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি তার রবের কিতাব, নবী (স:) এর সুন্নাত বর্জন করে তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে ? অথচ তারাই (অনুসৃত ইমামরা) তাক্বলীদকে ঘৃণা করেছেন। তাদের অন্ধবিশ্বাস করা হতে সকলকে নিষেধ করে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক হাদীস অজানা রয়ে গিয়েছে কেননা ওলামায়ে মুহাদ্দেসীন যারা মুসলিম বিশ্ব ভ্রমন করে কঠোর পরিশ্রম, ইখলাস এবং আমানতদারীর সাথে আমাদের পরে হাদীস সংকলন করেন, যাতে মুসলিম জাতিকে এক মাযহাবের ওপর একত্রিত করা সহজ হয়, আর সেটি হলো নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাযহাব বা পথ। একই সময়ে একই বিধানে হালাল-হারামের দ্বন্দ্বমুখর মাযহাবী রায়ের পথ নয়। যাকে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত মনে করা দূরের কথা; কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এটিকে বিধান হিসেবে ধারণাই করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]

অর্থ : "(এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে) এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ হতে হত, তাহলে এতে অবশ্যই অনেক ইখতেলাফ দেখতে পেত"। [নিসা ৮২]

আল্লাহ সুব্হানাহু একাধিক আয়াতে মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর অধিকাংশ-গোঁড়া-মাযহাবধারীরা নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে ও মতভেদের প্রশংসায় মিথ্যা হাদীস রচনা করতে আরম্ভ করে। যেমন ঃ

" اختلاف أمتي رحمة "

এ হাদীসটি মিথ্যা রচিত হাদীস। অর্থ : "আমার উম্মতের মতভেদ রহমত"। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে উম্মতের ঐক্যমত অশুভ। ঐ হাদীস রচনাকারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ। জমহুর ওলামায়ে মুহাদ্দেসীন বলেনঃ এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

গোঁড়া মাযহাবধারীদের আরো আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে তারা মতভেদের প্রশংসায় এই বলে দলীল পেশ করে যে কিছু সংখ্যক সাহাবা (রা:) আপসে কোন কোন বিষয়ে মত বিরোধ করতেন।

একথার উত্তর: সাহাবাদের মত-পার্থক্য সত্য কিন্তু তাঁরা মতভেদের ওপর গোঁড়ামী করে স্থায়ী থাকতেন না। বরং তারা এক অপরের মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিতর্কিত বিষয় হতে মুক্তি লাভ করে এক সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাতেন।

বিখ্যাত সাহাবী ইবনে মাসউদ বলেন : "الاختلاف شر"

"আল ইখতিলাফ শারুরুন" অর্থাৎ ইখতিলাফ হচ্ছে ঘৃণিত।

কিছু সংখ্যক সাহাবার কতিপয় মাসআলায় মত পার্থক্য করায় এবং এ অবস্থায় বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় খলিফা উমার (রা:) ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাদেরকে ধমক দিয়েছিলেন। এই রাগ এবং ধমক ছিল মুসলিমদের মতভেদ ও তার মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্যে।

মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করার মূল কারণ এই মাযহাবসমূহ। এই মাযহাবসমূহের কারণে ইস্লামের বিধানসমূহকে দ্বন্দ্ব মুখর, অস্থিতিশীল বিবেচনা করে আমাদের অনেক যুবক ইস্লাম থেকে বিমুখ হয়েছে। তাছাড়া অনুভূতি চাঙ্গা করার মত দ্বীনি আবেগ, যা শরীয়তের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে হৃদয়কে তার প্রতি অনুপ্রাণিত করবে, তা নিয়ে চিন্তা করবে, এবং

গভীর ভালোবাসা নিয়ে সে শরীয়তের প্রতি অগ্রসর হবে- এমন বিষয়াদি থেকে এসব মাযহাব অনেক দূরে। এ কারণে মুসলিম যুবকরা বিকৃত সূফীবাদীদের কোলে লালিত-পালিত হতে আরম্ভ করেছে। পশ্চিমাদের ইস্‌লাম গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকার কারণও এই মাযহাব।

কারো অজানা নেই যে, এই মাযহাবের কারণে মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। যার ফলে আপসে খুনা-খুনী আরম্ভ হয়; তাদের শক্তি বিনষ্ট হয় এবং শত্রুরা তাদের ওপর জয়ী হয়। "মু'জামুল বুলদান" গ্রন্থে 'ইয়াকুতী' উল্লেখ করেছেন যে, অনেক শহর মাযহাবীদের আপসের শত্রুতা এবং হত্যাকান্ডের ফলে ধ্বংস হয়। যার কারণে অনেক মসজিদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ চার মেহরাব ও চার ইমাম নিয়োগ করতে বাধ্য হন। পূর্ববর্তী ইমামগণ ও তাদের অনুসারীদের এই প্রচলিত মাযহাব এবং তার অনুসারীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শিক্ষিত সমাজের জনমত সমীপে আলোকপাতের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাটি এই জন্যে তুলে ধরছি যাতে তারা গুরুত্ব সহকারে এটি পাঠ করেন, গুরুত্বসহকারে কুরআন-হাদীসের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে এবং "তুলনামূলক ইসলামী ফিক্‌হ কমপ্লেক্স" গড়ে তোলেন। যাতে কেবল চার মাযহাব নয় বরং সকল মাযহাবের মুহাদ্দিস এবং ফকীহ উলামাগণ শামিল থাকবে, যেখানে সবার মতামত তুলনা করে কুরআন-হাদীসসম্মত বিষয়াদি গ্রহণ করা হবে আর কুরআন-হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো বিনা দ্বিধায় বর্জন করবে। এইভাবে এই কমপ্লেক্স একটি সুন্দর সরল ফিক্বহ বাহির করবে, যা হবে নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাযহাব, সে মাযহাব অনুযায়ী সকল মুসলিম আমল করবে এবং সে পথ তাদেরকে বিছিন্ন হওয়ার পর একত্রিত করে নিবে, শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হবে। (আর সেই দিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে।) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٤،٥]

অর্থ : সে দিন মুমিনগণ আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে।

দু:খের বিষয় যা ব্যথিত অন্তরে উদিত হচ্ছে : আমরা যখন এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণ করি তখন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত কলেজের জনৈক অধ্যাপক তার প্রতিবন্ধক হন এবং প্রতিবাদে "আল-লা-মাযহাবীয়্যাতু খাতারুন, বিদ্‌আতুন তুহাদ্দিদুশ্‌ শারীয়াতুল ইস্‌লামিয়াহ" নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তিকায় তাবেয়ীন এবং সাহাবাগণকে বাক-তীরের মাধ্যমে আঘাত করা হয়েছে। অথচ তারা স্বর্ণ যুগের মানুষ ছিলেন। আঘাত করার কারণ যে তারা মাযহাবধারী ছিলেন না। তাঁদের যুগের পর লাফতে আব্বাসিয়ার যুগে মাযহাবসমূহের সৃষ্টি হয়।

এই অধ্যাপক নিজ পুস্তিকায় লেখেছেন যে মুসলিম দু'ভাগে বিভক্ত : মুজতাহিদ (বিজ্ঞ আলেম) ও মুকাল্লিদ। তার ধারণা এ কথায় সকল মানুষ একমত। তাক্বলীদের সংজ্ঞা তিনি এভাবে দিয়েছেন যে: কোন মানুষের কথা সত্যায়িত না করে তার অনুসরণ করা। (অধ্যাপকের উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫২)

যদি তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনি মুকাল্লিদ না মুজতাহিদ? তিনি নিশ্চয় উত্তরে বলবেন: আমি মুকাল্লিদ। অথচ তিনি কলেজের একজন অধ্যাপক, একথা যেমন এর পূর্বে উল্লেখ করেছি-বহু সংখ্যক পুস্তকের প্রণেতা এবং ড: উপাধি প্রাপ্ত। তিনি সাধারণ অন্ধবিশ্বাসীদের মধ্যে পরিগণিত হবেন এটি কোন বিবেক সমর্থন করবে? দ্বীন-ইসলামে কি এই ধারণা করা যায় যে তার মত শিক্ষা লাভের পরও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই মুকাল্লিদের মত পিছনে থাকবে যে কুরআন সুন্নার দলীল ছাড়াই শরীয়তের বিধি-বিধান গ্রহণ করবে।

আমরা সালাফী হিসেবে মনে করি, অনুরূপভাবে আমাদের পূর্ববর্তীরাও মনে করেন, যেমন ইমাম ইবনে আব্দুলবার তার "জামেউল ইল্‌ম ও ফাযলিহ্‌ " গ্রন্থে লিখেছেন : .. .. (মুসলিমদের উক্ত প্রকার ব্যতীত) তৃতীয় আরেকটি প্রকার রয়েছে, সেটি হচ্ছে ইত্তেবা' বা অনুসরণ। এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন প্রবীন আলেমগণ, যারা হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে গ্রহণ করেন, তাদের মাযহাব হাদীসের বিপরীত হলে বিনা দ্বিধায় মাযহাবকে বর্জন করেন। আর এটি করেন আল্লাহ ও তার রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং ইমামগণের উপদেশ বাস্তবায়ন করার জন্যে। একথা যেমন আমরা এই পুস্তিকায় প্রত্যক্ষ করেছি।

অধ্যাপক তাঁর পুস্তিকায় আরো উল্লেখ করে বলেন : গায়ের মুকাল্লিদ (অন্ধবিশ্বাসী ব্যতীত) যখন কোন মাসআলা বুঝা ও সেটিকে কুরআন-হাদীসের দলীলের আলোকে এবং উসূলূল্ ইজতিহাদের (মাসআলা নির্গত করার নীতিমালার) আলোকে যাচাই করবে, তখন তার ওপর হাদীস গ্রহণ করা জরুরী। তার ইমামের মাযহাব ত্যাগ করা ওয়াজিব এবং তাক্বলীদ হারাম। (পৃ:১৭)

তিনি যে শর্ত আরোপ করেছেন তার কিছু অংশ সত্য হলেও এটি অল্প সংখ্যক যোগ্য ওলামায়ে হাদীস ব্যতীত প্রযোজ্য হবে না। এইভাবে হাদীসের ওপর আমল করার যে অপরিহার্যতা তা বিনষ্ট হবে। অথচ ইমামগণ আমাদেরকে কোন কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ করতে হবে, এই শর্ত ছাড়াই হাদীসের ওপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করেছেন এই ভয়ে- যাতে আমরা শরীয়তের জ্ঞান হতে বঞ্চিত না হই। অধ্যাপক দৃঢ়তার সাথে যা বলেছেন বিষয় যদি তাই হয়, তাহলে মুজতাহিদ নয় এমন আলেমদের হাদীস পড়া বেকার হবে।

আল্লাহ আমাদের এই দ্বীনে কোন রকম জটিলতা রাখেন নি। সুতরাং আমরা এই সমস্যার সমাধানের জন্যে এ কথা বলব যে মুত্তাবেয়ীনরা (অনুসারীগণ) তাক্বলীদ না করে ঐ সকল হাদীসের ওপর সরাসরি আমল করবে যে সকল হাদীসকে একজন মুহাদ্দিস অথবা একাধিক মুহাদ্দিস সহীহ কিংবা মানসূখ (রহিত) নয় বলেছেন।

এই অনুসারীগণ সেই অন্ধ অনুকরণ থেকে পরিত্রাণ পাবে পবিত্র কুরআন যাকে ঘৃণা করেছে এবং মাযহাবসমূহের ইমামগণ যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করে দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: "ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সাওরী, এবং আমার তাক্বলীদ করবেন না। আপনারা ঐ স্থান হতে দলীল সংগ্রহ করুন যে স্থান হতে তারা দলীল গ্রহণ করেছেন"।[১]

১." ঈকাযুল হিমাম পৃ:১১৩", "আল ফুলানী", ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন" ইবনুল কাইয়িম - ৩য় খণ্ড, পৃ.২২।

তিনি আরো বলেনঃ আমার রায়, আওযায়ী, মালেক ও আবু হানীফার রায়, সেগুলো তো রায়ই। সকল রায় আমার নিকট সমান। তবে দলীল হিসাবে সংগৃহীত হবে বর্ণনা বা হাদীসের ভিত্তিতে।[২]

তিনি আরো বলেনঃ " রাসূল (স:) এর হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী ধ্বংসের মুখে রয়েছে"।[৩]

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় উক্ত অধ্যাপক হাদীসের ওপর আমল করার যে শর্ত আরোপ করেছেন তা অধিকাংশ জ্ঞানী, ওলামা এবং ছাত্রের নিকট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আর তিনি এই অভিনব রায়ের প্রতি আহবান করতে শুরু করেছেন।

"বর্তমান যুগে মুসলিমদের নামায, রোযা, যাকাতের বিধান তথা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন সংক্রান্ত যে বিষয় সামনে আসবে তার হুকুম জানার জন্যে তাদের সামনে একটি সরল পথ রয়েছে। সেটি হলো চার মাযহাবের মধ্যে কোন এক মাযহাবের শরীয়ত সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিধান সম্বলিত পুস্তিকা পাঠ করা। মুজতাহিদ না হওয়ার কারণে তাকে দ্বীনী বিধানের দলীলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার আর প্রশ্নই আসেনা। সাহাবা ও প্রবীন তাবেয়ীগণের নিকট যারা ফাতওয়া তলব করত তাদেরও অনেকে এই পথ অবলম্বন করত।" (৭৪ পৃ:)

অধ্যাপকের এই উপদেশ: 'গায়ের মুজতাহীদের জন্যে' - একথা যেমন তার বয়ানে উল্লেখ রয়েছে। তার মানে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়েখ ও শিক্ষকগণ, শরীয়ত কলেজের অধ্যাপক এবং প্রিন্সিপালগণ গায়ের মুজতাহীদের অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাদের ক্ষেত্রেও এই উপদেশ প্রযোজ্য হবে। সুতরাং (তার মতানুযায়ী) কয়েকটি পৃষ্ঠা বিশিষ্ট মাযহাবী পুস্তিকার কথার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর ইবাদত করা তাদের সকলের ওপর ওয়াজিব।

অধ্যাপকের এই প্রস্তাবের চেয়ে শরীয়ত থেকে অধিক দূরে আমরা আর কি প্রত্যক্ষ করব? অথচ আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন :

২."ঈকাযুল হিমাম : পৃ. ১০৪, ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন - ইবনুল কাইয়িম ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩, "জামেউল উলুম ও ফাযলিহী" ইবনে আব্দুলবার পৃ: ১৪৬। আল মানাক্বীব - ইবনুল জাওযী পৃ: ১৯২।

﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]

অর্থ : "... যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পন কর -যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।" [নিসা ৫৯]

এই প্রস্তাব থেকে কি আমরা মুসলিম আত্মার হত্যা, বিবেক- বুদ্ধির বিকৃতি প্রত্যক্ষ করছি না? এই প্রস্তাব আমাদেরকে আহবান করছে যে আমরা যেন কিছু যাদু বুলি, ধাঁধাঁ আর একই বিষয়ে হালাল-হারামের ক্ষেত্রে জায়গা ভেদে ভিন্নমুখী আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করব। যে কথা আল্লাহর শরীয়তে তো দূরের কথা কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষও বলতে পারেনা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]

অর্থঃ "(এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি?) পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হত, তাহলে এতে অবশ্যই অনেক ইখতেলাফ দেখতে পেত।" [নিসা ৮২]

তৎকালীন একজন গেঁয়ো মানুষও (সত্য জিনিস জানার জন্যে) আল্লাহর রাসূল (স:) কে জিজ্ঞাসা করত :

"أسألك بربك, الله أرسلك للناس كلهم ..." رواه البخاري

অর্থাৎঃ "আমি আপনাকে আপনার রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আল্লাহ কি আপনাকে সকল মানুষের রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন? --" - বর্তমান যুগে মানুষের এই আচরণ আজ কোথায়?

এ সমস্ত আলোচনার পূর্বে আমরা ইমামগণের তাক্বলীদের ব্যাপারে তাদের যে নিষেধাজ্ঞার উপদেশ প্রত্যক্ষ করেছি সেই উপদেশ উক্ত অধ্যাপকের প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছে।

আরো দুঃখজনক বিষয় হলো তিনি (অধ্যাপক) তার প্রস্তাবে বড় বড় সাহাবাদের বরাত দিয়েছেন। অথচ সাহাবাগণ কুরআন ও হাদীসের দলীল ছাড়া ফাত্ওয়া দিতেন না। তাঁরা হাদীস অথবা কুরআনের আয়াতের উল্লেখ না করে ধারণার উপর ভিত্তি করে এটি হালাল, ওটি হারাম বলতেন না।

নিঃসন্দেহে অধ্যাপকের প্রস্তাব অবহিত করছে যে তিনি ধারণা রাখেন যে গ্রন্থকারগণ নিস্পাপ এবং পাপমুক্ত। [সুতরাং তাঁর ঐ ধারণানুযায়ী এই পুস্তিকার "মুসলিম কি চার মাযহাবের কোন একটিকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য?" প্রণেতাও নিস্পাপ এবং ত্রুটিমুক্ত।] এ ধরনের আক্বীদা ও বিশ্বাস মানুষকে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। ত্রুটি মুক্ত হলেন নবী (সঃ), যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে পেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ নিস্পাপের অধিকারী নয়। এই সুবাদে আমি উক্ত অধ্যাপককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি যে সব লেখকের অনুসরণার্থে তাদের কথা জানার ও আমল করার উপদেশ দিয়েছেন তারা তো দূরে; চার ইমামের "ফিক্বহ" সম্পর্কে মুহাক্কিক (গবেষক) ইমাম ইবনে দাক্বীক আল-ঈদের মতামত উল্লেখ করা উত্তম মনে করছি।

ইবনে দাক্বীক আল-ঈদ চার ইমামের মাযহাবে যে সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসআলা রয়েছে সেগুলোকে একটি বড় বই আকারে সংকলন করে বলেন: "মুজতাহিদ ইমামগণের প্রতি এ সমস্ত মাসআলার বরাত দেওয়া হারাম। মুকাল্লিদ ফক্বীহগণের অবহিত হওয়া একান্ত কর্তব্য যে, হাদীস বিরোধী মাসআলাগুলো কাদের? যাতে তারা ঐ মাসআলায় মুজতাহিদ ওলামাদের বরাত এবং তাদের ওপর মিথ্যা আরোপে আর কদম না বাড়ায়।"[১]

১. আল ইসতি'আব : ইমাম ইবনে আব্দুল বার পৃ. ১৪৫, আল বাহরুর রায়েক্বের উপর হাশিয়া ইবনে আবিদিন (শামী) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩, আল মীযান : আল শা'রানী ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

নিঃসন্দেহে ইমাম ইবনে দাক্বীক স্বীয় আলোচনায় ইমাম শাফেয়ীর উক্তি বলতে চেয়েছেন সেটি হলো: ইমাম শাফেয়ী বলেছেনঃ "আমি যে সমস্ত মাসআলা বর্ণনা করেছি, তার বিপরীতে যদি সহীহ বর্ণনা সূত্রে রাসূল (সঃ) হতে হাদীস বর্ণিত হয়, তাহলে আমি আমার জীবিত অবস্থায় নিজ সিদ্ধান্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করছি যা আমার মৃত্যুর পরও বহাল থাকবে"।

উক্ত অধ্যাপকের অবান্তর কথার আরেকটি হলো তিনি বলেন : "সকল ইমাম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সকল ইমামের ইজতিহাদ (প্রচেষ্টা) দোষ মুক্ত যদিও ইমাম বিতর্কিত মাসআলায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সঠিক তাৎপর্যে উপনীত হতে সক্ষম না হয়। (১৮ পৃ:)

আর আমরা বলি: মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের প্রচেষ্টা ও শ্রমদানের ফলে আল্লাহর নিকট ক্ষমার যোগ্য। ইজতিহাদ সঠিক হলে দু'টি সওয়াবের অধিকারী, আর ভুল হলে একটি সওয়াবের অধিকারী। এ কথা হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।

হাদীস সংকলিত হওয়া এবং সত্য প্রকাশের পর ইমামগণের হাদীস বিরোধী রায় বর্জন এবং অবিলম্বে সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত অন্ধবিশ্বাসীদের (মুকাল্লিদদের) কোন পরিত্রাণ নেই।

অন্য মাযহাবের ইমামের পিছনে নামায ত্যাগ করার ক্ষেত্রে মুক্তাদীকে সতর্ক করার ব্যাপারে অধ্যাপকের আরো একটি অবান্তর উক্তি হলো যে, তিনি বলেন : সর্ব যুগের ও সর্ব কালের ওলামা আলেমগণ একমত, ইমামগণ উক্ত মাস্আলার বিপরীতে একমত পোষণ করেছেন। (১৯ পৃ:)

(অর্থাৎ অধ্যাপক বলতে চেয়েছেন যে, অন্য মাযহাবের ইমামের পিছনে মুক্তাদীর নামায ত্যাগ করার ব্যাপারে ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন।)

যদি তিনি কতিপয় মাযহাবী বই পুস্তক পড়তেন তাহলে তিনি যা বলেছেন তার বিপরীত দিকটি প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁর অধিকাংশ কথা তো

অবান্তর। তার মধ্যে আরো একটি অবান্তর কথা যেমন : হে অমুকেরা তোমরা মুসলিমদের ছেড়ে দাও তারা তাদের ঐ ইমামগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক যাদের (তাক্বলীদ) অন্ধঅনুকরণ যুগযুগ ধরে শরীয়তী বিধান হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। (৭৭ পৃ:)

আমি জানিনা তিনি কেমন করে এসকল ধারণা পোষণ করেছেন? স্বয়ং ইমামগণ (অন্য ব্যক্তিকে) নিজেদের তাক্বলীদ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তাক্বলীদকে ঘৃণা করেছেন, এ কথা আমরা এই পুস্তিকায় লক্ষ্য করেছি।

-----------o-----------